www.bhraman.com Subscribe Online: www.swarnakshar.in ISSN 0971-8885 জানুয়ারি ২০১৩ □ ২০ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

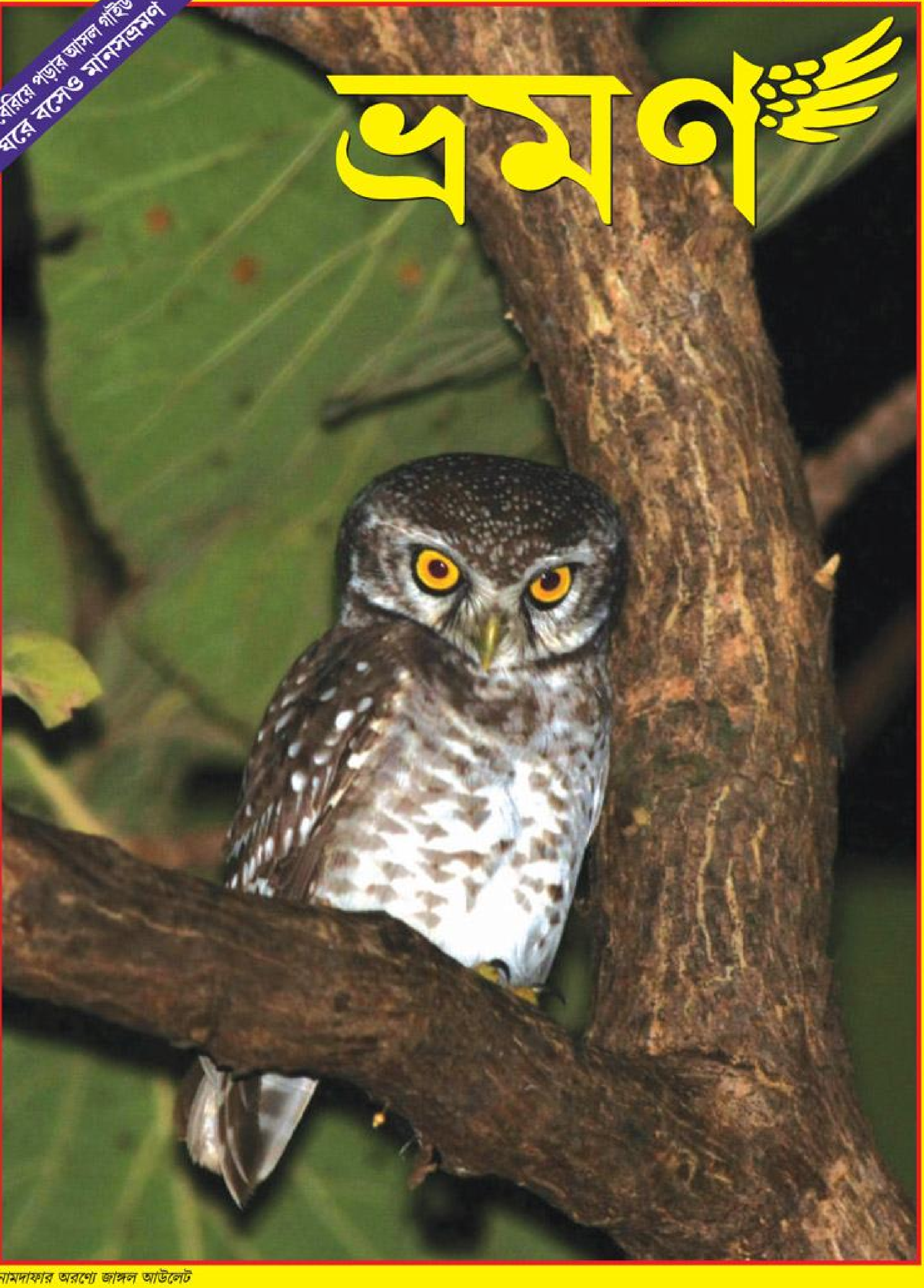

নামদাফার অরণ্যে জাঙ্গল আউলেট

www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

বাঙালিমননে নবতরঙ্গ

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায় সর্বত্র পাবেন
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

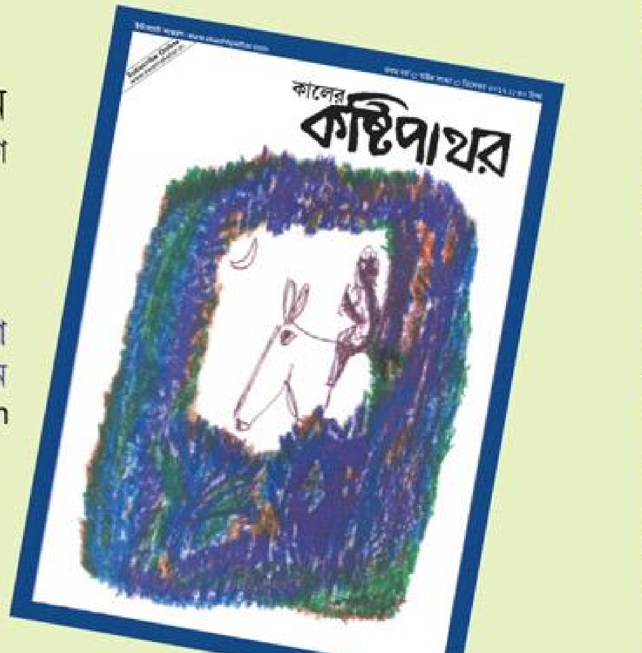

এক বছরের ১২টি সংখ্যার গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

সারা বছর, প্রতি মাসে

ছেলেবেলা

ছোটদের আশ্চর্য পত্রিকা

- ✓বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের 'ছেলেবেলা' উপহার দিতে পারেন।
- ✓একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ 'ছেলেবেলা' পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- ✓চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- ✓যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে।

একবছরের গ্রাহকমূল্য ১৫০ টাকা
(ক্যুরিয়ারে ২৬০ টাকা)

চেক বা M.O. পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

অনলাইন গ্রাহকমূল্য পাঠাতে লগ অন করুন:
www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭ ৬৪৪৮
ই-মেল:
chhelebela@swarnakshar.in

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের ৩৫৬নং স্টলে

ছোটদের বই

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
চলো দেখে আসি ₹২০ চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫
মৈত্রেয়ী নাগের বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর হীরু ডাকাত ₹৪৫
শাদা ঘোড়া ₹৩০ আমাজনের জঙ্গলে ₹৫০
ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ গৌর যাযাবর ₹৪০ ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০ তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫ আমার বনবাস ₹১২

স্বর্ণাক্ষরের ৩০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বরফের বাগান
১২০ টাকার বই বইমেলায় মাত্র ২০ টাকা

ভ্রমণ বই

বিমল মুখার্জির দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
শঙ্খ ঘোষের ইছামতীর মশা ₹১৫০
প্রতাপকুমার রায়ের দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া ₹৬০
রবীন চক্রবর্তীর বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণকাহিনী ১ম খণ্ড ₹৩৫০ ২য় খণ্ড ₹২৭৫
ভ্রমণ ট্রেকিং ₹১০০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর গল্পসংকলন নিমফুলের মধু ₹৬০
কবিতার বই মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা
গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার
গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে

সিম্ফনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.ekashtipathar.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com

আমাদের সব বই
সব পত্রিকা
হীরু ডাকাতের সিডি

এখানেও পাওয়া যায়:

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর ৩০
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

ভ্রমণ

সূচিপত্র

বিংশ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৩ মাঘ ১৪১৯

8 নামদাফায় হাঁটাহাঁটি
সুমিত দাস

54 লে থেকে কারগিল হয়ে দ্রাস
রবীন চক্রবর্তী

6 প্রধান সম্পাদকের কথা

34 পাখির খোঁজে কুমায়ুনে
মিতা দত্ত

17 একডজন পিকনিক স্পট

42 কানাডার রকি পর্বতে
মলয় রায়

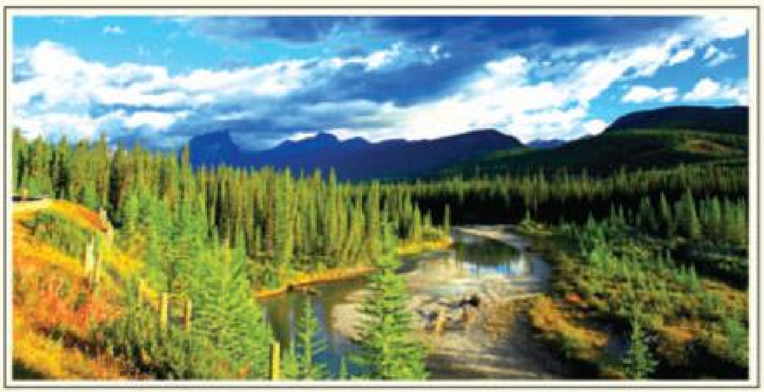

75 বনের পাতা

50 কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান
বসন্ত সিংহ রায়

30 উত্তরবঙ্গের স্বর্গরাজ্যে
জয়দীপ সরকার

প্রচ্ছদ পরিচিতি: *নামদাফার অরণ্যে জাঙ্গল আউলেটের ছবিটি তুলেছেন* ***সুমিত দাস***

39 অগ্নিতীর্থ রামেশ্বরম
স্বপ্না দত্ত

ফেসবুকেও এখন ভ্রমণ
Bhraman Travel Magazine

নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা
24 একনজরে ছয় ভ্রমণ
26 পাঠকের পাতা
49 ফিরে দেখা
62 ভ্রমণজিজ্ঞাসা
64 ভ্রমণশব্দছক
65 কোথায় যাবেন, শুধু জানান
71 হলিডে হোম
73 রেলের সময়সূচি
75 বনের পাতা
76 তথ্যেচিত্রে উট উৎসব
78 নোটবই

76 তথ্যেচিত্রে উট উৎসব

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**

সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কর্স প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakravorty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২০ টাকা

BHRAMAN
A Bengali Monthly on Travel & Tourism
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Telephone: 2283 2320, 2280 8818
Fax: 2287 6448
E-mail: bhraman@swarnakshar.in
www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১৩
ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রধান সম্পাদকের কথা

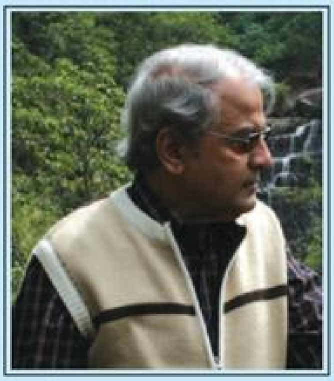

ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, যত দূর মনে পড়ে তখন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, একদিন এক দীর্ঘ আলোচনায় আমার মনে হাটের একটা ছবি ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। ছবিটা এই:

ভারতের হাট এক হিসেবে ভারতের সংসারচিত্র। হাটে মানুষের জীবনযাত্রার গতি-প্রকৃতি দেখতে পাবেন। দিনের শেষে ভাঙা হাট-ফেরত ছাগল দেখেছেন? কোনও ছাগলকে যদি দেখেন প্রভুর সঙ্গে চার পায়ে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে, জানবেন ছাগলটা বিক্রি করা যায়নি। আর যদি দেখেন ছাগলটাকে তার মালিক দড়ি ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে, জানবেন লোকটা আজই হাটে একে কিনেছে।

তখন 'কর্মক্ষেত্র'-র সম্পাদক হিসেবে বাংলার কর্মহীন যুবসম্প্রদায়ের উপযোগী নানা স্বনির্ভর কাজের কল্পনায় আমি প্রায় পাগলপারা, ভারতের মতো দরিদ্র দেশের অর্থমন্ত্রী, তখন যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবনা শোনবার আগ্রহেই এই একান্ত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা।

হাট-ফেরত ছাগলের পদক্ষেপে প্রণববাবুর সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ আমাকে অবাক করেছে দেখে তিনি বলেছিলেন, দেশের মানুষের হাঁড়ির খবর না জানলে অর্থমন্ত্রীর চলে না।

স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারি পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নিয়ে সেদিনের দীর্ঘ আলোচনার অনেক কথাই পরে ভুলে গেছি, কিন্তু হাটের ছবি মনে গেঁথে রইল।

তখনও আলাস্কা বা পুরনো দামাস্কাসের হাট আমার দেখা হয়নি, সারা দুপুর কাটানো হয়নি ফ্রান্সের মালাকফের শনিবারের হাটে, হাটের স্মৃতি বলতে বারুইপুরের আমবাগান ছাড়িয়ে মরা নদীর লুপ্ত কূলে সুয্যিপুরের হাট বা সিঙ্গুরের হাটই আমার সম্বল।

'ভ্রমণ'ও তখন অনেক দূরে। তবে ভারতের হাট যে ভ্রমণপরিধির মধ্যেই পড়ে সেই ভাবনার অঙ্কুর আমার অজ্ঞাতেই, হয়তো তাঁরও অজ্ঞাতে, তিনি সেদিন আমার মনে জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হাট আমাদের ছড়ায়, সাহিত্যে। হাট আমাদের সমস্ত শৈশব জুড়ে। 'হাট বসেছে শুক্রবারে, বক্সীগঞ্জে পদ্মাপাড়ে'— পৌনে এক শতাব্দী ধরে এ তো বাঙালি জীবনেরই বলতে গেলে প্রথম পদ্যপাঠ। 'দূরে দূরে গ্রাম দশ-বারোখানি, মাঝে একখানি হাট' ছাপার অক্ষরে পড়েছি আমরা। আটুল বাটুল শ্যামলা শাটুলদের শাটুলকে তো আমরা হাটে যেতেই দেখেছি। তবু বইয়ে পড়া এইসব হাট কিন্তু নিষ্প্রাণ কথা ও ছবি হয়েই জেগে থাকে। হাটের গুঞ্জন বা জীবনের স্পন্দন এতে শোনা বা ছোঁয়া যায় কি? ছাগলের পদক্ষেপের ছন্দে বা ছন্দপতনে কিন্তু জনপদের জীবনকথার আঁচ পাওয়া যায়।

হাট মানেই তো আঞ্চলিক আখ্যান, হাটেই দেখা যায় দৈনন্দিন জীবনের ব্যাখ্যান। ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপতি সেদিন ঠিকই বলেছিলেন— হাট এক হিসেবে দেশেরই একটুকরো দর্পণ।

প্রাচীনতায়, পণ্যসামগ্রীতে, বেচা-কেনার ধরণে এক-এক হাটের আবার এক-এক বৈশিষ্ট্য। রোভানিয়েমির কেমিওকি নদীর কাছে শুক্রবারের হাট তো স্বয়ং একটা সব-পেয়েছির দেশ। ফ্রান্সের প্রথম রাজধানী লাঁও থেকে ৩৫ কিমি দূরে সোয়াশোঁতে বছরে একবার শহরের রাস্তাজুড়ে বসে মধ্যযুগীয় বাজার। ঘর-গেরস্থালির নানা সামগ্রী, পোশাক-আশাক, অস্ত্রশস্ত্র— সবই সেখানে মধ্যযুগের। সেই হাটে একবেলা ঘুরলে খানিকটা অতীতযাত্রা হয়ে যায়।

হাট আমাদের শহরসর্বস্ব জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে কত চিরায়ত মেলা। সেই মেলারও একটা অঙ্গ কিন্তু হাট। দূর দূর থেকে যে যার পণ্য নিয়ে মেলার মধ্যে হাট বসায়। আমি তো যেখানেই যাই, শতাব্দীপ্রাচীন হাট বা ঐতিহ্যবাহী মেলা থাকলে না দেখে ফিরতে পারি না।

কোথাও আবার যুগ যুগ ধরে বিশালাকার বাজার আজও জমজমাট। এও আসলে এক স্থায়ী হাট যা রোজই বসে। ইন্দোনেশিয়ার জাভায় বা ইস্তাম্বুলের যে রেলস্টেশন থেকে একদা ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস ছাড়ত সেই রেলস্টেশনের কাছে, কিংবা ভিয়েতনামের হ্যানয় শহরে এরকম বহুকালের বিরাট সব বাজারে ঘুরলে ওইসব অঞ্চলের দৈনন্দিন জীবনচিত্র দেখা হয়ে যায়।

হাট-ফেরত ছাগলের পদক্ষেপের তারতম্য ও তার তাৎপর্য দেখার চোখ থাকা চাই।

পাঠকের প্রতি

অনেক দিন ধরেই 'ভ্রমণ' ছাপার কাগজের উত্তরোত্তর মূল্যবৃদ্ধি, সেইসঙ্গে ভারতীয় টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময়হার বাড়তে থাকায় বিদেশ থেকে কাগজ আমদানির খরচ অস্বাভাবিক বেড়েছে। ভারতের বন্দরে কাগজের ক্লিয়ারিং চার্জও ঊর্ধ্বমুখী। এই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতেও আমরা বহু বছর 'ভ্রমণ'-এর দাম কিছুমাত্র বাড়াইনি। এবার নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সামান্য বাড়াতে হল। আগামী সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২০১৩) থেকে প্রতি মাসের সাধারণ সংখ্যার দাম ২০ টাকার বদলে ২৫ টাকা ও 'পুজোর ভ্রমণ গাইড' ও 'শারদীয়া ভ্রমণ'-এর প্রত্যেকটির দাম ৮০ টাকার জায়গায় ৯০ টাকা ধার্য হবে।

সেপ্টেম্বর সংখ্যা থেকে 'ভ্রমণ'-এর নিকৃষ্ট কাগজ নিয়ে যাঁরা অবিরাম আমাদের কাছে অনুযোগ করছেন, তাঁদের সকলকে জানাই, কলকাতায় আমাদের পরিচিত ও বন্ধুপ্রতিম এক ভ্রমণ-অনুরাগীর কথায় ভুলে তাঁর দুবাইবাসী বন্ধু কাগজ-ব্যবসায়ীর মাধ্যমে আমরা ইউ-কের মিল থেকে ৬০ মেট্রিক টন এই কাগজ আনিয়ে চূড়ান্ত বিপন্ন। কলকাতাবাসী বন্ধুপ্রতিম ভদ্রলোকের উদ্যোগে ও "ভ্রমণ" ছাপার পক্ষে খুবই উৎকৃষ্ট ও একশো ভাগ উপযোগী" এই সুনিশ্চিত আশ্বাসে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা 'ভ্রমণ' ছাপার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এই কাগজের অর্ডার দিয়েছিলাম।

নিকৃষ্ট কাগজের জন্য পাঠকের এই ক্ষোভ ও অনুযোগ আমাদেরও। আমরাও একই রকম ক্রুদ্ধ, বিরক্ত ও ব্যথিত। এতটাই যে আমরা অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও ফিনল্যান্ডের মিল থেকে ভালো কাগজ আনবার ব্যবস্থা করেছি।

আগামী সংখ্যা থেকে ফিনল্যান্ডের কাগজে 'ভ্রমণ' ছাপিয়ে পাঠকের ক্ষোভ প্রশমনের প্রতিশ্রুতি দিলাম। আর, বন্ধুকে বিশ্বাসের দাম হিসেবে আমাদের জন্য রইল নিকৃষ্ট কাগজজনিত বিপুল ক্ষতিভার।

এই সংখ্যাও ওই নিকৃষ্ট কাগজ পরিহার করে ফিনল্যান্ডেরই একটি মিলের কাগজে ছাপা হল।

ছবি: সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দেবান

নামদাফায় হাঁটাহাঁটি

লেখা ও ছবি : সুমিত দাস

গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল

গ্রিন ট্রি ফ্রগ

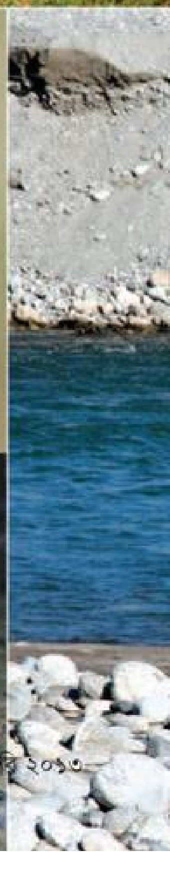

হিমালয়ান সিভেট

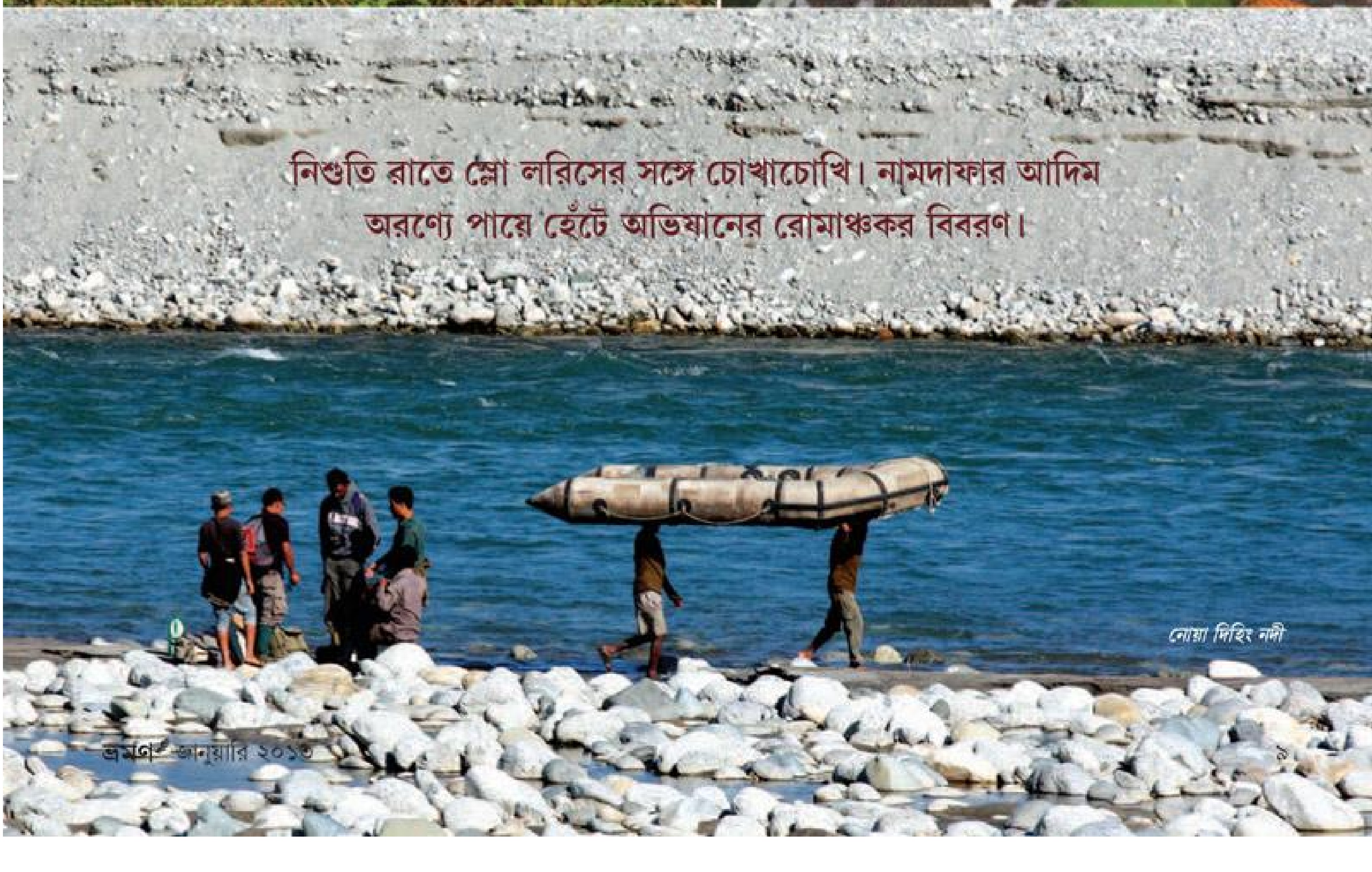

নিশুতি রাতে স্লো লরিসের সঙ্গে চোখাচোখি। নামদাফার আদিম অরণ্যে পায়ে হেঁটে অভিযানের রোমাঞ্চকর বিবরণ।

নোয়া দিহিং নদী

অতীতের সব বদনাম নস্যাৎ করে কামরূপ এক্সপ্রেস ১ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে ভোর ৪টে ২০ মিনিটে নিউ তিনসুকিয়া স্টেশনে পৌঁছল। তখনও চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর কুয়াশা। আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছিল। লাগেজ গাড়িতে তুলে এক কাপ চা খেয়ে আমরা পাড়ি দিলাম মিয়াও-এর উদ্দেশে। তিনসুকিয়া থেকে সড়ক পথে মিয়াও-এর দূরত্ব প্রায় ১১৮ কিলোমিটার। এবারে আমাদের গন্তব্য নামদাফা ন্যাশনাল পার্ক।

ভোরের আলো ঠিকমতো ফোটার আগেই আমরা মাকুম পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ডিগবয়। এখানে বাতাসে খনিজ তেলের গন্ধ। ডিগবয় অয়েল ফিল্ড পেরিয়ে পথে পেলাম মার্গেরিটা। বড় জনপদ, কয়লাখনি এলাকা। এখানেই প্রাতরাশ সেরে নিলাম পুরি-তরকারি দিয়ে। এরপর পথে পড়ল লিডো, লেখাপানি আর জাগুন। জাগুন অতিক্রম করে আমরা অসম সীমান্ত পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম নামচিক। এখান থেকেই আমাদের অরুণাচলে প্রবেশ।

চেকপোস্টে ইনারলাইন পারমিট দেখানোর পর খারসাং পেরিয়ে সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা মিয়াওতে হাজির। মিয়াও টাউনের অবস্থান নামদাফার দক্ষিণে। ফিল্ড ডিরেক্টরের অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করতে একটু সময় লাগবে। ক্যাম্পিংয়ের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও কাঁচা আনাজ কেনার প্রয়োজন ছিল। তাই আমাদের টিমের এক সদস্য বেরিয়ে পড়লেন বাজার করতে। এই সুযোগে ঘুরে নিলাম মিয়াও মিনি জু ও সংগ্রহশালা। এই চিড়িয়াখানা ও মিউজিয়াম ফিল্ড ডিরেক্টরের অফিসের একদম পাশেই। মিনি জু-তে নামদাফার বেশ কিছু প্রাইমেট প্রজাতি দেখলাম, যারা দুর্লভ।

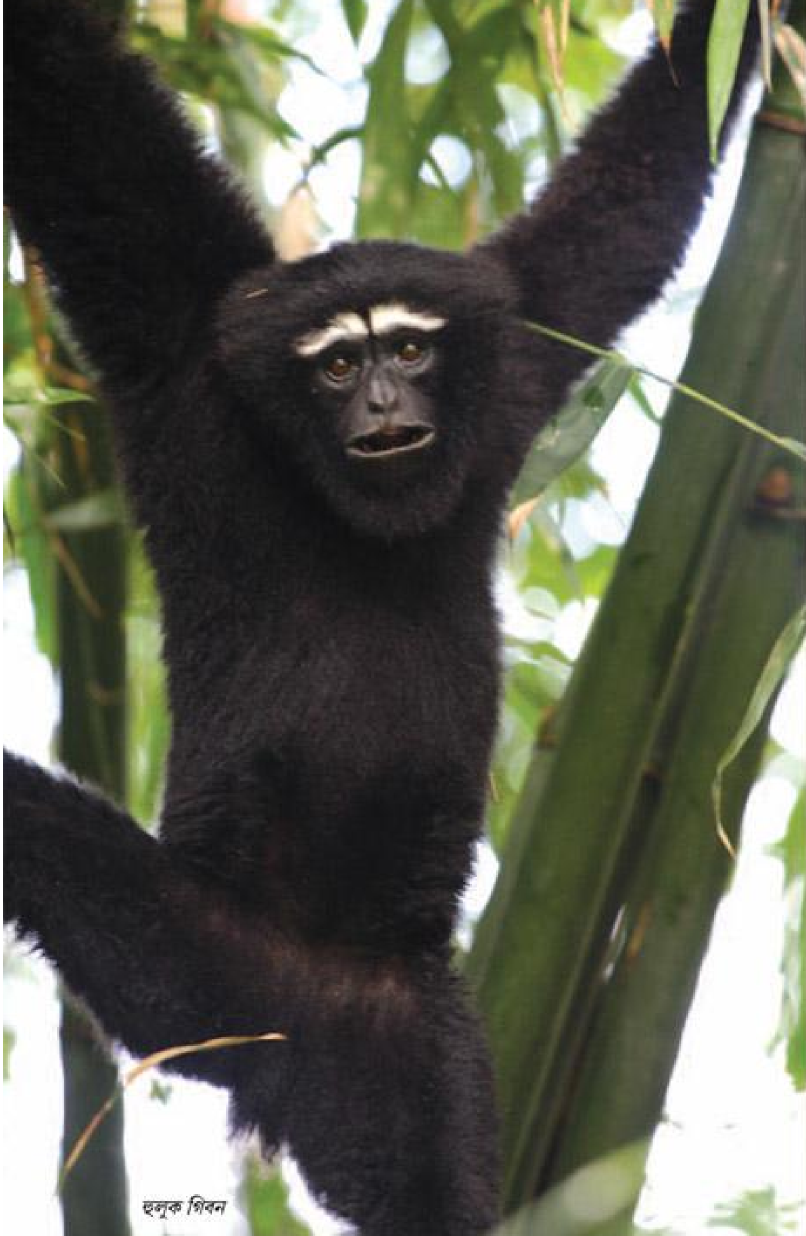

হুলুক গিবন

স্লো লরিস

লং টেলড ব্রডবিল

সংগ্রহশালাটিও অনবদ্য। এখানে প্রদর্শিত বহু বিরল পশুপাখির স্টাফ করা নমুনার পাশাপাশি ল্যান্ডস্কেপ-ক্লে মডেলগুলি দেখার মতো। হাতে আরও বেশ কিছুটা সময় আছে দেখে ভাবলাম একবার গাড়ি নিয়ে মিয়াও রিজার্ভ ফরেস্ট ঘুরে আসি। এই চিরহরিৎ রেনফরেস্টের অবস্থান মিয়াও টাউনের পশ্চিমে। এ অঞ্চলে রিথড, রুফাস-নেকড আর ব্রাউন হর্নবিল তো আছেই। আর পাওয়া যায় স্ট্রিকড রেন ব্যাবলার আর গোল্ডেন ক্রেস্টেড ময়না। প্রশাসনিক ভাবে মিয়াও রিজার্ভ ফরেস্ট জয়রামপুর ফরেস্টের মধ্যে পড়ছে। তাই এখানে প্রবেশের অনুমতি পাওয়া যাবে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের কাছে। পার্কের অফিসে ফিরে এসে শুনি সব বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। আর বাজারের কাজও সমাপ্ত। তাই রিজার্ভ ফরেস্ট যাওয়ার পরিকল্পনা আপাতত মুলতুবি রেখে আমরা তড়িঘড়ি দেবান যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মিয়াও-বিজয়নগর রোড (এম ভি রোড) ধরে এগোলে দেবানের দূরত্ব আর প্রায় ২৭ কিলোমিটার। রাস্তা খুবই খারাপ। বিভিন্ন জায়গায় ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে। জল, কাদা আর পাথরে ভর্তি দুর্গম পথ। নোয়া-দিহিংয়ের তীরে দেবানই হল নামদাফার প্রবেশদ্বার। এরপর আর কোনও স্থায়ী মনুষ্যবসতি নেই। এম ভি রোড ধরে ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর পথে পড়ল এমপেন ফরেস্ট চেকপোস্ট। এখানে আরেক প্রস্থ বনবিভাগের চেকিং অতিক্রম করে আমরা এগোলাম দেবানের দিকে। রাস্তা ক্রমশ আরও খারাপ। এককে জায়গায় তো গাড়ির চাকা কাদায় আটকে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। এভাবেই পেরিয়ে এলাম 'দশমাইল'। দেবান থেকে চার কিলোমিটার আগে পড়ল অনামিকা ফলস। সত্যি কথা বলতে কী, এখানে রাস্তা বলে কিছু নেই। শুধু কাদা আর পাথর।

বেলা দেড়টা নাগাদ আমরা দেবান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে পৌঁছলাম। এখানে এসেই যেন মন খুঁজে পেল এক অপার শান্তির পরিবেশ। প্রকৃতি এখানে অবারিত-দ্বার। দিগন্তবিস্তৃত নীলাকাশ আর সবুজের মিলমিশ। অরণ্যের বুক চিরে একদম গা ঘেঁষে এগিয়ে গিয়েছে নোয়া-দিহিং। আসার পর থেকেই সর্বক্ষণ গিবনের ডাক শুনছি। অখণ্ড অবসর, নির্জনতা আর নির্ভেজাল প্রকৃতি— এইসব নিয়েই নামদাফার প্রান্তিক জনপদ-দেবান। এসেই আলাপ হল বনবাংলোর কুক কাম কেয়ারটেকার গগৈয়ের সঙ্গে। একদম সাদামাটা বন্দোবস্ত। কোনও বিলাসবহুল ওয়াইল্ডলাইফ রিসর্টের সুযোগ-সুবিধা আশা করাটা বৃথা। ন্যূনতম পরিষেবার অবস্থাও তথৈবচ। ইলেক্ট্রিসিটি নেই, রাতে মোমবাতি বা হ্যারিকেনের আলোই ভরসা। আমরা আশ্রয় পেলাম একতলায় একটি ডবল বেড রুমে। ডাল, ভাত, আলুসেদ্ধ আর মিয়াও থেকে নিয়ে আসা দেশি মুরগির ঝোল দিয়ে দুপুরের আহার সারা হল।

আগামী পনেরো দিনের ট্যুর-প্রোগ্রাম ও ক্যাম্পিং নিয়ে বিশদ আলোচনার দরকার ছিল। আমাদের সর্বক্ষণের ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট জাপাং পানসাকে সন্ধেবেলা আমন্ত্রণ করেছি। একঘুম দিয়ে আমরা সবাই হাজির হলাম ডাইনিং হলে। সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হতে না হতেই গগৈ চা দিয়ে গেল। কথা ছিল, আগামী দুদিন দেবান ও

> নাইট ভিশন বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেখি একটা গোলগাল তুলোর বল আর তার খুদে চোখ দুটো আগুনের ভাটির মতো জ্বলছে। হাতে বেশি সময় নেই। এবার সামনে কঠিনতম বাধা। দুর্ভেদ্য লতানে ঝোপ, আলগা পাথর, প্যাঁচপেচে কাদা, পচা ডালপালা, পাতার স্তূপ আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। কপালে লাগানো হেডল্যাম্পের আলোয় দুটো বড় ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে কীভাবে যে আরোহণের কঠিন লড়াই জিতে ওপরে পৌঁছলাম, তা নিজেই জানি না।

এম ভি রোডে দু'বেলা আমাদের পায়ে হেঁটে সাফারি হবে। তৃতীয় দিন আমরা নোয়া-দিহিং ও দেবাননালা পেরিয়ে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে হলদিবাড়িতে নদীর চরায় ক্যাম্প করব। চতুর্থ দিন ভোরে আমরা হলদিবাড়ি থেকে ৬ কিলোমিটার ট্রেক করে নতুন ক্যাম্প বানাব হর্নবিলে। ক্যাম্প হর্নবিলে তিনদিন থাকাকালীন আমরা বুলবুলিয়া এবং রানিঝিল-সন্নিহিত এলাকায় বার্ডিং করব। অষ্টম দিন একরাতের জন্য আমরা রানিঝিলে ক্যাম্প করব। নবম দিন আমরা রওনা হব আমাদের শেষ গন্তব্যের পথে যে জায়গাটির নাম ফার্মবেস। শেষের দু'রাত আমাদের ক্যাম্পিং হবে ফার্মবেসে। ফেরার সময় একই পথে আমাদের রিটার্ন ট্রেক সম্পূর্ণ হবে দু'দিনে। ফিরে আবার একদিন দেবানে বিশ্রাম। পোর্টার, কুক, হেল্পার, ফিল্ড-গাইড ও মাহুত মিলিয়ে অভিযাত্রী দলের সদস্যসংখ্যা নয়। পূর্ব-প্রস্তুতি থাকলেও এত বড় মাপের একটা কর্মকাণ্ড হাতে-কলমে পরিচালনা করাটা মুখের কথা নয়। অরুণাচলের আদিম অরণ্যে পরিস্থিতি কোনওরকম পূর্বাভাস ছাড়াই মারাত্মক প্রতিকূল হয়ে উঠতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না। তাই টিমলিডার হিসেবে সম্যক পরিস্থিতি ও নিরাপত্তার বিষয়টি বিচার করে জাপাংকে মতামত জানাতে অনুরোধ করলাম। যা রিপোর্ট পাওয়া গেল তা রীতিমতো হতাশাজনক। এখনও নোয়া-দিহিংয়ে জল কমেনি। হর্নবিল পর্যন্ত রাস্তা লম্বা ঘন-জংলি আগাছায় ভরে আছে। পয়লা নভেম্বর পার্ক খোলার পর থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও দল হলদিবাড়ি বা হর্নবিল পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি। সুতরাং আমাদেরই রাস্তা বানিয়ে এগোতে হবে। খরস্রোতা নদী পারাপারের জন্য বনবিভাগের একটি মাত্র শতচ্ছিদ্র র‍্যাফট— যেটা চারদিক থেকে লিক করছে। নদী পেরনোর আগে ওটাতে প্রায় আধঘণ্টা ধরে পাম্প করতে হয়। সর্বোপরি, তাতেও ওপারে পৌঁছনোর কোনও ভরসা নেই। এখন একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের হাতি। দেবানে যে ছোট হাতিটা আছে, সেটায় চেপে জাপাং বিগত দুদিন ধরে নদী পেরনোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মাঝবরাবর যাওয়ার আগেই হাতির পিঠে বসা অবস্থায় তার হাঁটু পর্যন্ত জলে ডুবে যাওয়ায় ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এমতাবস্থায় আর এগোনো যাবে না জেনে আপাতত ক্যাম্পিংয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হল। আগামীকাল জাপাং আর আমি আবার হাতিতে চড়ে নদী পেরনোর চেষ্টা করব ঠিক করলাম। যদি বিফল হই তবে দেবানের বুকিং আরও পাঁচ দিন বাড়ানোর জন্য মিয়াওতে লোক পাঠানো হবে। রাতে ঢেঁকিশাক, বেগুনের চচ্চড়ি, ডাল, ভাত আর মাছের ঝোল দিয়ে খাওয়া হল। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, তাই ন'টা নাগাদ শুয়ে পড়লাম।

পরদিন হাতির পিঠে বিপজ্জনক ভাবে নদী পেরনোর চেষ্টা বিফলে গেল। ভেবেছিলাম, কোনও না কোনও একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। এবার যেন বেশ দমে গেলাম। এত আয়োজন, এত বন্দোবস্ত সবই যেন প্রকৃতির খেয়ালে হঠাৎ কেমন আপাত-অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কী আর করা যায়, নামদাফা অভিযান তো আর শখের পিকনিক নয় যে বারবার করা যাবে। যেভাবে হোক, যতদিন সম্ভব অপেক্ষা করতেই হবে। অতএব, আমাদের সাময়িক ঠিকানা দেবান বনবাংলো।

বিকেলে খবর পেলাম আমাদের দেবানের বুকিং মোট ছয় দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়া গিয়েছে, তবে শেষের চারদিন ট্যুরিস্ট-হাটে থাকতে হবে।

দিহিংয়ের পিছনে সূর্যাস্ত হচ্ছে। নিঝুম, নিস্তব্ধ একরাশ পাথরের বুক দিয়ে বয়ে চলা নদীর চরায় একটা হোয়াইট বেলিড হেরনকে দেখলাম মাছ শিকারে ব্যস্ত। দেবানকে কেন্দ্র করে গিবনল্যান্ড থেকে ক্যামেরা পয়েন্ট পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার রাস্তা এবং আশপাশের এলাকাতেই এখন সকাল-সন্ধে পায়ে হেঁটে সাফারি হবে। দলের মনোবল ফিরে আসতে দেখে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছিল। আগামী দিনগুলিতে আমরা দু'চোখ ভরে দেখব আর ছবি তুলব নামদাফার অজানা বন্যপ্রাণীদের। ঠিক হল, রাতে ফ্লাইং স্কুইরেল, সিভেট, মার্টেন, স্পটেড লিনসাং, বিন্টুরং, স্লো লরিস, শজারু, মার্বেলড ক্যাট, লেপার্ড ক্যাট, গোল্ডেন ক্যাট, ক্লাউডেড লেপার্ড—এইসব খোঁজা হবে। আর দিনের বেলায় পাখি। এসব ভাবতে ভাবতেই দেখি গাছেদের গা বেয়ে অরণ্য প্রান্তরে নেমে এসেছে নিঝুম অন্ধকার। কনকনে ঠান্ডা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সন্ধে সাতটা নাগাদ দেবান থেকে বেরিয়ে আমরা কয়েকজন জঙ্গলের সুঁড়ি পথ ধরলাম। দেবান তেমাথা পর্যন্ত প্রথম এক কিলোমিটার চড়াই অতিক্রম করে রাস্তা মোটামুটি সমতল। অনবরত ঝিঁঝি ডাকের সঙ্গে সর্বদা একটা দমকা হাওয়া বইছে। আশ্চর্যজনক ভাবে কোনও জোনাকি বা নাইটজারের উপস্থিতি চোখে পড়ল না। তবে প্রচুর নিশাচর মথ দেখছি এখানে। এম ভি রোডের এদিকটায় অবশ্য রাতবিরেতে জংলি হাতির সামনে পড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই সবাই ঝোপজঙ্গলে সার্চলাইট ফেলে স্লো লরিস খুঁজতে মশগুল। আমরা এখন যাব অনামিকা ফলস পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই গাছের ওপরে একটা লেপার্ড-ক্যাট আর তিনটে রেড জায়েন্ট ফ্লাইং স্কুইরেল দেখলাম। এখানে বলে রাখি, অনেকেই রেড ফ্লাইং স্কুইরেলকে ভুল করে 'নামদাফা ফ্লাইং স্কুইরেল' ভেবে বসেন। দুটো এক নয়। রেড ফ্লাইং স্কুইরেল প্রজাতিটিকে *(Petaurista petaurista)* নামদাফার সর্বত্র খুব সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি নুন খাওয়ার লোভে দেবানের আশপাশেই এরা রাতে চলে আসে। তখন সঙ্গে ভালো সার্চলাইট থাকলে, অনায়াসে অনেকক্ষণ ধরে এদের লক্ষ করা যায়। কিন্তু নামদাফা ফ্লাইং-স্কুইরেল *(Biswamoyopterus biswasi)* অত্যন্ত বিরল এবং বিগত ত্রিশ বছর দেবানের আশপাশে এই উড়ন্ত কাঠবেড়ালিটি দেখতে পাওয়ার কোনও নিশ্চিত রেকর্ড নেই। তো যাই হোক, আমরা অনামিকা ফলসের কাছে এসে গিয়েছি। এটি রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি মাঝারি মাপের পাহাড়ি ঝরনা। আগেই বলেছি, মিয়াও থেকে দেবানের পথে সবথেকে বেশি ল্যান্ডস্লাইড এখানেই হয়। চারদিক আলগা পাথর আর কাদায় ভর্তি। বাঁদিক দিয়ে বিপজ্জনকভাবে খাড়া খাদ নীচের অন্ধকারে বিলীন হয়েছে। সেদিকে তাকাতেও ভয় করে। সর্বত্র অজস্র জোঁক থিক থিক করছে। যাদের কাছে হেডল্যাম্প ছিল না, তাঁরা অনেক আগেই রণে ভঙ্গ দিলেন। জাপাং বেশ কয়েকটি বিরল প্রজাতির উভচর আমায় দেখাল। যে সমস্ত সাপ আর ব্যাঙ স্যাঁতসেঁতে জায়গায় থাকতে ভালোবাসে, এই স্থান তাদের খুব পছন্দ। আমরা অনেকক্ষণ এখানে মেডোস পিট ভাইপার খুঁজলাম। এবার ফেরার পথ ধরেছি। এতক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ ওঠায় অন্ধকার বেশ কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মিয়াও থেকে বিজয়নগর পর্যন্ত ১৩৮ কিলোমিটার মিয়াও-বিজয়নগর রোড তৈরি হয়েছিল ১৯৭২ সালে। ১৯৯০-এর পর থেকে এর কোনও সংস্কার হয়নি। দেশ-বিদেশের পক্ষীপ্রেমীরা প্রায়ই দশদিনে এই ট্রেক সম্পূর্ণ করে নামদাফার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বিজয়নগর পর্যন্ত যান। বিজয়নগর টাউনে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স-বেস রয়েছে। সেখান থেকে মাসে দুটি এরোপ্লেন ডিব্রুগড়-মোহনবাড়ি এয়ারপোর্টের মধ্যে যাতায়াত করে। যদিও অবশ্য যাত্রীদের এখান থেকে ফ্লাইট পেতে অনির্দিষ্টকাল (এক থেকে দু'সপ্তাহ পর্যন্ত) অপেক্ষা করতে হতে পারে।

এই বার্ডিং ট্রেইলটির খ্যাতি কিন্তু জগৎজোড়া। তন্নতন্ন করে খুঁজেও আজ এ পথে কোনও স্লো লরিস পাওয়া গেল না। রাত দশটা নাগাদ দেবানে ফিরে এসে দেখি গগৈ দেশি-মুরগি শিকে গেঁথে তেল নুন দিয়ে পুড়িয়েছে। খিদের মুখে অপূর্ব লেগেছিল।

পরদিন ভোর পাঁচটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম বার্ডিং করতে। কিছু স্পট জাপাং আগে থেকেই চিহ্নিত করে রেখেছিল। সেগুলোর দূরত্ব দেবান তেমাথা থেকে ছয় কিলোমিটারের মধ্যে। নামদাফার গহীন অরণ্যে প্রচুর পাখি বাসা বাঁধে আশপাশের গাছগাছালিতে। কিছুদূর যেতেই চোখে পড়ল গোটা পাঁচেক সুলতান টিট। সঙ্গে ছিল লং-টেলড ব্রডবিল আর গ্রিন ম্যাগপাই। আরও এগিয়ে চললাম গ্রিন কোকোহা খুঁজতে। আমাদের যাত্রাপথ অজস্র পাখির কলকাকলিতে মুখর। এই স্বপ্নের রাজত্বে এদের সঙ্গে পথ চলার মজাটাই আলাদা। গোটা এলাকাটাই তো সবুজের সাম্রাজ্য। তবে যেটা লক্ষ করলাম, জঙ্গল অত্যন্ত ঘন হওয়ার ফলে পশুপাখি দেখা বা ছবি তোলা খুবই দুরূহ। প্রায় দু'হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় এত ঘন জঙ্গলের ভেতরে কোনও কিছু দেখতে পাওয়াটাই ভাগ্যের ব্যাপার। দু-তিন প্রজাতির বুলবুল, ইউহিনা আর ফুলভেট্টা দেখলাম। আর নজরে এল হোয়াইট থ্রোটেড বুলবুল। সব মিলিয়ে আজ সকালের প্রাপ্তি নেহাত মন্দ নয়। তবে প্রথম দিনেই যেটা বুঝে গেলাম সেটা হল যে, ছবি তোলার ব্যাপারে এখানে খুব একটা সুবিধে হচ্ছে না। এমনকি, পরিস্থিতি এতটাই গোলমেলে যে সাধারণ রেকর্ড শর্টটাও ঠিকমতো নিতে পারছি না। দেবানে ফিরে এসে দেখি গগৈ নদীর ওপারের চাকমা গ্রাম থেকে সরষে পাতা, কচি বাঁশ আর পর্ক জোগাড় করে নিয়ে এসেছে। তাই দিয়ে নাকি 'ট্রাডিশনাল স্টু' বানাবে। সবাই তো এসব শুনে আহ্লাদে আটখানা। আমিও ভাবলাম ছবি না তুলতে পারার হতাশাটা অন্তত এইভাবেই দূর হোক।

সারা বিকেলটা নোয়া-দিহিংয়ের বুকে কাটাব সিদ্ধান্ত হল। বেলা একটু বাড়তেই আমরা দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে এগোলাম। এখানকার ল্যান্ডস্কেপ যেন পটে আঁকা ছবি। দূরে দাফাবুমের (৪,৫৭১ মি) বরফে সোনালি রঙের পোঁচ। গাঢ় নীল আকাশে দুধ-সাদা মেঘের আনাগোনা। তিন প্রজাতির রেডস্টার্ট, রেড-হেডেড ট্রোগোন আর রাডি শেল ডাক দেখলাম।

চা পান করে গাড়ি ছোটালাম গিবনস ল্যান্ডের দিকে। ১০ মাইল ক্যাম্পে গাড়ি রেখে আমরা পায়ে হাঁটা পথ ধরলাম। জঙ্গল খুবই ঘন। অনেক জায়গায় তো সূর্যালোক পর্যন্ত ঢোকে না। ভিজে পিচ্ছিল পথ সবুজ মসে ঢাকা পাথরে ভর্তি। বেশ কিছু এপিফাইট, জংলি ব্যাঙের ছাতা, অর্কিড আর অজস্র জোঁক। কিলোমিটার-দুয়েক যাবার পরই খাড়া চড়াই শুরু হল। অনবরত গ্রে পিকক ফিজ্যান্ট আর গিবনের কল শোনা যাচ্ছে।

নদীর পাশের জঙ্গলে গোটাতিনেক মালায়ান জায়েন্ট স্কুইরেল ছিল। একটা হোয়াইট বেলিড হেরন নজরে এল বটে, তবে অনেক দূরে, নদীর ওপারে। বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে বুঝলাম এটি অপ্রাপ্তবয়স্ক। দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঠান্ডা বাড়তে থাকায় বাংলোতে ফিরে এলাম। রাতে গাড়ি নিয়ে বেরনো হবে ঠিক হল। ক্যামেরা পয়েন্টের দিকে, এম ভি রোড ধরে ছয় কিলোমিটার গিয়ে হাঁটা শুরু হবে। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে রাস্তা খারাপ— ৩ কিলোমিটার পর আর গাড়ি এগোতে পারল না। গত দু'রাতে স্লো লরিসের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আজ তাই লরিস দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠছি। দেবানের উত্তরে এই দিকটাতে উচ্চতা বেশি হওয়ার জন্য ঠান্ডার প্রকোপ অনেকটা বেশি। রাস্তা এত চড়াই যে আধঘণ্টা অন্তর দাঁড়িয়ে দম নিতে হচ্ছে। গাঢ় কুয়াশা-ঘেরা মেঘের রাজ্য। ক্রমাগত ঘণ্টাধ্বনির মতো ঝিঁঝি ডাক। আরও ওপরে গিয়ে ঝিঁঝির ডাক থেমে গেল। কতটা এসেছি মনে নেই, হঠাৎ রাস্তার ওপর দিয়ে চকিতের রোড ক্রস। জাপাং ফিসফিস করে বলল, 'মার্বেলড ক্যাট'। আমরা তো হতভম্ব। আফশোস একটাই, কেউ ছবি নিতে পারিনি। আরও কিলোমিটার-দুয়েক নীচে নেমে দেখি জংলি কলাগাছে ভর্তি, এদের কাণ্ড আলকাতরার মতো কুচকুচে কালো। সেখানে দেখি এক কমন পাম সিভেট মনের আনন্দে মোচা চিবিয়ে খাচ্ছে। কলাগাছের ওপর থেকে এর নড়ার কোনও লক্ষণ না দেখে সবাই প্রাণভরে ছবি তুলল। আরও অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে আমরা চিনে বাঁশের বনে হাজির। এখানে বা এরপরে আর কোনও নিশাচর স্তন্যপায়ী পাওয়া যাবে না। তাই ফেরা হবে। পথের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন। অনেক দূর থেকে দেখলাম স্পটেড লিনসাং। বিন্টুরংয়ের দেখা অবশ্য মেলেনি। আজ একটা অন্য প্রজাতির ফ্লাইং স্কুইরেল দেখলাম যেটা আয়তনে রেড জায়েন্টের এক-তৃতীয়াংশ। ওপরটা পুরো কালো আর পেটের দিকটা সাদা। আমাদের উপস্থিতি পছন্দ না হওয়ায় সে দেখলাম গ্লাইড করে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আজও নামদাফা ফ্লাইং স্কুইরেল আর স্লো লরিসের দেখা নেই। অনেক চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলাম কাল থেকে রাত দশটায় বেরিয়ে রাত দুটোর পরে দেবানে ফেরা হবে।

আজ ঘুম ভাঙতে বেশ দেরি হয়েছে। সকাল দশটা পর্যন্ত গ্রিন কোকোহা খুঁজে হয়রান। তবে অ্যাসামিজ ম্যাকাকের একটা ট্রুপ ভালো শট দিল। গাছের মগডালে হুলক গিবন দম্পতি পালা করে আমাদের ভেংচি কেটেছে। রাতে আবার অনেকক্ষণ জাগতে হবে। অতএব, বেলা

No Body Can Give You Himachal Better Than Us

Himachal Pradesh Helpline Tourism

গ্রীষ্মকালীন সফর

- কিন্নর-লাহুল-স্পিতি: ১২ রাত্রি ১৩ দিন ১২,৫০০/-
- সিমলা-কিন্নর-মানালি: ১০ রাত্রি ১১ দিন ১১,০০০/-
- সিমলা-কুলু-মানালি: ৬ রাত্রি ৭ দিন ৮,০০০/-
- সিমলা-কিন্নর: ৭ রাত্রি ৮ দিন ৮,৫০০/-
- সিমলা-চ্যানসাল ভ্যালি: ৬ রাত্রি ৭ দিন ৮,৫০০/-
- সিমলা-মানালি-ডালহৌসি-ধরমশালা-অমৃতসর: ১১ রাত্রি ১২ দিন ১২,৫০০/-
- লে-লাদাখ: ১২ রাত্রি ১৩ দিন ২২,০০০/- জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পিক আপ চন্ডিগড় ড্রপ জম্মু
- কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী: ৮ রাত্রি ৯ দিন ১০,৫০০/- জম্মু থেকে জম্মু

নিজস্ব হোটেল

- সিমলা- ডিপ্লোম্যাট, অতিথি
- সারাহান- স্নোভিউ • সাংলা- দেবভূমি
- কল্পা- মাউন্ট ভিউ, রোলিং রং
- মানালি- ওসেন, অ্যাপেল প্যারাডাইস
- মাশ্তি- সিঙ্গার, মোনাল
- কারসোগ চিন্দি- অ্যাপেল ভ্যালি রিসর্ট
- চেইল- হোটেল হেভেন ব্লু
- ধরমশালা- হোটেল ট্রুড
- ডালহৌসি- হোটেল অমর
- কাংড়া- হোটেল চিনি ভিউ
- অমৃতসর- সুখমান ইন্টারন্যাশনাল, গোপালজি রিসর্ট
- চিন্তপুর্ণী- চিন্তপুর্ণী ভিলেজ রিসর্ট

নিজস্ব গাড়ি

□ টাটা ইন্ডিকা □ ইনোভা □ টাটা সুমো □ ১২ সিট টেম্পো ট্রাভেলার □ অল্টো □ টাটা স্পেসিও □ ১৪ সিট টেম্পো ট্রাভেলার □ ট্রাভেরা □ স্করপিও

10, দি ম্যাল অপঃ আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক সিমলা, H P.
Ph: 0177-280267677, (M) 098160 26770
কলকাতা: 6, C R Avenue, E.MALL (Magnet House), 1st Floor, Room No: 104, Kol-72
Ph: 033-32469887 / 64597052, M: 9748756954 / 9836584017

শীতে আমরা বরফ বিক্রি করি গরমে করি ফুল

Endeavour TOURS

Authorised booking Agent of
Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES

Available Daily
1N /2 Days (Yumthang) - 1600/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3200/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	— Hotel	Resort
Ravangla	— Hotel	Resort
Pelling	— Hotel	Resort
Rumtek	—	Resort
Borong	—	Resort
Namchi	— Hotel	Resort
Biksthang	—	Resort
Rinchenpong	— Hotel	Resort
Kaluk	— Hotel	Resort
Hee	— Hotel	Resort
Bermiok	— Hotel	
Chayataal	—	Resort
Uttarey	— Hotel	Resort
Yoksom	— Hotel	Resort
Okhrey	— Hotel	
Versay	— Hotel	

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA Puri, Bhubaneshwar
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Weekend Tours Mandarmoni, Bakkhali, Digha, Sankarpur, Tajpur.
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

Contact:
S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.net

হাওয়ার দেশ

নামদাফার পশ্চিমপ্রান্তে নোয়া-দিহিংয়ের তীরে অবস্থিত দেবান। এখানে অনবরত দমকা হাওয়া বয়, তাই স্থানীয় লিসু উপজাতির মানুষেরা এর নাম দিয়েছেন 'মিহি-ফি-ফি',— হাওয়ার দেশ। দেবানে ফ্লাইং স্কুইরেল, স্লো লরিস, হিমালয়ান সিভেট, ক্যাপড লাঙ্গুর, হোয়াইট বেলিড হেরন, আইবিস বিল দেখতে পাওয়া যায়। মিয়াও থেকে দেবান পর্যন্ত ২৭ কিলোমিটার রাস্তায় মাঝেমধ্যেই ল্যান্ড স্লাইড হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নিয়েই এগোনো ভালো। এমপেনে চেকিং হওয়ার পর দেবানে পৌঁছনো যাবে। দেবান ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সে কোনও বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই, তবে সোলার হিটারে জল গরম হয়।

দেবান-হলদিবাড়ি হয়ে হর্নবিল

দেবান থেকে নদী পেরিয়ে উত্তরে ৩ কিমি পথ অতিক্রম করে প্রথম ক্যাম্পসাইট হল হলদিবাড়ি। এই পথে স্নোয়ি থ্রোটেড ব্যাবলার আর পেলক্যাপড উডপেকারের দেখা মিলতে পারে। এছাড়াও এখানে হোয়াইট-চিকড হিল প্যাট্রিজ, ব্লু নেপড পিট্টা আর পাঁচ প্রজাতির হর্নবিল আছে। হলদিবাড়ি থেকে ৬ কিমি (দেড় থেকে দু'ঘণ্টার হাঁটাপথ) দূরে চিরহরিৎ অরণ্যের গভীরে দ্বিতীয় ক্যাম্পসাইট হল হর্নবিল (দেবান থেকে ৯ কিমি)। ইয়েলো থ্রোটেড মার্টেন ও সব প্রজাতির হর্নবিল দেখার সেরা জায়গা। আর আছে হরেকরকম রেন ব্যাবলার, সিমিটার ব্যাবলার ও পায়েড ফ্যালকোনেট।

বুলবুলিয়া

হর্নবিল থেকে দু'কিমি এগোলে পথে পড়বে 'বুলবুলিয়া' (লিসু নাম হল- 'আজি পোলো')। এই প্রাকৃতিক সালফার-মিথেন উষ্ণ প্রস্রবণটি দেখার অভিজ্ঞতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এখানে একটি ওয়াচটাওয়ার আছে— ক্যাম্পিং করা যেতে পারে। তবে সালফার ও মিথেনের তীব্র ঘ্রাণ বাতাসে ছড়িয়ে থাকে।

রানিঝিল-রাজাঝিল

হর্নবিল থেকে ৫ ঘণ্টার দুরারোহ চড়াই অতিক্রম করে তৃতীয় ক্যাম্পসাইট রানিঝিল, লিসু নাম 'ইউপা সুবি' বা ব্যাঙের পুকুর। বিউটিফুল নাটহ্যাচ, স্নোয়ি থ্রোটেড ব্যাবলার, হগসন'স ফ্রগমাউথ, লেসার রুফাস হেডেড প্যারটবিল, হোয়াইট হুডেড ব্যাবলার এ অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা। ভাগ্য প্রসন্ন হলে জলাভূমির পাশে দেখা মিলবে হোয়াইট উইংগড উড ডাকের। রানিঝিল থেকে শাখা পথে রাজাঝিল পর্যন্ত ২০ মিনিটের হাঁটাপথে গিবন ও ফ্লাইং স্কুইরেল খুব কাছ থেকে দেখা যায়।

একটার মধ্যে মধ্যাহ্নভোজন সেরে সন্ধে পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিলাম। দলের অনেকেই দেখি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মাথাধরা, ঠান্ডালাগা, জ্বর, বমি, পেটের অসুখ আর ক্লান্তি সবার মনোবল ভেঙে দিচ্ছে। আমার নিজের শারীরিক অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। অত রাতে কেউই আর বেরতে রাজি না হওয়ায় জাপাং, ড্রাইভার গৌতম আর আমি গাড়ি নিয়ে বেরবো ঠিক করলাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে বেঙ্গল স্লো লরিস সম্পর্কে কিছু বলা যাক। বছর তিনেক আগে হলঙ্গাপার গিবন স্যাংচুয়ারিতে স্লো লরিসের ছবি তোলার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। যতটুকু জেনেছি, এ কাজ সুসম্পন্ন করতে উপস্থিত-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, ধৈর্য ও শারীরিক সক্ষমতার বিশেষ প্রয়োজন। সঙ্গে অভিজ্ঞ ট্র্যাকার ও খুব ভালো সার্চলাইট না থাকলে এদের খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। পুরুষ স্লো লরিস 'টেরিটোরিয়াল', অর্থাৎ নিজস্ব এলাকার বাইরে খুব একটা যায় না, আবার অন্য পুরুষকে নিজের 'টেরিটোরি'তে ঢুকতেও দেয় না। আমরা বিগত রাতে এই টেরিটোরিগুলোই খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। একবার সেটা আবিষ্কার হয়ে গেলে দিশাহীন ভাবে এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আর ঘুরতে হবে না। এলাকা চিহ্নিত করে 'জি পি এস লক' করলেই কাজ শেষ। প্রথম ধাপে সফল হলেই মোটামুটি প্রতিরাতে যথাসময়ে নিশাচর স্লো লরিস নির্দিষ্ট এলাকায় রাস্তার পাশের গাছগাছালিতে বেরিয়ে আসবে।

পৌনে দশটা নাগাদ হালকা নৈশভোজ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ঘণ্টাদুয়েক অনেক হাঁটাহাঁটি আর কঠিন চড়াই ভেঙেও তাদের দেখা পাওয়া গেল না। ওই প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও ঘামে ভিজে কাহিল হয়ে গিয়েছি। তবুও কেমন যেন একটা ঘোর লাগা অবস্থার মধ্যে অনবরত পথ চলা। ঠিক তখনই জাপাং থেমে গিয়ে অনেক উঁচু গাছের ডালে টর্চ মেরে বলল 'লরিস'। প্রথমে ভেবেছিলাম ফ্লাইং স্কুইরেল হবে বুঝি। পরে নাইট ভিশন বাইনোকুলারে চোখ রেখে দেখি একটা গোলগাল তুলোর বল আর তার খুদে চোখ দুটো আগুনের ভাটির মতো জ্বলছে। হাতে বেশি সময় নেই। এবার সামনে কঠিনতম বাধা। দুর্ভেদ্য লতানে ঝোপ, আলগা পাথর, প্যাঁচপেচে কাদা, পচা ডালপালা, পাতার স্তূপ আর ঘুটঘুটে অন্ধকার। গৌতম তো সাপের ভয়ে রাস্তা ছেড়ে ওপরে উঠতে একদম রাজি হল না। কপালে লাগানো হেডল্যাম্পের আলোয় দুটো বড় ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে কীভাবে যে আরোহণের কঠিন লড়াই জিতে ওপরে পৌঁছলাম, তা নিজেই জানি না। ছবি নেওয়ার পর জাপাংকে যখন ক্যামেরাতে 'প্লে-ব্যাক' করে দেখাচ্ছি, আমরা তখন হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে আছি। তাতে অবশ্য তার কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, দেখি সে বাচ্চা ছেলের মতো খিলখিল করে হাসছে। আমার অবস্থা কিন্তু তখন শোচনীয়, আমি শুধু আতঙ্কে জর্জরিত হয়ে একটা কথাই ভাবছিলাম— এবার নামব কী করে? যাই হোক, সে রাতে আমরা আরও দুটো বেঙ্গল স্লো লরিস খুঁজে বের করি, যাদের বিচরণক্ষেত্র দেবান থেকে আনুমানিক ১০ কিলোমিটারের ভেতরে। পৌনে দুটো নাগাদ ফিরে এলাম। শরীরে আর বল না থাকলেও প্রাপ্তির আনন্দে মশগুল ছিল মন। এবারে অবশ্য খেসারত দেওয়ার পালা। দেহের যে অংশটুকু উন্মুক্ত ছিল, অর্থাৎ কবজি থেকে আঙুল পর্যন্ত, গলা আর কাঁধে গোটা পনেরো জোঁক পর্যাপ্ত রক্ত চুষে টুসটুসে হয়ে আছে। মোমবাতির আলোয় একেক করে ছাড়ানো হল। অনেকক্ষণ রক্তপাত বন্ধ না হওয়ায় চুন লাগালাম। সকালে উঠে দেখি লাল হয়ে ফুলে গিয়েছে। নামদাফার সর্বত্র জোঁকের উপদ্রব সর্বজনবিদিত। সেবার তো হর্নবিল ক্যাম্পে আমাদের দলের এক সদস্যের অবস্থা আমার থেকেও করুণ হয়েছিল, সে বেচারা যখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে তখন গোটা তিনেক জোঁক কোনওভাবে তার মুখের ভেতরে ঢুকে পড়ে। আরেকটা ধরেছিল তার বাঁ চোখে। সে এক ভয়াবহ অবস্থা।

সকালে উঠে দেখি কালো মেঘে আকাশ ঢেকে আছে। জানলার পাশে নাম না জানা পাখিদের কিচিরমিচির। বাতাসে ভেসে আসছিল প্রবহমান দিহিংয়ের শব্দ। ভাবলাম নদীর চরে একবার প্রাতঃভ্রমণ সেরে আসি। যেতে যেতে বাংলোর পাশেই দেখি গোটা তিনেক বার্কিং ডিয়ার। ক্যানারি ফ্লাইক্যাচার আর গুটিকয়েক ওয়ার্বলার চোখে পড়ল। বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে নদীর চরে টাটকা পাগমার্ক দেখলাম। গতরাতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বাঘ নদী সাঁতরে ট্যুরিস্ট হাটের পাশ দিয়ে পিছনের জঙ্গলে ঢুকেছে। কে জানে কাল মাঝরাতে এম ভি রোডে ঝোপের পিছন থেকে এই শার্দুল আমাদের লক্ষ করছিল কিনা। পাগমার্ক দেখতে পাওয়ার খবরটা দেওয়ার জন্য রেঞ্জ অফিসের দিকে এগোলাম। জানা গেল, এ নিয়ে অত চিন্তার কিছু নেই। এ ঘটনা মাঝেমধ্যেই ঘটছে, আর নামদাফার বাঘ তো বেজায় নিরীহ। মানুষ দেখলেই নাকি নতুন বউয়ের মতো লজ্জা পেয়ে পালায়। কী আর করা, এককাপ চায়ের আশায় রান্নাঘরে গিয়ে শুনি খানিকক্ষণ আগেই এক বিশাল রক পাইথন বাংলোর পিছন থেকে বেরিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। সস্ত্রীক গগৈয়ের নেতৃত্বে আমাদের দলের দুই সর্পবিশারদ সদস্য এখন সেই অজগর অন্বেষণে ব্যস্ত। আপাতত চায়ের আশা ছেড়ে দিয়ে ওয়াচটাওয়ারে এসে বসলাম।

নামদাফার হাল-হকিকত অনেকটা এরকমই। অনিশ্চয়তা আর বিস্ময়ে ভরা। স্থানীয় সিংফো ভাষায় 'নাম' কথার অর্থ নদী বা জল; আর 'দাফা' শব্দের অর্থ হল পাহাড়। দুই মিলিয়ে

নামদাফা— সার্থক নাম। নামদাফা জাতীয় উদ্যান দেশের ১৫ তম ব্যাঘ্র প্রকল্প। প্রায় ১৯৮৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বিশাল ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্যভূমি অভিনব জীববৈচিত্রের জন্য বিশিষ্ট। প্রকৃতিপ্রেমী বা গবেষকদের কাছে স্বর্গরাজ্য অরুণাচলের এই দুষ্প্রবেশ্য গহীন অরণ্যের সিংহভাগটা আজও আমাদের কাছে অজানা হয়ে রয়েছে। নামদাফার গভীরে আজও কত রহস্য যে আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে তা বলা খুব শক্ত। পাতা-হরিণ (Leaf deer), ব্ল্যাক বার্কিং ডিয়ার, নামদাফা ফ্লাইং স্কুইরেলের মতো দুর্লভ প্রজাতির অস্তিত্ব মিলেছে এখানেই। নামদাফা শর্টউইং, স্নোয়ি থ্রোটেড ব্যাবলার, সাতটি নতুন উপপ্রজাতির সিমিটার ব্যাবলারের মতো বিরল পাখির দেখা পাওয়া যায় নামদাফাতে। পাঁচটি নতুন প্রজাতির মাছ, তিনটি নতুন প্রজাতির ব্যাঙ, ভারতের একমাত্র স্যালামান্ডার প্রজাতি ছাড়াও এখানে আছে বিশ্বের বৃহত্তম পরজীবী ফুল র‍্যাফ্লেসিয়ার একটি প্রজাতি। বাঘ বাদে অন্যান্য বেড়াল প্রজাতির মধ্যে এখানে পাওয়া যায় লেপার্ড ক্যাট, গোল্ডেন ক্যাট, মার্বেলড ক্যাট লেপার্ড আর ক্লাউডেড লেপার্ড। অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্ল্যাক বেয়ার, মালায়ান সান বেয়ার, কস্তুরী মৃগ, টাকিন, ব্রাশ টেলড পর্কুপাইন। সব মিলিয়ে ৯৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, ৬৬৫ প্রজাতির পাখি আর ৩৫৫ প্রজাতির মথ ও প্রজাপতি নামদাফাতে নথিভুক্ত। অন্যান্য পশুপাখির কথা তো আগেই বলেছি। এত জীব-সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সবই যে মসৃণ এমনটা কিন্তু বলা যায় না। আর্থিক প্রতিকূলতা, পরিকাঠামোগত সমস্যা, সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব ও অনভিজ্ঞ মানবসম্পদের ফলে সবকিছু কেমন যেন থমকে আছে। কিছু পোড়খাওয়া নিবেদিত মানুষ অবশ্য এখনও আছেন যারা সত্যিই আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

ইতিমধ্যে, গগৈ ও তার তিন সাগরেদ জঙ্গলের পিছন থেকে ব্যাজার মুখ করে বেরিয়ে এল। বুঝলাম, এ যাত্রা আর তাদের সর্প-দর্শন হয়নি। চা পান করে গাড়ি ছোটালাম গিবনস ল্যান্ডের দিকে। ১০ মাইল ক্যাম্পে গাড়ি রেখে আমরা পায়ে হাঁটা পথ ধরলাম। ৫ কিলোমিটারের এই ট্রেইল ধরে মোতিঝিল পৌঁছতে ঘণ্টাতিনেক লাগে। জঙ্গল খুবই ঘন। অনেক জায়গায় তো সূর্যালোক পর্যন্ত ঢোকে না। ভিজে পিচ্ছিল পথ সবুজ মসে ঢাকা পাথরে ভর্তি। বেশ কিছু এপিফাইট, জংলি ব্যাঙের ছাতা, অর্কিড আর অজস্র জোঁক। কিলোমিটার-দুয়েক যাবার পরই খাড়া চড়াই শুরু হল। নামদাফা রেনফরেস্টের আসল ছবিটা এখানেই পেলাম। অনবরত গ্রে পিকক ফিজ্যান্ট আর গিবনের কল শোনা যাচ্ছে। ক্যাপড লাঙুর আর মালায়ান জায়েন্ট স্কুইরেল তো পর্যাপ্ত। সবচেয়ে আনন্দের কথা— এই পথটি একটি অসাধারণ বার্ডিং ট্রেইল। গ্রিন কোকোহা, রুফাস থ্রোটেড ফুলভেট্টা, হিল প্যাট্রিজ, ব্রাউন হর্নবিল, ব্লু-নেপড পিট্টা সবই এখানে পাওয়া গেল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ভিজে পাতার ওপর দিয়ে দুটো গ্রে পিকক ফিজ্যান্ট দৌড় লাগাল। এও আমার কাছে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য! মোতিঝিল থেকে ফিরে দেখা করলাম নামদাফা ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জের আধিকারিক লিচি কার্লোর সঙ্গে। চা খেতে খেতে ওঁর সাহায্য চাইলাম। বললাম, ক্যাম্পিংয়ের সময় বনবিভাগের সবচেয়ে বড় হাতিটা আমাদের চাই। মৃদু হেসে কার্লো সাহেব সম্মতি জানালেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘ কেটে গিয়েছে। খালি গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে জাপাং আর আমি হাতিতে চেপে ফুরফুরে মনে গান গাইতে গাইতে দেবান ফিরলাম। অবশেষে কাল তাহলে আমরা নদী পেরোচ্ছি।

দীর্ঘ সাতদিন অপেক্ষা করার পর সত্যিই আজ পা রাখলাম দিহিংয়ের ওপারে— বালির চরায়। হাতে হাত ধরে টপকে গেলাম দেবান নালা। সবাই চড়াই ভেঙে এগিয়ে গেল হলদিবাড়ির দিকে। সঙ্গে নামদাফা অভিযানের জন্য দেওয়া প্রকৃতির ছাড়পত্র। আর তারপর পায়ে পায়ে শেষপর্যন্ত পৌঁছে গেলাম দাফা বুমের কোলে। সে কাহিনি আরেকদিন শোনাব।

Teetas Holidays

Global Business Hub Room No.-113
7A, Rani Rashmoni Road, Kol-13.
(Near Joti Cinema Hall)
e-mail: teetasholidays12@gmail.com
Ph No.-(033) 3376 0197, Mob: 90511 72482

Exclusive Summer Packages

- Vizag- 6 days, Rs. 4,999/- (15th March till June)
- Darjeeling with Gangtok-7 days, Rs. 6,500/- (March to May)
- Kashmir- 14 days, Rs. 12,000/- (April to May)
- Goa- 8 days, Rs. 4,999/- (1st April till June)

হোটেল বুকিং

পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, দিল্লি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, কাশ্মীর, রাজস্থান, মুম্বই, গোয়া, কেরালা, ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ।

Weekend Package

পুরী, ডুয়ার্স, ভুটান, সিল্ক রুট, দার্জিলিং, গ্যাংটক, দিঘা, মন্দারমণি, মুর্শিদাবাদ, শান্তিনিকেতন, আন্দামান।

ছিৎকুল

ভারতের শেষপ্রান্তে তিব্বত সীমান্তে হিমালয়ের কোলে তাঁবু (TENT)-তে বসপানদীর তীরে যাযাবর ক্যাম্প রিসর্ট-এ রাত্রিযাপন করুন।

দেবভূমি-র

নিজস্ব হোটেল

সারাহান: হোটেল সাগরিকা
কেলং: হোটেল ডেকিট
সাংলা: দেবী রিজেন্সি, হোটেল রবি, সিডার এন্ড স্নো ভিউ, মেহাক রিসর্ট
কল্পা: হোটেল শিবালিক, হোটেল পার্বতী, মোনাল রেসিডেন্সি, চিনি বাংলো, হোটেল হোয়াইট নেস্ট, নিউ শিবালিক রিসর্ট
টাবো: হোটেল টাইগার ডেন, হোটেল সিদ্ধার্থ
কাজা: স্পিতি সরাই, ডেলেক হাউস

কিন্নর, গোয়া, আন্দামান
(যে-কোনও দিন/যে-কোনও সময়)

কিন্নর-কৈলাস (৭ রাত ৮ দিন)
কিন্নর-মানালি (১০ রাত ১১ দিন)
গোয়া (৪ রাত ৫ দিন)
আন্দামান (৭ রাত ৮ দিন)

প্যাকেজ

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী-29/3, 19/4, 30/4, 17/5, 22/5, 28/5
লে-লাদাখ- 7/6, 23/6, 5/7, 14/7, 26/7
গোয়া-19/1
কুমায়ুন-17/5/2013

DEB BHUMI
Tour & Travels

Head Off.: 28, B.B. Ganguly Street, Kolkata-12 (W.B.)
9874373380, (033) 4066-0235, 09903522455
Himachal : 09816404793, 09418342999
E-MAIL: debbhumitravels@gmail.com
www.debbhumitravels.com

ফার্মবেস পর্যন্ত বাফার জোন

রানিঝিল থেকে সরাসরি ফার্মবেসের তৃণভূমি পৌঁছতে প্রায় ৪০ মিনিট সময় লাগবে। এখানেই নামদাফা শাখানদী ও দিহিং মিশেছে। একেবারে পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ফার্মবেস নালা। এখান থেকে নামদাফার সর্বোচ্চশৃঙ্গ দাফাবুমের (৪,৫৭১ মি) দৃশ্য অনবদ্য। আশপাশে সম্বর, হগ ডিয়ার, বার্কিং ডিয়ার, বুনোকুকুর বা বাঘের দেখা মিলতে পারে। ফার্মবেস পর্যন্ত বাফার জোন। এই রাস্তা ৬৫ মাইল হয়ে পরে মিয়াও-বিজয়নগর রোডে মিশেছে।

গান্ধিগ্রাম-বিজয়নগর-মুগাফি

দেবান থেকে আরেকটি পথ সোজাসুজি চলে গিয়েছে উত্তর-পূর্বে গান্ধিগ্রামের দিকে যার দূরত্ব ১১২ কিমি। এই ট্রেক সমাপ্ত করতে সাধারণত ৬ দিন লাগে। গান্ধিগ্রাম থেকে বিজয়নগর আরও ৪ ঘণ্টার (১৮ কিমি) হাঁটাপথ। বিজয়নগর টাউনের পরে মায়ানমার বর্ডার শুরু। এখান থেকে মুগাফি হল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ডিং ট্রেইল, যা সম্পূর্ণ করতে দু'দিন সময় লাগে। মুগাফির উচ্চতা হল ৩,৮০০ মিটার।

মনে রাখবেন

নামদাফার গভীর জঙ্গলে পথ হারানোর সম্ভাবনা প্রবল। ফিল্ডে সবসময় গাইডের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলুন। অরুণাচলের প্রত্যন্ত আরণ্যক প্রদেশে পর্যটন পরিষেবার মান এখনও অনুন্নত। থাকা বা খাওয়া সম্বন্ধীয় সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রেখে সংযত আচরণ করবেন। স্থানীয় মানুষজন ও তাঁদের সংস্কৃতির প্রতি সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করুন। এ পথে বেরনোর আগে সাম্প্রতিককালের খুঁটিনাটি তথ্য যাচাই করে নেবেন।

অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন

নামদাফার পথে অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে রেনকোট, ছাতা, জোঁক মোজা (Leech sock), হলোফিল স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক, লাগেজের ওয়াটারপ্রুফ কভার, ওডোমস, জিওলিন, ক্যারিম্যাট (carrymat), দেশলাই, মোমবাতি এবং সার্চলাইট বা টর্চ। এখানে সর্বত্র জোঁক, টিক, মশা ও ডামডিমের উপদ্রব। তাই ফুল-হাতা শার্ট এবং হালকা অথচ মজবুত জুতো দরকার।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

নামদাফা ভ্রমণের সেরা সময়— নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মার্চের শেষ।

ইনারলাইন পারমিট

ইনারলাইন পারমিট (আই এল পি)-এর জন্য যোগাযোগ করতে হবে:
ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার
গভর্নমেন্ট অব অরুণাচল প্রদেশ
সি ই-১০৯, সেক্টর-১, সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৬৪
☎২৩৩৪-১২৪৩

অনুমতিপত্র

নামদাফা জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের অনুমতি পত্র, দেবানের রাত্রিবাস ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়:
ফিল্ড ডিরেক্টর
নামদাফা ন্যাশনাল পার্ক (প্রোজেক্ট টাইগার)
মিয়াও-৭৯২ ১২২
জেলা: চাঙলাঙ, অরুণাচল প্রদেশ
পার্ক রিসেপশন
☎০৩৮০৭-২২২২৪৯, ২২৩১৩১

কীভাবে যাবেন

নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিউ তিনসুকিয়া থেকে গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছনো যায় মিয়াও। দূরত্ব প্রায় ১১৮ কিমি। মিয়াও থেকে নামদাফার প্রবেশদ্বার দেবান আরও ২৭ কিমি। নিকটতম এয়ারপোর্ট ডিব্রুগড়ের মোহনবাড়ি। সড়কপথে ডিব্রুগড়-তিনসুকিয়া-ডিগবয়-মার্গেরিটা-লিডো-জাগুন-নামচিক-খারসাং-মিয়াও প্রায় ৬ ঘণ্টার সফর।

জঙ্গলে ঘোরার খরচ

এন্ট্রি ফি: প্রতিদিন মাথাপিছু ৫০ টাকা
গাইড ফি: প্রতিদিন ২০০ টাকা
মাহুত সহ বনবিভাগের হাতি- প্রতিদিন ১,৩০০ টাকা
ক্যাম্পিং ফি: প্রতিদিন ১,০০০ টাকা (১২ জনের দল পর্যন্ত)। প্রতিদিন ২,০০০ টাকা (১২ জনের বেশি হলে)।
দেবানে পার্কিং ফি: ডিজেলগাড়ি প্রতিদিন ৫০০ টাকা, পেট্রোলগাড়ি ৩০০ টাকা।

ছবি তোলার খরচ

সাধারণ স্টিল ক্যামেরা প্রতিদিন ১০০ টাকা।
টেলিফটো বা জুম লেন্স সহ স্টিল ক্যামেরা প্রতিদিন ১০০০ টাকা।
প্রফেশনাল স্টিল ফটোগ্রাফি: প্রতিদিন অতিরিক্ত ২০০ টাকা।
ভিডিও ক্যামেরা প্রতিদিন ১,০০০ টাকা।

কোথায় থাকবেন

দেবানে রয়েছে **এফ আর এইচ**, গ্রাউন্ড ফ্লোর (২টি দ্বিশয্যার ঘর আছে), ঘরপ্রতি ভাড়া প্রতিদিন ২০০ টাকা, হাউস কিপিং ৫০ টাকা।
ট্যুরিস্ট হাট (৪টি দ্বিশয্যার ঘর আছে), ঘরপ্রতি ভাড়া প্রতিদিন ৩০০ টাকা, হাউস কিপিং ৫০ টাকা।
ট্রাডিশনাল হাট (৪টি দ্বিশয্যার ঘর আছে) প্রতিদিন ঘরপ্রতি ভাড়া ৪০০ টাকা, হাউস কিপিং ৭৫ টাকা।
দশশয্যার ডর্মিটরিতে শয্যাপ্রতি ভাড়া ৫০ টাকা, হাউসকিপিং ১০ টাকা।
দেবানে কেয়ারটেকারকে আগে থেকে বলে রাখলে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে আলাদা খরচ পড়বে। ক্যাম্পে থাকাকালীন নিজ দায়িত্বে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
মিয়াওতে সার্কিট হাউস বা ইনস্পেকশন বাংলোতে থাকার জন্য যোগাযোগ:
অফিস অব দ্য অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার
মিয়াও-৭৯২ ১২২
জেলা: চাঙলাঙ, অরুণাচল প্রদেশ
☎০৩৮০৭-২২২২৪১
তিনসুকিয়াতে থাকার জন্য:
অ্যারোমা রেসিডেন্সি
দিনপ্রতি ভাড়া ১,০০০ থেকে ৩,৬০০ টাকার মধ্যে। যোগাযোগ: ☎(০৩৭৪) ২১২০৫৩৭, ৯২০৭০-৪০১৯৫, ৯৪৩৫৫-৬২৭৭০

প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র

ব্যথা কমানোর ওষুধ, বমির ওষুধ, অ্যান্টাসিড, পারাসিটামল, ফার্স্ট এড কিট ছাড়াও নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় সব ওষুধপত্র সঙ্গে রাখবেন। অ্যান্টি ম্যালেরিয়াল মেডিসিন, যেমন ১০০ মিগ্রা Doxycycline নিয়ে আসা ভালো। এখানে কোনও ডাক্তার, হাসপাতাল বা নার্সিংহোম নেই। নামদাফায় প্রবেশের ১০ দিনের মধ্যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে দিনে দুটি ৫০ মিগ্রা Artesunate (যেমন, FALCIGO) গ্রহণ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিকটতম ক্লিনিকে ম্যালেরিয়া টেস্ট করান।
মনে রাখবেন, নামদাফাতে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব আছে। সবসময় মশারি খাটিয়ে শোবেন। দেহের খোলা অংশে ওডোমস লাগিয়ে রাখুন। ক্যাম্পিং করার দিনগুলিতে মিনারেল ওয়াটার খাওয়াই শ্রেয়।

একডজন পিকনিক স্পট

ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক □ প্রবীর দত্ত

ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক

কলকাতা থেকে ৩৭ কিলোমিটার দূরে হুগলি জেলার চন্দননগরের পরিচিত পিকনিক স্পট ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক বা কে এম ডি এ পার্ক। হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল, কাটোয়া বা বর্ধমান মেন লোকাল ধরে নামতে হবে চন্দননগর স্টেশনে। স্টেশন থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের পথ। রিকশা, অটো বা ট্রেকারেও যাওয়া যায়। গাড়িতে জি টি রোড হয়ে এলে চন্দননগর রেলস্টেশনের পুলের তলা দিয়ে সোজা এগিয়ে গেলেই পার্কটি। যদি দিল্লি রোড ধরে আসেন তাহলে শ্বেতপুর মোড় (চন্দননগর-দিল্লি রোড ক্রসিং) থেকে ডানদিকের রাস্তায় দু-আড়াই কিলোমিটার পথ। প্রায় ১৩৫ বিঘা জমির ওপর তৈরি করা হয়েছে উদ্যানটিকে। প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ১০ টাকা। এখানে (একটি পার্টি, একটি স্পট ও ৪০ জন সদস্যপ্রতি এরকম) কমপক্ষে ১২০টি স্পট রয়েছে। বোটিংয়ের জন্য রয়েছে মোট ১৫টি বোট। একটি টয়ট্রেনও আছে। ভেতরে ফুলের বাগান, ফোয়ারা, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য নানান খেলার সরঞ্জামও মজুত।

পিকনিকের জন্য খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে গেলে ভালো হয়। ভেতরেও খাবারদাবারের দোকান বা রেস্টুরেন্ট রয়েছে। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন: ☎(০৩৩) ২৬৮২-০০০৬

নিউ দিঘা

হুগলি জেলার চন্দননগরে হুগলি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ডি ভি সি ক্যানেলের পাশে গড়ে উঠেছে জনপ্রিয় পিকনিক স্পট নিউ দিঘা পর্যটনকেন্দ্র। বিরাট এলাকা জুড়ে প্রচুর গাছগাছালি নিয়ে এই শিশু উদ্যানটি তৈরি করা হয়েছে। পার্কে প্রবেশমূল্য ১৫ টাকা। কমবেশি প্রায় ৩৫০টি স্পট রয়েছে। স্পটপ্রতি ভাড়া ৭৫ টাকা। প্রতিটি স্পটে অন্তত ৩০-৪০ জন একসঙ্গে পিকনিক করতে পারবেন। কয়েকটি কটেজ আছে। ভাড়া ৩০০ টাকা।

বাচ্চাদের জন্য রয়েছে মিকি মাউস, ড্যান্সিং ফ্লোর, মেরি গো রাউন্ড, ওয়ান্ডার হাউস, বিভিন্ন ধরণের জয়রাইড, ত্রিমাত্রিক থিয়েটার, তারামণ্ডল, ফ্লাওয়ার গার্ডেন, হার্বাল গার্ডেন ইত্যাদি। দিঘির জলে রয়েছে বোটিংয়ের সুবিধা। তবে সব ধরণের উপকরণের আলাদা-আলাদা ভাড়া। ভেতরে অফুরন্ত জল ও টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। রয়েছে নিজস্ব গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাও। পিকনিকের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। তবে পার্কের বাইরেও ভাড়া পাওয়া যায়। ক্যাটারিংয়ের ব্যবস্থাও আছে।

হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল, কাটোয়া বা বর্ধমান মেন লোকাল ধরে নামতে হবে চন্দননগর স্টেশনে। স্টেশনে নেমে বাঁদিকে বেরিয়ে ধরতে হবে অটো। মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন দিল্লি রোডের পাশে নিউ দিঘা পর্যটনকেন্দ্রে। গাড়িতে এলে জি টি রোড ধরে আসুন। যোগাযোগ:
অর্পিতা চ্যাটার্জি ☎২৭০৮-৪৫৮১

নিউ দিঘা পর্যটনকেন্দ্র

ছুটি পার্ক □ প্রবীর দত্ত

ছুটি পার্ক

চন্দনগরের ছুটি পার্কে বনভোজনের জন্য অন্তত ১২৫টি পিকনিক স্পট রয়েছে। স্পট অনুযায়ী ভাড়া পড়বে ১০০, ২০০ ও ৩০০ টাকা। দুটি ভি আই পি ঘর রয়েছে। পিকনিক স্পট সহ ভাড়া ৮০০ টাকা। শীতের সময় যথেষ্ট আগে থাকতে স্পট বুকিং সেরে রাখতে হবে। পার্কের ভেতরে প্রবেশমূল্য ১০ টাকা। স্কুলের শিশুদের জন্য ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। বাচ্চাদের জন্য রয়েছে স্লিপার, জাঙ্গল জিম, বেবি ট্যাক্সি, মিকি মাউস, লাফিং হাউস, অলৌকিক গুহা ছাড়াও টয়ট্রেন। তবে ১০-১৫ টাকা ভাড়ায় প্রতিটি উপাদান উপভোগ করা যায়। পার্কের ভেতরে টয়লেটের ব্যবস্থা রয়েছে। নিজস্ব ভাড়ায় মিলবে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা।

হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল, কাটোয়া বা বর্ধমান মেন লোকাল ধরে নামতে হবে চন্দননগর স্টেশনে। অটোয় মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন দিল্লি রোডের পাশে ছুটি পার্ক পিকনিক স্পটে। গাড়িতে এলে জি টি রোড ধরে আসতে হবে। যোগাযোগ:
মোহন বৈঠা ☎৯৯০৩০-৯০৬৯৫

বৈঁচি বাংলো বাগান

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে বৈঁচির কাছেই ৫ বিঘা জমির ওপর রয়েছে সুন্দর একটি বাগানবাড়ি। ভেতরে চিলড্রেন্স পার্ক, সাজানো বাগান এবং প্রচুর গাছগাছালি আছে। কলকাতা থেকে ট্রেনে এলে হাওড়া-বর্ধমান মেন লোকাল ধরতে হবে। গাড়িতে এলে জি টি রোড ধরে সরাসরি পৌঁছতে পারেন বৈঁচি বাংলো বাগান। প্রত্যেকদিন একটি মাত্র দলকে পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। ভাড়া পড়বে ৬,৫০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
জয়ন্ত সাধুখাঁ ☎৭৪৩৯০-৬৬৫০২

বনবীথি পার্ক ও পিকনিক স্পট

হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বরে বনবীথি পিকনিক স্পট। এখানে রয়েছে ফুল ও ফলের বাগান, শিশু উদ্যান, দোলনা, ফোয়ারা, প্যাডেল বোট ইত্যাদি নানান মজার আয়োজন। আধঘণ্টার জন্য চারজনের প্যাডেল বোটে মাথাপিছু ভাড়া ১০ টাকা। পার্কে ঢোকার প্রবেশমূল্য ১০ টাকা। স্পটপিছু ভাড়া পড়বে ১৫০ টাকা এবং রান্নার জন্য আলাদা জায়গা ভাড়া নিলে পড়বে ২৫০ টাকা। বাথরুমের ব্যবস্থা রয়েছে। পিকনিকের সব সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন। পার্কের ভেতরেও ভাড়া পাওয়া যায়।

হাওড়া-ব্যান্ডেল রেলপথে বৈদ্যবাটি বা ভদ্রেশ্বর রেলস্টেশন থেকে অটোরিকশায় ১০ মিনিটের পথ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ:
☎৯২৩০৫-১৮২৮৩

বনবীথি পার্ক ও পিকনিক স্পট

সবুজদ্বীপ

হুগলি জেলার আকর্ষণীয় এক গন্তব্য সবুজদ্বীপ। ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলশাখার সোমড়াবাজার স্টেশনে নেমে ভ্যান ধরে চলে আসুন ফেরিঘাট। এই ফেরিঘাট থেকে সবুজদ্বীপ পৌঁছনোর জন্য মোটরচালিত নৌকো পাওয়া যায়। বেহুলা ও হুগলি নদীর সঙ্গমে সুবিশাল একটি চরে গড়ে উঠেছে সবুজদ্বীপ পিকনিক স্পট। বোটভাড়া মাথাপিছু ২৫ টাকা। পিকনিক করার জন্য স্পট ভাড়া পাওয়া যায়। ১ থেকে ২৫ জনের দল হলে ভাড়া পড়বে ৫০ টাকা। দলে এর বেশি হলে মাথাপিছু আরও ২ টাকা করে দিতে হবে। সবুজদ্বীপে পিকনিক এবং যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ:
কল্যাণ দেবনাথ ☎৯৯৩৩৯-৬৩২১৯

গাদিয়াড়া

কলকাতা থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে দামোদর-রূপনারায়ণ-হুগলি— এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে গড়ে উঠেছে পরিচিত পিকনিক স্পট গাদিয়াড়া। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই এখানকার মূল আকর্ষণ। ইংরেজ আমলের লর্ড ক্লাইভ নির্মিত একটি দুর্গও রয়েছে। হাওড়া জেলা পর্যটন উন্নয়ন পর্যদের তত্ত্বাবধানে বিশাল জায়গার ওপর এই স্পটটি। নিজেদের পছন্দমতো একটা খোলা

গাদিয়াড়া

জায়গা বেছে বসে ইচ্ছেমতো পড়তে পারেন বনভোজনের ছুটি কাটাতে। পিকনিকের সব সরঞ্জাম কলকাতা থেকেই নিয়ে যেতে হবে। আশপাশে অনেক হোটেল আছে। একটা রাত থেকেও যেতে পারেন। এখানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজ। তবে আগেভাগে বুকিং করে আসতে হবে।

গাদিয়াড়া যেতে হলে কলকাতার ধর্মতলা থেকে সরকারি বাস পাবেন। সহজতম পথ হল কলকাতা থেকে বাসে নুরপুর, সেখান থেকে ১৫ মিনিটের পথ গাদিয়াড়া। অথবা ট্রেনে উলুবেড়িয়া স্টেশনে নেমে ঘণ্টাদেড়েকের বাসযাত্রায় গাদিয়াড়া বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ভ্যানরিকশায় পৌঁছনো যায়। এখানে পড়ন্তবেলার সূর্যাস্ত দেখা এক পরম প্রাপ্তি। ইচ্ছে হলে নদীর পাড় ধরে হেঁটে ঘুরেও বেড়াতে পারেন।

রূপনারায়ণ ট্যুরিস্ট লজে যোগাযোগের ঠিকানা:
পোস্ট: দক্ষিণ শিবপুর, গাদিয়াড়া
জেলা: হাওড়া-৭১১ ৩১৪
☎(০৩২১৪) ২৬৩১২৫, ৯৭৩২৫-১০০৭৬

গড়চুমুক আটান্ন গেট

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত দামোদর নদের তীরে গড়চুমুক আটান্ন গেট। দামোদরের খালকে বাঁধা রাখতে ৫৮টি লগ গেট এই নদের ওপর থাকাতেই এমন নামকরণ। কলকাতার ধর্মতলা থেকে দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগে আড়াই-তিন ঘণ্টার মতো। এখানে রয়েছে হাওড়া জেলা পরিষদের বাংলো। রয়েছে ডিয়ার পার্কও। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মন ভরে যায়। পিকনিকের ফাঁকে ডিঙি নৌকো ভাড়া

গড়চুমুক

কুয়াশার চাদর সরিয়ে নরম রোদকে গায়ে মেখে ধোঁয়া ওঠা কাপে আলতো চুমুক... তারই মাঝে বনভোজন বা শীতের ছুটিতে আপনার সফরসঙ্গী Season 4

সারা ভারতের যে কোনও স্থানে, সরকারি এবং বে-সরকারি হোটেল ও গাড়ি এবং সপ্তাহান্তে সুন্দরবন, মন্দারমণি, দীঘা, তাজপুর, বিহারীনাথ, ধুতুরদহ, ইটাচুনা রাজবাড়ি, কারুজ-বর্ধমান, জলপথ, বরন্তি, গড়পঞ্চকোট, মুকুটমণিপুর, টাকি, বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া বা সবুজের সমারোহে, ঘরোয়া আতিথেয়তায় জলদাপাড়া-সুনতালেখোলা।

নিজের মতো করে বাংলাদেশ ঘুরে আসুন ব্যবস্থাপনায় Season 4

কুশল স্টে– সুনতালেখোলা
ওয়াইবা রিসর্ট– সিলেরী গাঁও
হিমালয়ান ভিলেজ রিসর্ট– উত্তরে
সিঙ্গালিলা ভিলেজ রিসর্ট– হি-বাজার
আকাশিয়া ইকো রিসর্ট– জলদাপাড়া

Season Four Holidays & Entertainment Pvt. Ltd.
20, Ajanta Park, Kolkata- 86
Baghajatin.
PH: (033) 6548-2804
M: 9830877017, 9830881885, 9051013413
e-mail: season4holidays@rediffmail.com
season4travelg@gmail.com
website: season4.co.in

বারাসাতের রোজভ্যালি পার্ক

করে নদীর বুকে ভেসে পড়তে পারেন। এখানে পিকনিক করতে প্রবেশমূল্য দিতে হবে। গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। হাওড়া থেকে ট্রেনে উলুবেড়িয়া যেতে সময় লাগে ৪৫ মিনিট। এখান থেকে বাসে বা জিপেও স্পটে পৌঁছনো যায়।

যোগাযোগের ঠিকানা:

সেক্রেটারি

হাওড়া জেলা পরিষদ

১০, বিপ্লবী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ সরণি (দ্বিতল)

হাওড়া-৭১১ ১০১

☎(০৩৩) ২৬৩৮-৪৬৩৩/৪৬৩৪

বারাসাতের রোজভ্যালি পার্ক

উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসাতে গড়ে উঠেছে রোজভ্যালি পার্ক। রয়েছে বোটিং করার সুযোগ, রোপওয়ে, গ্লাইডার, ওয়াটার কোস্টার ইত্যাদি। রোজভ্যালি পার্ক খোলা থাকে সকাল দশটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত। পার্কের রেস্তোরাঁ খোলা থাকে বেলা এগারোটা থেকে রাত সাতটা পর্যন্ত। পার্কের প্রবেশমূল্য মাথাপিছু ৩০ টাকা। সবকটি রাইডের প্যাকেজ নিলে প্রবেশমূল্য সহ মাথাপিছু খরচ পড়বে ১৮০ টাকা। কমপক্ষে ৩০ জনের দল হলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু খরচ পড়বে ৯০ টাকা এবং অফিস বা কর্পোরেট হাউসের ক্ষেত্রে মাথাপিছু খরচ পড়বে ১০৫ টাকা। ট্রেনে গেলে নামতে হবে শিয়ালদা-বনগাঁ শাখার বারাসাত জংশনে। বারাসাত স্টেশন থেকে রোজভ্যালি পার্কের দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। স্টেশনের পূর্বদিক থেকে ভ্যান ধরে সরাসরি রোজভ্যালি পার্ক পৌঁছতে পারেন। গাড়িতে গেলে ভি আই পি রোড, যশোর রোড ধরে বারাসাত চাঁপাডালি মোড় পৌঁছে টাকি রোড ধরতে হবে। অক্সিলিয়াম কনভেন্ট স্কুলের কাছেই বামনমুড়া স্টপেজেই রোজভ্যালি পার্কটি। রোজভ্যালি পার্কের ব্যাপারে যে-কোনও তথ্যের জন্য যোগাযোগ: ☎৯৮৩৬৬-৮৩৪৮১

ধুতরদহ পিকনিক স্পট

কমলা পিকনিক গার্ডেন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঠাকুরপুকুরের কাছে বাকরাহাট রোডে সাড়ে সাত বিঘা জমিতে গড়ে উঠেছে কমলা পিকনিক গার্ডেন। গাড়ি করে আসতে হবে ঠাকুরপুকুর বাজার হয়ে। এখানে রয়েছে লন, মরশুমি ফুলের বাগান, পুকুর, নিখরচায় বোটিং করার সুযোগ। একদিনে একটি দলকেই পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। রবিবার ভাড়া পড়বে ১৫,০০০ টাকা, শনিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন ভাড়া পড়বে ১২,০০০ টাকা এবং সপ্তাহের অন্যান্য দিন ভাড়া পড়বে ৭,০০০ টাকা। ঘুরে আসতে পারেন কমলা পিকনিক গার্ডেনের কাছেই বড়কাছারি শিবমন্দির।

বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:

অলোক মুখোপাধ্যায় ☎৯৮৩০০-৮৬৫৫৬

আনন্দকানন

নবদ্বীপ পুরসভার উদ্যোগে গড়ে উঠেছে আনন্দকানন পিকনিক স্পট। ট্রেনে যেতে হলে হাওড়া থেকে কাটোয়া লোকাল ধরে নবদ্বীপধাম স্টেশনে নামতে হবে। সড়কপথে যেতে হলে কৃষ্ণনগর হয়ে যেতে পারেন। কৃষ্ণনগর থেকে গঙ্গার ওপর সেতু পেরিয়ে নবদ্বীপ পৌঁছনো যায়। নবদ্বীপ স্টেশন থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে এখানে ৮-৯টি স্পট পিকনিকের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। ছাউনি দেওয়া স্পটপিছু ভাড়া ১,০০০ টাকা। খোলা আকাশের নীচে স্পট নিলে ভাড়া ৫০০ টাকা। এই ভাড়ায় ৪০ জন পিকনিক করতে পারেন। ফোনে বুকিং হয় না। সরাসরি গিয়ে বুকিং করতে হবে। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: ☎৯৩৩৩০-৭৯৯৪৪

ধুতরদহ পিকনিক স্পট

ধুতরদহ পিকনিক স্পটের দূরত্ব সায়েন্স সিটি থেকে ৪০ কিলোমিটার এবং ঘটকপুর থেকে ১৮ কিলোমিটার। এখানে রয়েছে সাজানো-গোছানো বাগান, লেক। ইচ্ছে হলে থেকেও যেতে পারেন। ৮টি এ সি ঘর রয়েছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ২,০০০ টাকা। একদিনে একটি দলকেই পিকনিক করার অনুমতি দেওয়া হয়। পিকনিকের জন্য ২টি ঘর সহ সম্পূর্ণ পিকনিক স্পটটি ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। ভাড়া পড়বে ১২,০০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **মলয় ঘোষ** ☎৯৮৩০১-৫২১৬৯

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

মাসিক কিস্তিতে ভ্রমণের সুযোগ

নেচার লাভার্স ক্লাবের বিশেষ গ্রীষ্মকালীন প্যাকেজ পুরী (3,500/-) বৈষ্ণোদেবী ও অমৃতসর সহ কাশ্মীর (11,000/-) ভূস্বর্গ কাশ্মীর (8,000/-) সিকিম স্পেশ্যাল (8,000/-) প্রত্যহ ইউমথাং প্যাকেজ (1,500/- - 4,000/-) (AC প্যাকেজ) ভাইজ্যাগ-আরাকু (5,800/-) ডুয়ার্স উত্তরবঙ্গ (7,500/-) লখনউ সহ কুমায়ুন (10,000/-) নেপাল (9,000/-) কিন্নর কল্পা (11,000/-) ১০ জনের গ্রুপ বুকিংয়ে বিশেষ ছাড়। 2, S. N. Banerjee Rd, Esplanade, 90627-27906/97338-01536. mail: travelnatureclub2012@gmail.com শর্তসাপেক্ষে। সারা ভারতের সর্বত্র হোটেল বুকিং।

নৈনিতালের একমাত্র বাঙালি ট্রাভেল এজেন্সি

SUNITI TOUR & TRAVELS

সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল/ গাড়ি/ বাস ও Carbett সাফারি বুকিং করা হয়। এছাড়া কুমায়ুন প্যাকেজ Nainital (2N) Jaggeswar (1N) Patal Bhubaneswar/ Chaukari (1N) Munsiary (2N) Kausani (1N) Covering Almora, Ranikhet, Baijnath. যাত্রা 22/3, 12/4, 24/5. যোগাযোগ: H. O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M): 098972-09933, 094519-45541. কোল বুকিং: AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol 101, (M): 98301-10177, 98745-26617, 94330-72131. Web: www.suniti travels.com, Email: little_sparrow88 @yahoo.com

Welcome-এর গ্রীষ্মের ভ্রমণ

ব্যতিক্রমী কাশ্মীর— থাকছে মানসবাল, উলার হ্রদ, রাজপারিয়া অরণ্য, ডাকসাম, আহরবাল, দাচিগ্রাম অরণ্য, আরুভ্যালি, সোনমার্গ, হাজিবোস গ্লেসিয়ার, যুসমার্গ, পহেলগাঁও, শ্রীনগর। অন্যরকম হিমাচল— সারচুভ্যালি, কেলং, জগৎসুখ, নাগ্গর, রোটাং, সোনামভ্যালি, মণিকরণ, মানালি। সিমলা, কুফরি, সারহান, কল্পা, ছিটকুল, নাকো, টাবো, কাজা, কুনজুমপাস, মানালি। ভয়ঙ্কর সুন্দরী লাদাখ— লে, নুব্রাভ্যালি, খারদুংলা পাস, প্যাংগং লেক, চাংলা পাস, সুমোরিরি লেক, সিন্ধু নদ। জোজিলা পাস, দ্রাস, কারগিল, জাঁকসা— সারচু উপত্যকা সহ সমগ্র লাদাখ। মায়াময় গাড়োয়াল— হরিদ্বার, দেবপ্রয়াগ, চন্দ্রপুরী, সিয়ালসোর, উখিমঠ, কাকড়াগাদ, দোসলভিটা, চোপতা। থাকছে কেদার-বদ্রী-গঙ্গোত্রী। মুন্সিয়ারি সহ মোহময়ী কুমায়ুন। বসন্তকালীন ভ্রমণ 22/1, পারেন, টোড়ে, ডোটোক, নাথুলা 8/2 সিলারিগাঁও, ঋষিখোলা, সিকিম সিল্করুট 8/3 অরুণাচল মেঘালয় কাজিরাঙা 2/4 বৈষ্ণোদেবী সহ কাশ্মীর। 98310-15846, 97482-97856, 93332-10664 (কৃষ্ণনগর), 91437-95260 (বিরাটি)। সারা ভারতের সর্বত্র হোটেল, প্যাকেজ, গাড়ি বুকিং করা হয়।

S S TRAVEL WINGS

ভাইজ্যাগ-আরাকু- 25/1, উত্তর ভারত (হরিদ্বার সহ)- 17/1, কেরালা 6/2, 14/2, সিমলা-মানালি-কিন্নর-8, 23/5, কাশ্মীর- 15, 29/3, 6, 24/4, 16, 30/5, ভুটান সঙ্গে ডুয়ার্স- 8/2, গুয়াহাটি-অরুণাচল-20/1, 22/2, 17, 23/3, প্রয়াগ-এ কুম্ভ স্নান- 27/1, 6, 15, 18, 25/2. (M): 96740-28866.

DELIGHT HOTELS PVT. LTD.

পুরী, গ্যাংটক ও লাচুং-এ নিজস্ব হোটেল। আতিথেয়তা ও বাঙালি রেস্টুরেন্ট। M. G Marg-এর ওপর। 033 6541-1612/ 92334-00399/ 92301-30886. www.dlight hotels.com, email: arupsarkar@dlighthotels.com

প্যাকেজ ট্যুর

Swaraj Tour & Travels

কাশ্মীর (14500/-) 28/03, 14/04, 20/5. কিন্নর লাহুল স্পিতি (16500/-) 28/5, 16/6 ভুটান (12500/-) 28/3, 16/4, 22/5. চিতওয়ান সহ নেপাল (11,500/-) 22/3, 22/4, 22/5. অরুণাচল সহ মেঘালয় আসাম (15,800/-) 17/4, 22/5. দার্জিলিং ও শিলং-এ নিজস্ব হোটেলের গ্রীষ্মকালীন বুকিং শুরু হয়েছে। 7A, Rani Rashmoni Rd., Kol-13, 1st Floor, Room No. 110, 94330-54015, 98310-84798 & (033) 3020-7220. সারা ভারতে সর্বত্র হোটেল, প্যাকেজ বুকিং করা হয়।

Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

দেশ/বিদেশের Wild life, adventure & tourism, Hotel booking Group & Tailormade Package-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। গড়িয়াহাট জং, যশোদা ভবন। 167N, R. B. Avenue, Kol-19. 2460-6101, 90381-11199. www.citi travels.net citisafari@cititrvl.com

NORTH EAST TRAVELS

নিজস্ব হোটেল: রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, চারখোল, কোলাখাম, গ্যাংটক, পেলিং, উত্তরে, বার্মিওক, কালুক ও জয়পুর। ভিতরকণিকা, কানহা, বান্ধবগড়, কাজিরাঙা, করবেট ও গরুমারা ও জলদাপাড়া প্যাকেজ ট্যুর। এপ্রিল মাসে পাখি দেখতে কাকড়াগাদ, মে মাসে কল্পা কিন্নর প্যাকেজ ট্যুর। পশ্চিম সিকিমে গাড়ি ও হোটেল বুকিং। সিল্করুটে হোটেল ও গাড়ি বুকিং। ফেব্রুয়ারিতে আন্দামান প্যাকেজ ট্যুর। ১১ ডোভার লেন, কলকাতা-২৯, 94745-94446, (033) 4004-5082.

Excursion2India

আপনার সাধের জায়গায় আপনারই সাধ্যের মধ্যে ভ্রমণের সমস্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার জন্য যোগাযোগ করুন। ভারতের যে-কোনও জায়গার হোটেল, গাড়ি অথবা টেলরমেড প্যাকেজ বুকিংয়ের যোগাযোগ: 91635-80464, 94393-65707, www.excursion2india.com

New Eye India Travels

রাজস্থান/ কেরল/ বম্বে গোয়া/ সাউথ ইন্ডিয়া/ ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ/ সিকিম/ ডুয়ার্স। এছাড়া কমপক্ষে ৮ জনের জন্য যে-কোনও দিন যে-কোনও প্যাকেজ। 6, C. R. Avenue, Kol-72, (033) 6459-7052, 97487-56954, 98365-84017, 99034-16136.

ডুয়ার্স naturecamp travels

গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা, বক্সা, রায়মাটাং, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, রবি-আইল্যান্ড, সামসিং সহ সমগ্র ডুয়ার্সে হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। গরুমারাতে নিজস্ব রিসর্ট। Call : 98744-39571, 84204-63611.

সোনালী ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

কাশ্মীর (১৪ দিন) মধ্যপ্রদেশ (১২ দিন) হিমাচল (১০ দিন) ডুয়ার্স (৫ দিন) লাভা-লোলেগাঁও (৭ দিন) সিকিম (৯ দিন) প্যাকেজ। ৩, ম্যাঙ্গো লেন, ১ম তল, কলকাতা-১। Ph: 033-2262-2820/1849, (M): 098308-50105.

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

Hotel and Family Package booking For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Okhrey, Versey, North Sikkim Package. *Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars. *Bhutan, Orissa, Himachal, Uttarakhand, Rajasthan and Kerala. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

স্পা ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

সমগ্র হিমাচল এবং লে-লাদাখ। যাত্রার তারিখ আপনার। নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের। ন্যূনতম ২ জন। Mobile: 91637-91788/97325-45923. E-mail: spatourandtravels@gmail.com

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নানাবিধ প্যাকেজ ও হোটেল। দঃ ভারত, উঃ ভারত, গোয়া-মহারাষ্ট্র, হিমাচল, কুমায়ুন, নেপাল, মেঘালয়, অরুণাচল, সিকিম, ডুয়ার্স, লে-লাদাখ, অমরনাথ, আন্দামান, সুন্দরবন। Ph: 2227-1850/2725-8860, 94331- 86406. info@classictourism.com

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, নৈনিতাল, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

সুন্দরবন প্যাকেজ IN/2D@2,500/- 2N/3D@3,500/-. ডিলাক্স প্যাকেজ 2N/3D@ 4,500/-, শর্তাবলী প্রযোজ্য। দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। 98305-29628/99030-64928.

TSC ভ্রমণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল, রাজস্থান, উঃ ভারত, গোয়া, গুজরাট, পঃ ভারত, কেরালা, চেন্নাই, ভাইজ্যাগ, দঃ ভারত, মধ্যপ্রদেশ, পুরী, দীঘা, সুন্দরবন, ডুয়ার্স, দার্জিলিং, সিকিম, আন্দামান সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে হোটেল বুকিং ও বেড়ানোর সমস্তরকম ব্যবস্থা, বিমান ও রেল ই-টিকিট, পাসপোর্ট-এর সহায়তা করা হয়। Senior Citizen-দের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। Travel Solutions and Consultancy, (Your Trusted Partner), 43/1, Block-A, Bangur Avenue, Kol-55. Ph: 98307-38885/98310-95512/033-2574-6122. Email travelsckol@gmail.com

হোটেল মা কামাক্ষ্যা, পুরী

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনাকে স্বাগত জানায়। এ সি/ নন এ সি রুম, রেস্টুরেন্ট, জেনারেটর সুবিধা। বুকিং: 2262-1849, 98308-52068.

HOTEL ZODIAC, DARJEELING

5 minutes walking distance from Mall. All rooms are Dlx View, TV, Gyser, Telephone Restaurant, Kolkata: 2262-1849/98308-50105.

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

শ্রীনগরে বিশ্বস্ত বাঙালি হোটেল

শ্রীনগরে বাঙালি পরিচালিত বাঙালি আহারাদি সহযোগে থাকবার হোটেল, ডাল লেকের কাছে প্রত্যেক রুমে কার্পেট, LCD, Colour TV ও গিজারের সুব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ: Club Destiny. বাপ্পা অধিকারী, 98303-84279, 095964-37537.

আপনি কি কাশ্মীর যাচ্ছেন?

বিশ্বস্ত বাঙালি পরিচালিত সমগ্র কাশ্মীরে বাঙালি হোটেল। জম্মু-হোটেল গ্রেস, কাটরা- কাশি বিশ্বনাথ, শক্তি রেসিডেন্সি, শ্রীনগর- হোটেল আমিরা, হোটেল চিনার, পহেলগাঁও- হোটেল বম্বে প্যালেস, হোটেল হিমল। জম্মু- জম্মু প্যাকেজ 5,500/- (আহার বাদে) 98303-84279, 095964-37537.

মাদার ট্রাভেলস

উদয়ারুণ পরিচালিত পুরীতে নিজস্ব হোটেল 'ব্লু-সী'। এছাড়া কাজিরাঙা, শিলং, গুয়াহাটি, দার্জিলিং, পেলিং, গ্যাংটক, রাবংলা, ডুয়ার্স, দীঘা, মন্দারমণি, হরিদ্বার, মুসৌরি, সাংলা, কল্পা, সারাহান সহ সর্বত্র হোটেল, গাড়ি প্যাকেজ। 98302-70836, 98046-67977, 96742-99921.

দীপ রিসর্ট, পুরী

পুরীর সমুদ্রসৈকতে আপনার নিজস্ব ঠিকানা: এ সি ডিলাক্স সমুদ্রমুখী রুম। বুকিংয়ের জন্য Call করুন: 2262-2820, 99033-11361/www.hotelatpuri.com

সর্বত্র হোটেল বুকিং

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, উত্তরে, রিংচিংপঙ, দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, কালিম্পং, লাটাগুড়ি, মাদারিহাট, মূর্তি, জয়ন্তী। হোটেল বুকিং প্যাকেজ: 2262-2820, 96741-72587.

Nature Lovers Club

জম্মু, শ্রীনগর, পাটনিটপ, পহেলগাঁও, কাটরা, সিমলা, মানালি, কল্পা, সাংলা, সারাহান, হরিদ্বার, দিল্লি, নৈনিতাল, ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ, পুরী (সিফেসিং রুম), ডুয়ার্স সহ সারা ভারতের হোটেল ও গাড়ি বুকিং: 90627-27906/ 97338-01536.

Shilavilla Resort Pvt Ltd

কলকাতা থেকে ১ ঘণ্টায় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে বিলাসবহুল রিসর্টে ছোট্ট ছুটি কাটাতে সপরিবারে আসুন। সুবিধা-এ সি/নন-এ সি, সুইমিং পুল, ইন্ডোর গেম, গার্ডেন। www.shilavillaresort.com, E-mail: malaysarkar 5a@gmail.com 98301-63896/98362-29187.

DREAM TOUR AND TRAVELS

আন্দামান ভ্রমণ করুন বিভিন্ন প্যাকেজে— Group Tour & L.T.C Tour. পোর্ট ব্লেয়ারে নিজস্ব অফিস। (জেলাভিত্তিক কমিশন এজেন্ট প্রয়োজন)। পোর্ট ব্লেয়ার: 98740-28438. কোন্নগর: 98743-84901.

অনুরূপ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

গ্রীষ্ম প্যাকেজ:— কাশ্মীর ১৩,০০০/- (১৪), সিমলা ১০,০০০/- (১১), কেদার ১১,৫০০/- (১৩), নৈনিতাল ১২,০০০/- (১২)। সারাভারতে হোটেল বুকিং: 98304-11351.

হোটেল রিসর্ট

সিকিম ও দার্জিলিং

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, হিবারমিওক, উত্তরে, জুলুক ও নাথাং ভ্যালি সহ সিল্করুট ও উত্তর সিকিম প্যাকেজ। দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, তিনচুলে, সিলারিগাঁও, বড়া ও ছোটা মাংগোয়ায় হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ। (M): 98744-39571, 84204-63611.

হোটেল/গেস্টহাউস

পুরী, দিঘা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং। থাকা-খাওয়া 400-800/- টাকা। কালিম্পং- লাভা- লোলেগাঁও- রিশপ। থাকা-খাওয়া 650/- টাকা। এছাড়া ভাইজ্যাক-আরাকু-জগদ্দলপুর, হায়দ্রাবাদ, গোয়া ও অন্যত্র হোটেল বুকিং ও প্যাকেজ হয়। কাশ্মীরে আমাদের স্পেশ্যাল ব্যবস্থা আছে। 80131-59609.

S S TRAVEL WINGS

সানভিউ রিসর্ট-মন্দারমণি, হোটেল ডাইন্যাস্টি-লাটাগুড়ি, ট্রাভেলরস ইন-দার্জিলিং, কুনাল রেসিডেন্সি-হরিদ্বার, শ্রীক্ষেত্র কুঞ্জ হলিডে হোম-পুরী। 64, B, B, Ganguly Street, 2nd Floor, Kol-12. Mob.: 96740-28866, 99036-52157, 82969-14244. E-mail: sstravelwings@gmail.com

Estuarine ভিলেজ রিসর্ট, ভিতরকণিকা

জঙ্গলের বাফার এলাকায়, বাহ্মণী নদীর তীরে আধুনিক সুবিধাযুক্ত ৫টি কটেজ ও ৭টি টেন্ট-এ থাকার সুব্যবস্থা। গ্রুপ বুকিং ও ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ ছাড়। ২ থেকে ৪ দিনের প্যাকেজ অথবা রুম বুকিংয়ের যোগাযোগ: 91635-80464, 94393-65707. www.villageresort.in

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- থেকে 1,000/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990.

Naik Palace

পুরীর সমুদ্র থেকে সামান্য দূরত্বে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার, সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 800/- – 1,200/-. A C 1,500/-, Colour TV, Balcony. ব্যানার্জিদা: 98310-39240, মানব: 98043-29990.

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস ও রৌনক হোটেল

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। লোলেগাঁওতে হোটেল লালিগুরাস ও রিশপে Eco Resort. 700/- থেকে শুরু। কোল বুকিং: Club Destiny, 8 Lenin Sarani, Kol-13. 2228-3246, 98044-00261, 89026-76740.

Parijayee Tours 'N' Travels

পুরীতে-আমাদের নিজস্ব হোটেল Blue Sea. ডুয়ার্স-Taskers Den, Green Touch Resort (Gorumara) (Jaldapara) Acacia Eco-Resort. দার্জিলিং-Hotel Zodiac গ্যাংটক- Hotel Green Park. সারা ভারতে Hotel Booking করা হয়। আমাদের Offbeat প্যাকেজ- Kolakham, Charkhole, Pedong, Rishi, Aritar, Silarigaon, Zuluk, Singtam, Kaffer, Rikkisum, Damsang, Fagu Tea estate, Tinchule. 60B, Chowringee Road, Kol-20, 033 3262-5588, 99036-93756, 84201-96053. Web: parijayeetnt.com

গায়ত্রী ভবন (পুরী)

আমাদের নিজস্ব গেস্টহাউসে আসুন- সর্বসুবিধাযুক্ত, বাঙালি খাবার সহ। গ্রুপ বুকিং-এ বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। 2 No, জওহরলাল নেহরু রোড (মেজানাইন ফ্লোর), Kol-13. Ph: (033) 2228-1387/3292-7135/094338-67043.

হোটেল রিসর্ট

পাইন ব্রুক গেস্টহাউস-শিলং

সমস্ত রুম অ্যাটাচড, গিজার, এল সি ডি, ডাইনিং/কনফারেন্স হল, রুম সার্ভিস, রেস্টুরেন্ট। প্রবাসে বাঙালিয়ানা বিনোদনের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। স্কুল-কলেজ-অফিস-কনফারেন্স প্রভৃতির জন্য ট্রাভেল এজেন্টরা যোগাযোগ করুন: 98310-89453 (কলি), 094369-85858 (শিলং)।

গিরিবর্ত্মের দেশ লাদাখ। ভ্রমণের অনন্য অভিজ্ঞতা

LINKAGE লে, প্যাংগং হ্রদ, খারদুংলা পাশ, নুব্রা ভ্যালি, সো-মোরিরি হ্রদ, আলচি, জাঁসকর, কারগিল। মানালি-লে রুটেও লাদাখ ভ্রমণের ব্যবস্থা। আপনার সময় ও পছন্দ অনুযায়ী ট্যুর প্রোগ্রাম সাজিয়ে বিভিন্ন বাজেটের প্যাকেজের ব্যবস্থা। এছাড়া লে, নুব্রা, সোমোরিরিতে হোটেল/টেন্ট-এর বুকিং ও গাড়ির ব্যবস্থা। শ্রীনগর, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, শোনমার্গ, কাটরা, পত্নীটপে হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা। Ph: 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169. 124B Lenin Sarani, Kolkata-13.

সিকিমে হোটেল/প্যাকেজ/গাড়ি

LINKAGE গ্যাংটক, রাবংলা, পেলিং, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার, কালুক, উত্তরে, বোরং, নামচি, বিক্সথাং, ওখরে, ভার্সে, অ্যারিটারের বিভিন্ন বাজেটের আকর্ষণীয় প্যাকেজ। Ph: 2227-6685, 2265-7999, 2226-4661, 98301-52169.

আন্দামান ভ্রমণ Linkage-এর সঙ্গে

LINKAGE Port Blair, Havelock, Neil Island, Joly Buoy, Red Skin, Three Island (Ross, North Bay, Viper), Baratang, Lime Stone Cave, Mudvolcano, Diglipur, Ranagat, Mayabandar, Ross & Smith Island, Hotel Car, Boat Ticket to any Island. সমস্তরকম ব্যবস্থা কলকাতায় বসেই হয়ে যাবে। এছাড়া কমপক্ষে ২ জন বা তার বেশি হলে নানারকম আকর্ষণীয় প্যাকেজ। Ph: 2265-7999, 2227-6685, , 2226-4661, 98301-52169.

উত্তরাঞ্চলে হোটেল/গাড়ি

LINKAGE নৈনিতাল, কৌশানি, করবেট, চৌকরি, ঋষিকেশ, রুদ্রপ্রয়াগ, গৌরীকুণ্ড কেদারনাথ, বদ্রীনাথ সহ সর্বত্র হোটেল। এছাড়া Xylo/ Indica/ Tavera/ Inova/ Tempo Traveller ইত্যাদি ভাড়া দেওয়া হয়। 2265-7999, 98301-52169.

হিমাচলে হোটেল/ গাড়ি

LINKAGE সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, খাজিয়ার, চাম্বা, সারাহান, সাংলা, কল্পা, কাজা, কেলং, টেইল। হিমাচলের সর্বত্র বিভিন্ন মানের গাড়ি বুকিং করা হয়। Ph: 2265-7999 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

EASTERN TOURISM

প্রতিদিন সুন্দরবন- 3,900-9,500/-(2N/3D). মুর্শিদাবাদ, মুকুটমণিপুর, মাইথন, বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, মন্দারমণি, তাজপুর, ভিতরকণিকা ও সারা ভারতে হোটেল/ গাড়ি বুকিং। (P) 2455-1491/98363-81994. Autho. Agent: Orissa Tourism. www.eastern tourism.net

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর নেহরু পার্ক

তমাল পোদ্দার পরিচালিত ডাল লেকে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবার। আমাদের অন্যান্য হোটেল— প্রেম (জম্মু), লিডার প্যালেস (পহেলগাঁও), কাশী বিশ্বনাথ, হীরা হেরিটেজ (কাটরা)। জম্মু-জম্মু প্যাকেজ ১০,৫০০ 9N/10D, Club Destiny, (M): 98313-60282, 91637-94490.

BUXA INN

জঙ্গল ও পাহাড়ের কোলে কোর এরিয়ার মাঝে জঙ্গলকে উপভোগ করতে হোটেল বক্সা ইন (খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে)। Contact: Ratul Majumder, +919434229040/ +919775946511. Website: www.buxainn.com email id: ratulapd@gmail.com

গোল্ডেন স্যান্ড (পুরী)

ঘরে বসে সমুদ্র দেখুন— AC/Non AC Room, রেস্টুরেন্ট সহ, Colour TV, Balcony, Intercom. বাঙালি খাবার সহ আতিথেয়তা। 2No, জওহরলাল নেহরু রোড (মেজানাইন ফ্লোর), Kol-13. Ph: (033) 2228-1387/3292-7135/ 094338-67043.

PRANTIK RETREAT DEULTI (HOWRAH)

1 HOUR FROM KOLKATA, AC/NON AC ROOM WITH LCD TV, LAWN FOR PICNIC, AC CONFERENCE HALL, RESTAURANT, CAR PARKING & CHILDREN'S PARK. M: 93309-64329/ 94322-56497. chutuk.gupta@gmail.com

হোটেল রিসর্ট

Creative Holidays

পুরী, গ্যাংটক, সিঙ্কুরুট, ডুয়ার্স ও পেলিং-এ নিজস্ব হোটেল ছাড়াও হরিদ্বার মুসৌরি ও করবেট এবং সারা ভারতের হোটেল/ গাড়ি/ প্যাকেজ বুকিং— এজেন্টদের বিশেষ ছাড়। 2 No, জওহরলাল নেহরু রোড, Kol-13. 98308-22255. www.creativeholidays.co.in

ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী' নদী ও পাহাড়ের কোলে
ROVERS' INN JAYANTI

Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 97341-72815, 035642-03163. Mail: Parthasr69 @gmail.com, WEB: roversinnjayanti.com

মহামায়া ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

আমাদের নিজস্ব হোটেল: পুরীতে হোটেল পুষ্পশ্রী (কিচেন, TV, জেনারেটার) দার্জিলিং ও গ্যাংটকে। বাসপার্টি ও গ্রুপ বুকিং করা হয়। 2470-7997/98319-05664.

Right Travels

পুরীতে নিজস্ব হোটেলে উর্মিমালা (কিচেন, টিভি, জেনারেটার)। দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, দার্জিলিং, গ্যাংটক ও সারা ভারতে হোটেল বুকিং। 16, ম্যাঙ্গো লেন, কোল -01. Ph: 2243-6269/94330-40294.

SHRI JAGANNATH GUEST HOUSE (PURI)

পুরীর মনোরম পরিবেশে অবিশ্বাস্য কম খরচে সর্ব-সুবিধাযুক্ত আধুনিক মানের গেস্টহাউস। বুকিং: 098366-08955, 033-3042-1502/1503, 3354-3220-224.

হলিডে ম্যানেজার্স

কাছেই দেউলটি, গাদিয়াড়া, পাউসি, ফলতা, মেমারি, টাকিতে। আসানবনি, গালুডি, ঘাটশিলা, দেওঘরে। মুকুটমণিপুর, শান্তিনিকেতনে। সরগাছি, লালবাগে। সুন্দরবনে। মান্দারমণি, তাজপুর, শঙ্করপুর, দীঘা, ফ্রেজারগঞ্জ, চাঁদিপুর, পুরী, গোপালপুরে। ভারিংবাড়িতে। শিলং, কাজিরাঙ্গাতে। বারাণসী, আগ্রা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে। দক্ষিণে। —আর সমগ্র সিকিম-দার্জিলিং-কালিম্পং পর্বতাঞ্চল, ডুয়ার্সে তো আছেই। —সর্বত্র ব্যবস্থা। —অরুণাচল, ভুটান, ইয়ুমথাং ও অন্যান্য প্যাকেজ। অতি নিকটে সারাদিনের প্যাকেজও।

2486-6051, 97481 14667

কোনও শাখা নেই

Transforming Tourism

EXOTICA

KASHMIR-10D/9N

Jambu, Srinagar, Pahelgaon, Patnitop, Katra, Gulmarg, Soonmarg

SUNDERBAN-3D/2N

Sudhannaya Khali, Sarak Khali, Natidhopani, Bay-of-Bengal

ANDRAPRADESH-8D/7N

Vizag 3N, Araku 1N, Hyderabad 3N

GOLDEN TRIANGLE- 8D/7N

Delhi: Delhi 3N, Rajasthan: Jaipur 2N, Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh: Agra 2N, Sikandara, Vrindavan, Mathura.

Assam & Meghalaya-6D/5N

Shillong 3N - Guwahati 2N

KUMAON-GARHWAL

Haridwar,Dehradun, Mussoorie, Nainital, Almora, Kausani, Ranikhet,Kedar Badri, Pattalbhubaneswar, Gangotri

Our services include Hotel Booking ,Air, Bus, Cruise Ticket Booking.Customized Weekend Tour

EXOTICA XPLORER PVT. LTD. 116/1A, Bidhan Sarani, Kol-4 (Shyambazar Bata)
www.exoticaexplorer.com
Ph.: 25300177/9239433481
Email : exoticaxplorer@gmail.com

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্য পরিচালিত

নৈনিতাল-মুসৌরী
8, 19/3, 19/4, 17, 24/5, 7/6

সিমলা-মানালী-চন্ডীগড়
8, 19/3, 19/4, 17, 24/5, 7/6

কাশ্মীর-বৈষ্ণদেবী
10, 20/3, 19/4, 18, 25, 31/5, 7/6

কিন্নর ভ্যালি
8, 19/3, 19/4, 17, 24/5, 7/6

অরুনাচল
19/4, 17, 24, 31/5

কেদারবদ্রী
18, 26/5, 8/6, 11/10

নেপাল
8, 19/3, 19/4, 17, 24, 31/5, 7/6

উত্তর ভারত
8, 19/3, 19/4, 17, 24/5, 7/6

ভাইজাগ আরাকু
20/1, 16/2, 19/3

EXCLUSIVE আন্দামান

60, Lenin Sarani, Kolkata
2227 1850, 9830612127

ব্রাঞ্চ অফিস
হলদিয়া - 9433015049
হরিপাল- 9748832964
কোন্নগর- 9051947828

citius adventures

MANAS SAROVAR (Via Nepal)
Group Departures -
07th May, 2013 / 14th May, 2013 / 19th May, 2013.
₹117000/- (Kathmandu to Kathmandu)
15 Nights 16 Days.

EVEREST BASE CAMP
Group Departures - 10th April, 2013
₹60200/-(Kathmandu to Kathmandu)
13 Nights 14 Days.

SANDAKPHU TREK
Group Departures - 19 January,2013.
₹13100/- (NJP to NJP).
5 Nights 6 Days.

DZONGRI & GOECHALA TREK
Group Departures - 14 April, 2013
₹30400/- (NJP to NJP).
10 Nights 11Days.

PAPSURA & DHARAMSURA BASE CAMP TREK
Group Departures - 1 June, 2013
₹26777/- (Manali to Manali)
09 Nights 10 Days.

PINDARI & KAFNI GLACIER TREK
Group Departures - 10 May,2013
₹15000/- (Kathgodam to Kathgodam)
09 Nights 10 Days.

125, Rashbehari Avenue. Kolkata - 29
email us at : adventures@citiusinfo.com
Contact us at +919874044084 I +919007176258

একনজরে ছয় ভ্রমণ

✓চেরাপুঞ্জি ✓টায়ডা ✓বোরং ✓কে গুডি ✓কোভালম ✓ম্যাকলয়েডগঞ্জ

	চেরাপুঞ্জি	টায়ডা	বোরং
কেন যাবেন	শিলং থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে মেঘালয়ের এক অনিন্দ্যসুন্দর গন্তব্য চেরাপুঞ্জি। উচ্চতা ৪,২৬৭ ফুট। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে চোখে পড়বে চেরি, পিচ আর ন্যাসপাতির বাগানের মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, পাথর আর কয়লার খাদান। শিলং থেকে রওনা হওয়ার প্রায় ৫০ মিনিট পর ঝুলন্ত লোহার ব্রিজ পেরিয়ে বাস যেখানে থামবে, সেখান থেকে মাওডক উপত্যকার শোভা অসাধারণ লাগে। সামনেই দেখবেন দুয়ানসিং সিয়েম ভিউ পয়েন্ট। চেরাপুঞ্জির অন্যান্য দ্রষ্টব্যগুলি হল নহকালিকাই ফলস, ইকো পার্ক, বাংলাদেশ ভিউ পয়েন্ট, মওসমাই গুহা, থাংখারাং পার্ক এবং নংগিথিয়াং ফলস।	বিশাখাপত্তনম থেকে ৭৫ কিলোমিটার দূরে পূর্বঘাট পর্বতমালার কোলে জঙ্গলে ঘেরা নিরালা টায়ডা। টায়ডার সম্পদ তার প্রকৃতি। টায়ডার উচ্চতা ১,৫২০ ফুট। টায়ডায় থেকে ঘুরে নিতে পারেন অনন্তগিরি পাহাড়, কোটিলিঙ্গালু এবং পাহাড়ের নীচে রেল টানেল। টায়ডায় থাকতে হবে জাঙ্গল বেলস নেচার ক্যাম্পে। ক্যাম্পের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে আরাকু যাওয়ার রাস্তা। বহু নীচে নজরে আসে পাহাড়ের পাকদণ্ডী ধরে এগিয়ে চলা কিরন্ডুল রেলপথ।	রাবংলা থেকে মাত্র ১৭ কিলোমিটার দূরে ৫,৮০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত বোরংয়ে শুধু রংবেরঙের পাখির আনাগোনা আর আকাশ জুড়ে নরসিং, সিম্ভো, পাণ্ডিম, কাবরু প্রভৃতি তুষারশৃঙ্গের অপরূপ শোভা। জঙ্গলে মোড়া নিস্তব্ধ পরিবেশে প্রকৃতি যেন উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে। রঙ্গিত নদীর তীরে উষ্ণ প্রস্রবণটি দেখতে হলে উতরাই পথে অনেকটা নেমে যেতে হবে। কাছাকাছির মধ্যে ঘুরে নিতে পারেন ওল্ড ও নিউ রালং মনাস্ট্রি, ভঞ্জন ভ্যালি, বারমেলি ব্রিজ, ফামতাম গ্রাম প্রভৃতি। রাবংলার ভিড় এড়িয়ে বোরংয়ে দু-একটা দিন নিরিবিলিতে কাটাতে দারুণ লাগবে।
কীভাবে যাবেন	কলকাতা থেকে বিমানে সরাসরি শিলং যাওয়া যায়। এছাড়া শিলং যেতে হলে প্রথমে ট্রেনে বা বিমানে গুয়াহাটি পৌঁছতে হবে। গুয়াহাটি থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে শিলং আসার জন্য মেঘালয় রাজ্য পরিবহণের বাস, প্রাইভেট গাড়ি ও শেয়ার ট্যাক্সি পাবেন। শিলং থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে চেরাপুঞ্জি। মেঘালয় পর্যটনের বাস এবং প্রাইভেট গাড়িও চলছে এপথে। চেরাপুঞ্জি বেড়াবার সবচেয়ে ভালো উপায় হল মেঘালয় পর্যটন দপ্তর আয়োজিত কন্ডাক্টেড ট্যুরে (☎০৩৬৪-২২২ ৬২২০) অংশ নেওয়া। ট্যুর হয় সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। ভাড়া জনপ্রতি ২২০-২৫০ টাকা।	হাওড়া থেকে বিশাখাপত্তনম হয়ে আরাকুর পথে টায়ডা পৌঁছতে পারেন। বিশাখাপত্তনম থেকে টায়ডার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার। আবার বিশাখাপত্তনম থেকে আরাকুগামী সমস্ত বাস টায়ডা হয়ে যাতায়াত করে। বাসে সময় লাগবে ঘণ্টা তিনেক। সরাসরি গাড়ি ভাড়া করে এলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে টায়ডা পৌঁছতে পারেন।	নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে বোরংয়ের দূরত্ব ১৪৭ কিলোমিটার। গাড়িতে সময় লাগবে ৫-৬ ঘণ্টা। পুরো গাড়ি নিলে ভাড়া পড়বে ৩,৫০০ টাকা। একটু কম খরচে আসতে চাইলে শিলিগুড়ি থেকে শেয়ার জিপে নামচি (ভাড়া মাথাপিছু ১২০ টাকা), নামচি থেকে রাবংলা (ভাড়া মাথাপিছু ৫০ টাকা), রাবংলা থেকে শেয়ার জিপে বোরং (ভাড়া মাথাপিছু ৪০-৫০ টাকা)। তবে রাবংলা অবধি যদি বাসে আসেন, সেক্ষেত্রে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার জন্য বোরংয়ের শেয়ার জিপ পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে পুরো গাড়ি ভাড়া করে বোরংয়ে আসতে হবে। বোরংয়ের সাইটসিয়িং-এর ক্ষেত্রে পুরো গাড়ি ভাড়া পড়বে ১,২০০ টাকা।
কোথায় থাকবেন	চেরাপুঞ্জিতে থাকার জন্য রয়েছে: চেরাপুঞ্জি হলিডে রিসর্ট (☎৩০৫৩-৩৯৭৪), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,১৩০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,২৫৫ টাকা এবং সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,৭৭৫ টাকা। কনিফেরাস রিসর্ট (☎৯৮৩১০-৭০৮২৮) দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০-১,৪০০ টাকা (ট্যাক্স অতিরিক্ত)।	অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের জাঙ্গল বেলস নেচার ক্যাম্প (☎২২৮১-৩৬৭৯), এ সি ইগলু কটেজ, নিউ ব্রিজ, উডেন কটেজের ভাড়া ২,৫০০ টাকা, এ সি উডেন কটেজ ২,০০০ টাকা, নন-এ সি লগহাউস এবং এরোকন-এর ভাড়া ১,২০০ টাকা। ট্যাক্স অতিরিক্ত। (সঙ্গে সাউথ ইন্ডিয়ান ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।	বোরং-এ খুব বেশি হোটেল নেই। হোটেল ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার রিট্রিট (☎৯৮৩০৭-০৫৫১২), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৫০০-২,০০০ টাকা। বোরং রিট্রিট (☎৯০৫১১-৬৬৫৬৩), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৪,৫০০ টাকা। এছাড়া ক্লাব ৮,০০০ মাউন্টেন রিসর্ট (☎৮১৪৫২-৯৪৯০০) থাকা খাওয়া নিয়ে দু'জনের একরাত্রির ভাড়া ৪,৫০০ টাকা এবং দু'রাত্রির ভাড়া ৮,৫০০ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ জানতে যোগাযোগ: মেঘালয় পর্যটন ১২০, শান্তিপল্লি, ইস্টার্ন বাইপাস, কলকাতা-৭০০ ০৪২ ☎২৪৪১-১৯৩৭, ২২৪১-২১৫৯	বিশদে জানতে যোগাযোগ: অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৩৬৭৯	বিশদ জানতে যোগাযোগ: সিকিম পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮

	কে গুডি অভয়ারণ্য	কোভালম	ম্যাকলয়েডগঞ্জ
কেন যাবেন	কর্নাটকের দক্ষিণ-পূর্বে তামিলনাড়ু সীমান্তে চামরাজনগর জেলায় ইয়েলান্দুর আর কোল্লেগাল তালুকে অবস্থিত বিলিগিরিরঙ্গনাথিট্টু বা বি আর হিলস পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে কে গুডি অভয়ারণ্য। পশ্চিমঘাট আর পূর্বঘাট পর্বতমালার সংযোগস্থল হওয়ার কারণে এখানে দুই অঞ্চলেরই উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী রয়েছে। ৩,৩০০ থেকে ৫,০০০ ফুট উঁচু এই পাহাড়ি অরণ্যে জিপ সাফারি বা ট্রেকিং একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। প্রচুর পশুপাখি থাকলেও গাছপালার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি হওয়ায় হঠাৎ নানাজাতের জীবজন্তুর দেখা পাওয়া বেশ রোমাঞ্চকর।	কেরালার ব্যস্ততম শহর তিরুবনন্তপুরম থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে কোভালম সাগরবেলা। তিনটি ধনুকাকৃতি বেলাভূমি—সমুদ্রবিচ, লাইটহাউস বিচ, হাওয়া বিচ নিয়ে কোভালমের বিস্তার। আরবসাগরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে নারকেল, তাল আর কলাগাছে ছাওয়া এই বেলাভূমিতে। বিচের ধারে সবুজে মোড়া টিলা। লাইটলাউস বিচের দক্ষিণপ্রান্তে কুরুমকল টিলার ওপর রয়েছে একটি সুউচ্চ বাতিঘর। এখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য অসাধারণ।	ধৌলাধার পর্বতমালার গা ছুঁয়ে বেড়ে ওঠা পাহাড়ি জনপদ ধরমশালা। লোয়ার ধরমশালা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপরে ম্যাকলয়েডগঞ্জ। এখানে তিব্বতি শরণার্থীদের বসবাস। তিব্বত থেকে এসে দলাইলামা প্রথম এখানেই আশ্রয় নেন। ম্যাকলয়েডগঞ্জ থেকে অটো বা গাড়ি ভাড়া করে দেখে নিন ভাগসুনাথ শিবমন্দির, সেন্ট জন চার্চ, ডাললেক, পাহাড়ি গ্রাম নাড্ডি। এই শহরেই রয়েছে দলাই লামার বুদ্ধমন্দির। এখান থেকে ৯ কিলোমিটার দূরের নরবুলিংকা মনাস্ট্রি ও মিউজিয়াম দেখার মতো। সেখান থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে তপোবন আশ্রম। ১৮ কিলোমিটার দূরে চামুণ্ডাদেবীর মন্দির। এই তিন দ্রষ্টব্য দেখতে গাড়িভাড়া পড়বে মোটামুটি ১,৬০০ টাকা।
কীভাবে যাবেন	নিকটতম রেলস্টেশন মহীশূর (৮৬ কিলোমিটার); নিকটতম বিমানবন্দর বেঙ্গালুরু (২০০ কিলোমিটার)। শহর থেকে গাড়ি ভাড়া করে আসাই সুবিধাজনক। ইয়েলান্দুর অথবা চামরাজনগর হয়ে যাওয়া যায়। মাইসোরের পর ভালো খাবার জায়গা পথে পড়ে না। কিছু কিছু জায়গায় রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। তাই চারচাকার ড্রাইভওলা গাড়ি নেওয়াই ভালো।	তিরুবনন্তপুরম থেকে কোভালমের দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। হরদম বাস, অটো যাচ্ছে এপথে। শালিমার থেকে সরাসরি তিরুবনন্তপুরম যায় ১৬৩২৪ শালিমার-ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস (মঙ্গল, রবি), ১২৬৬০ গুরুদেব এক্সপ্রেস (বুধ)। হাওড়া থেকে তিরুবনন্তপুরম যায় ১২৫১৬ গৌহাটি-ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেস (বৃহস্পতিবার)। এছাড়া চেন্নাই সেন্ট্রাল থেকে তিরুবনন্তপুরম আসার প্রচুর ট্রেন আছে।	হাওড়া থেকে ১২৩৩১ হিমগিরি এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনি) বা কলকাতা থেকে ১৩১৫১ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে চেপে নামুন চাক্কিব্যাঙ্ক। সেখান থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে পাঠানকোট। পাঠানকোট থেকে ধরমশালা (৯০ কিলোমিটার) যাওয়ার বাস ও গাড়ি পাবেন। লোয়ার ধরমশালা থেকে ম্যাকলয়েডগঞ্জের মধ্যে বাস ও শেয়ার গাড়ি চলছে।
কোথায় থাকবেন	কর্নাটক জাঙ্গল লজেস অ্যান্ড রিসর্টের কে গুডি ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প, ফ্যামিলি রুম জনপ্রতি ৪,০০০ টাকা, টেন্টেড কটেজ জনপ্রতি ৪,৫০০ টাকা, লগহাট জনপ্রতি ৫,৫০০ টাকা। থাকা-খাওয়া ছাড়াও জিপ সাফারি, জঙ্গলের প্রবেশমূল্য, পায়ে-হেঁটে পাখি দেখা ধরা রয়েছে এই খরচের মধ্যে। এখানে সর্বক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই। জেনারেটরের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়। ওয়েবসাইট: www.junglelodges.com	কোভালমে রয়েছে কেরালা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের হোটেল সমুদ্র (☎ ২৪৮১৪১২), এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৫,০৬০ টাকা, এ সি প্রিমিয়াম ঘরের ভাড়া ৮,৩০০ টাকা (সঙ্গে দু'জনের ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। ট্যাক্স অতিরিক্ত। প্রাইভেট হোটেল: রাহি হোম (☎ ২৪৮১৭২৬), ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা। গীত ইন্টারন্যাশনাল (☎ ২৪৭১৯৮৭), ভাড়া ২,৭৫০-৪,৫০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। আর্যনিবাস (☎ ২৩৩০৭৮৯), ভাড়া ৯৫৬-১৯২০ টাকা (ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।	ম্যাকলয়েডগঞ্জে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ ট্যুরিজমের হোটেল: ভাগসু (☎ ২২১০৯১), রেগুলার দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, সেমি-ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৮০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, সুপার-ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৫০০ টাকা, ভাগসু স্যুইটের ভাড়া ২,৮০০ টাকা। দ্য ক্লাব হাউস (☎ ২২০৮৩৪), সেমি-ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৭০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৯০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৩,২০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ১৫০ টাকা (স্পট বুকিং হয়)। প্রাইভেট হোটেল: হোটেল ট্রিউন্ড, জুকাসো প্যালেস, অনুপম রিসর্ট ভাড়া ১,৩০০-২,২০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪। সম্ভিয়ানা নিবাস (☎৯৮৭৪৩-৭৩৩৮০), ভাড়া ৯০০-১,০০০ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ জানতে যোগাযোগ: কর্নাটক পর্যটন ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর, খনিজ ভবন রেস কোর্স রোড ব্যাঙ্গালোর-৫৬০০০১ ☎(০৮০) ২২৩৫-২৯০১/২৩৮৪	বিশদ জানতে যোগাযোগ: কেরালা ট্যুরিজম ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিস ২২, চিন্ময় চ্যাটার্জি সরণি কলকাতা- ৭০০ ০৩৩ ☎ ৬৫৩৬-৭১৯০ তিরুবনন্তপুরমের এস টি ডি কোড: ০৪৭১।	বিশদ জানতে যোগাযোগ: হিমাচল প্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন নিগম ২ এইচ, ইলেক্ট্রনিক্স সেন্টার (২য় তল) ১/১ এ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭২, ☎২২১২-৬৩৬১/৯০৭২ ধরমশালার এস টি ডি কোড: ০১৮৯২।

বেড়িয়ে এসে

বকখালির সমুদ্রতটে আলো প্রয়োজন

পশ্চিমবঙ্গের একগুচ্ছ সাগরতটের মধ্যে বকখালি ভ্রমণপিপাসুদের সাধ্যের মধ্যে। স্বল্প খরচে, দুয়েকটা দিন মন হালকা করতে যাওয়া যেতেই পারে বকখালি। তাই এই বর্ষায় আমরা তিনবন্ধু বেরিয়ে পড়লাম বকখালির উদ্দেশে। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখা থেকে নামখানা লোকালে নামখানা স্টেশন। তারপর রিকশাভ্যানে ফেরিঘাট। ভুটভুটি নৌকাতে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদী টপকে ওপারে গেলেই অপেক্ষারত বকখালির বাস। বাসে ৪৫ মিনিট যাত্রাশেষে বকখালি। সেদিন দুপুরের খাওয়া সেরে হোটেলে বিশ্রামের পর বিকেলে বেরলাম সমুদ্রতটে। মেঘলা আকাশ, ভাটা চলছিল, মানুষজন ভাড়া করা চেয়ার পেতে সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। অল্প সময়ের মধ্যে সন্ধ্যা নামল। ছোট ছোট ঠেলাগাড়ির দোকান। তাতে মাছভাজা, মশলা-মুড়ি, ভেলপুরি ও আরও অনেক কিছু। দোকানগুলিতে একটা করে আলো ঝুলছে, ওই আলোতেই যেটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে। শুধু ঢেউয়ের আওয়াজই কানে আসছে, জলরাশির আর দেখা মিলছে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক দপ্তর কর্তৃক কয়েকটা বসার জায়গা চোখে পড়ল। কিছু আলোকস্তম্ভ যদি করা যায়, তাহলে দিঘার মতো মানুষজন রাতে সমুদ্রতীরে বসে সমুদ্র দেখেই সময় কাটাতে পারেন।

পরদিন বৃষ্টিভেজা ভোর। সদ্য ওঠা রামধনু দেখতে দেখতে সমুদ্রতীরে প্রবেশ করলাম। সদ্য জল সরে যাওয়া আয়নার মতো সাদা বালির তটে নীল-সাদা আকাশের ছায়া এক অদ্ভুত ছবি তৈরি করেছে। এরপর ঝাউবনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলা মা বিশালাক্ষীর মন্দিরের দিকে। যেতে যেতে চোখে পড়বে বাঁশপাতি, কাঠঠোকরা, শালিখ ও অন্যান্য পাখির ঝাঁক। এবার ঘুরে নেওয়া বনবিভাগের সংরক্ষিত একটি পার্ক, বেনফিস-ফ্রেজারগঞ্জ। সবশেষে হেনরি আইল্যান্ড। ওখানে গিয়ে পেলাম ম্যানগ্রোভের সংসার। ঝাঁটিগরান, মঠগরান, ধানিঘাস, কেওড়া, গর্জন, গেঁওয়া প্রভৃতি উদ্ভিদ আর কাদাতে শ্বাসমূল ও তার মাঝে মাঝে লাল ও হলুদ কাঁকড়া, মেনামাছ বা মাডস্কিপারদের চলাফেরা।

অরিন্দম সরকার

জয়নগর-মজিলপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বেড়িয়ে এসে

দক্ষিণ ভারতের চিঠি

পাঁচবছরের 'পুজোর ভ্রমণ গাইড' পড়ে, ম্যাপ সহ খরচ নিয়ে, পরিকল্পনা বানিয়ে চললাম দক্ষিণ ভারত পরিক্রমাতে। হাতে সময় কম। অর্থও সীমিত। তাই এই মুশকিল আসানে সবার চেয়ে এগিয়ে 'ভ্রমণ' পত্রিকা।

৩০ মে, ২০১২ সকাল ছটার ইন্ডিগো ধরে বেঙ্গালুরু ছুঁয়ে সওয়া দশটায় তিরুবনন্তপুরম। একপিঠের ভাড়া মাত্র ৩,৭৫০ টাকা। অনেক আগে টিকিট কাটা। সাড়ে এগারোটায় ইন্ডিকা নিলাম, দিনপ্রতি ১,৮০০ টাকা হিসেবে। নাগরকয়েল, পদ্মনাভস্বামী মন্দির দেখে কন্যাকুমারীর তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের এ সি দ্বিশয্যা ঘর ভাড়া নিলাম ১,৭০০ টাকায়। ব্যালকনি থেকে ত্রিবেণী সঙ্গমের উত্তাল সমুদ্র, বিবেকানন্দ রক, থিরুভায়ারুর মূর্তি, সূর্যাস্ত-সূর্যোদয়ের দৃশ্য অনবদ্য। ১ জুন থেকে ওখানে অফ সিজন রেটে ঘর পাওয়া যায়। পরপর দুটো তামিলনাড়ু ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ঘর ভাড়া নিলে তৃতীয় ঘরটিতে ভাড়ায় ছাড় পাওয়া যায়। উপরন্তু অফ সিজন ডিসকাউন্ট। ৩১ মে বিবেকানন্দ রক, গান্ধি মণ্ডপ, সুচীন্দ্রম মন্দির দেখলাম। গরম সেরকম নেই। ১ জুন রামেশ্বরম চললাম। মণ্ডপম হয়ে পম্বনব্রিজ অদ্ভুত সুন্দর। মান্নান উপসাগর পার হয়ে দ্বীপতীর্থে তামিলনাড়ু ট্যুরিজমের হোটেলে পৌঁছলাম। সাগরের পাড়ে এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা। ব্রেকফাস্ট ধরা আছে ভাড়ার সঙ্গে। পাশেই অগ্নিতীর্থম পাপনাশম। স্নান করে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গে পুজো দিলাম, কোনও পাণ্ডা ছাড়াই। ড্রাইভার সাহায্য করে। সন্ধে ছটার শেষ লঞ্চে সমুদ্রভ্রমণে যাই, টিকিট মাথাপিছু ৬০ টাকা। দূরেই রাবণরাজার দেশের তীরভূমি। এখান থেকেই সূর্যাস্ত দেখলাম। সারেং আন্দামানে বসবাসকারী বাঙালি। তিনিই গাইডের কাজ করেন। তাই বাংলা শুনতে কানে বেশ আরাম লাগে। পরদিন বিভীষণ মন্দির, হনুমান মন্দির, রামের চরণচিহ্ন দেখে ২ জুন মাদুরাইতে টি টি ডি সি-র হোটেল রামেশ্বরম থেকেই বুক করি। প্যালেস দেখে দুটো নাগাদ মাদুরাই হোটেলে ফিরলাম। বিকেলে মন্দির দর্শন ও কেনাকাটা। ৩ জুন সকালে চললাম বিখ্যাত পাহাড়ি শহর কোদাইকানালের উদ্দেশে। বাঁকের পর বাঁক পেরিয়ে তামিলনাড়ু ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের হোটেলে দিনপ্রতি ১,৭০০ টাকায় ঘর ভাড়া নিলাম। রাস্তা খুব ভালো। বেশ ঠান্ডা। বিকেলে চললাম লেক দেখে কুরিঞ্জি মাতার মন্দির দেখতে। এই কুরিঞ্জি ফুল নীল রঙের, ১২ বছর অন্তর ফোটে। পরদিন গন্তব্য সিলভার কাসকেড ফলস। লেক, ফুলের গার্ডেন দেখে মাদুরাই নেমে ভাইগাই নদীকে সঙ্গী করে চললাম মুন্নার। একমাত্র মাদুরাইতে গরম পেয়েছি। ভয়ঙ্কর পাহাড়ি বাঁক। সরু হেয়ারপিন বেন্ড, অনবরত।

আজ ৪ জুন। বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে যখন তখন। এক কিলোমিটার পাহাড়ের মাথায় ফুলের বাগানের মধ্যে Elysium garden resort-এ উঠলাম। ভাড়া দিনপ্রতি ৩,৩০০ টাকা, ব্রেকফাস্ট সমেত। একমাত্র মুন্নারে সরকারি হোটেল নয় কারণ মধ্যবিত্তের বাজেটের ঊর্ধ্বে ভাড়া। ব্যালকনি থেকে কুয়াশাঢাকা বৃষ্টিস্নাত মশলাবাগিচা ছাওয়া মুন্নারকে দেখে পাগল হতে হয়। বাগিচা সংলগ্ন আউটলেট থেকে দারচিনি, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, চা-পাতা, পোস্ত যাকে এরা খাস খাস বলে, আদা, জায়ফল, জয়িত্রি কিনলাম। এখানে আমিষ খাবার পাওয়া যায়। মাট্টুপট্টি ড্যাম দেখে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা মনে পড়ে। মানে মহিষদের গ্রাম। ৫ জুনও এখানে কাটালাম রূপে মুগ্ধ হয়ে। ৬ জুন পাহাড়ি জঙ্গলের পথে নেমে চললাম কোচির দিকে। বাঁকের পর বাঁক পার হয়ে নামা। ওঠার চেয়ে নামার রাস্তা তুলনামূলক অনেক ভালো। কোচি, এর্নাকুলাম যেতে পথে অসংখ্য খাঁড়ি পেরলাম, যা ব্রিজ দ্বারা যুক্ত। পথের মাঝে মাঝে আরবসাগরের সঙ্গে পলকের দেখা। খাড়িপথে ক্রুজ চলছে। আমরা চার্চ-মসজিদ সমৃদ্ধ কোচি দেখে এলাম আলেপ্পি। উঠলাম কেরালা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ট্যামারিন্ডে। প্রেসিডেন্সি স্যুইট, দিনপ্রতি ১,৪০০ টাকা (অফ-সিজন রেট)। বিকেলে চললাম বিচ দেখতে। শিবমন্দির, ক্রুজ দেখে রাতে হোটেলে ফিরলাম। আজ ৭ জুন বৃষ্টির মধ্যেই বেরলাম। বিচের ধারে সুন্দর স্ট্যাচু। দুপুর দুটো নাগাদ পৌঁছলাম ত্রিবান্দ্রম এয়ারপোর্টে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম এয়ারপোর্টে। কোনও রেস্টুরেন্ট নেই, এমনকি জলও পাওয়া যায় না। একটা ছোট দোকান থেকে কিসমিস, কাজুবাদাম, চিপস খেয়ে লাঞ্চ করলাম, সাড়ে চারটেয় ফ্লাইট ছাড়ল। বেঙ্গালুরু ছুঁয়ে কলকাতা বিমানবন্দর। ৭ জুন রাতে নিজের বাড়ি।

শ্যামলী সেনশর্মা

নন্দলাল বোস লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৩

বেড়িয়ে এসে

কল্যাণেশ্বরী ঘুরে, মাইথন

কলকাতা থেকে প্রায় পৌনে তিনশো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মা কল্যাণেশ্বরীর পবিত্র মন্দির। কথিত আছে, পুরাকালে দক্ষযজ্ঞের সময় পতির নিন্দা সইতে না পেরে সতী আত্মঘাতী হলে, দেবাদিদেব মহাদেব দেবী সতীর দেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে রত হন। তখন ত্রিভুবন রক্ষার্থে শ্রীহরি তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা দেবী সতীর দেহ একান্নটি টুকরো করে দেন। ক্রমে মহাদেবের রুদ্র রোষ শান্ত হয়। দেবীর এই একান্নটি দেহখণ্ড যে যে স্থানে পতিত হয়, কালক্রমে তা হয়ে ওঠে একান্ন মহাশক্তি পীঠ। যার একটি এই কল্যাণেশ্বরী মাতার মন্দির। লোকমতে দেবীর শাঁখা পড়েছিল এই স্থানে। কল্যাণেশ্বরী যেতে হলে প্রথমে হাওড়া থেকে কোলফিল্ড বা ব্ল্যাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস ধরে পৌঁছে যেতে হবে বরাকর। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত, ঝাড়খণ্ড সংলগ্ন এই শহর থেকে গাড়ি ভাড়া করে সোজা পৌঁছে গেলাম কল্যাণেশ্বরী। শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক মাহাত্যে নয়, বরাকর নদীর পাশে অবস্থিত এই স্থানের সৌন্দর্যও মন কাড়তে বাধ্য। আমাদের পরের গন্তব্য ছিল মাইথন। 'মাঁঈ কা থান' বা 'মায়ের স্থান'। বর্ধমান জেলা তথা

সারা বিশ্বের বিনোদন

খরচ ১ টাকারও কম

বাড়িতে রাখুন টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ার নতুন বাংলা দৈনিক 'এই সময়'।
দিনে এক টাকারও কম খরচে। দেশ-দুনিয়ার খবর, তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ, বিনোদন
ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলো - সব নিয়ে, ঝকঝকে রঙিন ব্রডশিট।
আজই যোগাযোগ করুন আপনার খবরের কাগজ বিক্রেতার সঙ্গে।
অথবা এস এম এস করুন 'ES' 58888 নম্বরে বা 033 3989 8090 নম্বরে ফোন করুন।

এই সময়
সংবাদপত্র

www.eisamay.indiatimes.com
facebook.com/eisamay.com

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শেষ প্রহরী কল্যাণেশ্বরী থেকে ঝাড়খণ্ডের দ্বারপাল মাইথনের দূরত্ব খুব বেশি নয়। গাড়িতে গেলে আধঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম এই মাইথন। জলাধারের তীরেই ভাড়া পাওয়া যায় বোট; যা ভাড়া করে পৌঁছে যাওয়া যায় আরণ্যক কোনও এক নির্জন দ্বীপে।

বাঁধের অপর পারে, যেখানে প্রবেশ নিষেধ দামোদরের, আপনি প্রবেশ করতে পারেন অবাধে। পাহাড় বেয়ে একদম নীচে বাঁধের কোলে পৌঁছে যাওয়ার মধ্যে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম ছেলেমানুষি এক অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ। একদম নীচে নেমে গেলে মনে হবে, এ যেন এক পার্বত্য নদীর অবিকল প্রতিচ্ছবি। এত সৌন্দর্য, এত ঐশ্বর্য প্রকৃতিদেবী উজাড় করে দিয়েছেন এখানে, যে একবার এসে পড়লে ফিরে যেতে সহজে মন চায় না।

ঘোরার ফাঁকে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিতে পারেন সবুজ দ্বীপের বুকে। পয়সা দিলে মাঝিরাই সব ব্যবস্থা করে দেবে। এখানে পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে গড়ে ওঠা সুসজ্জিত হোটেলে খাসির মাংস, ডাল, এঁচোরের তরকারি, ঝুরঝুরে আলুভাজা ও চাটনি সহযোগে আমাদের খাওয়াটাও মন্দ হল না। বলে রাখা ভালো, থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। তবে মাইথনে ঘুরতে যাওয়া প্রসঙ্গে দুটি কথা বলে রাখা ভালো। প্রথমত, মাইথন ও কল্যাণেশ্বরী ঘুরতে এসে চুটিয়ে আনন্দ করতে চাইলে সেরা সময় অবশ্যই শীতকাল। কারণ গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচণ্ড গরম, তাই না যাওয়াই শ্রেয়। এবং দ্বিতীয়ত, মাইথন ড্যামের ওপর থেকে বা ড্যামের ছবি তোলা কিন্তু কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

জিৎ মুখার্জি

১৩৫/১৬, ভুবনমোহন রায় রোড

বৈশালী পার্ক, বড়িষা, কলকাতা-৮

<u>বেড়িয়ে এসে</u>

অতীত ছুঁতে রাজনগরে

একদিন দলবল নিয়ে পৌঁছে গেলাম বীরভূম জেলার রাজনগরে। বক্রেশ্বর প্রায় সবাই চেনেন। কাছের দুবরাজপুরও কালে কালে কৌলীন্য লাভ করেছে। কিন্তু অদূরেই রাজনগর, যেখানে ইতিহাস পরতে পরতে থমকে আছে। বক্রেশ্বর থেকে মাইল আষ্টেক পশ্চিমে বাসে করে পৌঁছে গেলাম বীররাজার রাজধানী এই রাজনগরে। শোনা যায়, বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নামানুসারে লক্ষ্ণৌর, তা থেকে নাগর— কালে কালে সেটাই লোকমুখে রাজনগর হয়েছে। তবে সেসব আজ অতীত, রাজধানীও বিধ্বস্ত। জানা যায়, লক্ষ্মণ-পত্নী প্রেমে পড়েন পাঠানবংশীয় জোনেদ খানের। চক্রান্ত করে রাজাকে হত্যা করে জোনেদ সিংহাসনে আসীন হন। আজও রাজনগরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে মানুষের এই ক্রূর চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ইতিহাসে। প্রাচীনকালে রাজনগরে গড়ে ওঠে বর্গি ও ব্রিটিশ হানা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ৩২ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর, যা আজ লুপ্ত। প্রথমে আমরা গেলাম রাজনগর হাটতলার কাছে দীর্ণ দ্বিতল ইমামবাড়ার ধ্বংসাবশেষ দেখতে। সিরাজের কলকাতা জয়ের দুই নায়ক— আহম্মদ উল জমা খাঁ এবং মহম্মদ আলনকি খাঁ সমাহিত রয়েছেন এই স্থানে। ইমামবাড়ার পাশেই এক বিশাল মজে যাওয়া দিঘি। নাম কালিদহ। দিঘির মাঝামাঝি রয়েছে উড়িষ্যার রাজার রাঢ়বাংলা বিজয়ের স্মারকরূপে গড়া বিরাম নিকেতন। দেবী কালিকার মন্দিরটিও বিধ্বস্ত। ইটের পাঁজর হাঁ করে আছে সর্বত্র। সরকারি ঔদাসীন্য খুবই চোখে লাগে বাংলার এইসব দুর্লভ স্থাপত্যের ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলা দেখে। এখানে এসে শুনলাম, জোনেদ খান-ই দিঘির জল অপবিত্র করে কালিকামূর্তি ধ্বংস করে নির্মাণ করেন এক প্রাসাদ। তা-ও আজ প্রকৃতির কোপানলে বিনষ্ট।

ইমামবাড়া ছাড়িয়ে গেলাম রাজনগরের আরেক অতীত মতিচূড়া মসজিদে। হিন্দু-মুসলিম দ্বৈত স্থাপত্যশৈলীর অসাধারণ এই মসজিদটিও তার ধ্বংসের কাল গুনছে। পাঠান জায়গিরদার আসফ উল্লা খাঁ-র হাতে তৈরি হয় ছয় গম্বুজবিশিষ্ট, অভিনব অলঙ্করণে আবৃত এই মসজিদ।

রাজনগরের আরও ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত-লাগোয়া তাঁতলৈ উষ্ণ প্রস্রবণ। পথ গিয়েছে সিসিল ও কুঙ্গা খেতের মাঝ দিয়ে। এখানে সুন্দর প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ পরশ আমাদের মোহিত করল নিমেষে। মন থেকে কোথায় হারিয়ে গেল রাজনগরের কলঙ্কিত ইতিহাসের বিষসম জ্বালা। শুধু মনভোলানো তাঁতলৈ হৃদয় আচ্ছন্ন করে রাখল।

অভীক মুখার্জি

বেলঘরিয়া কে পি হাউসিং এস্টেট, কলকাতা-৫৬

ANIK UDYOG ANIK UDYOG ANIK UDYOG

ঘরে বসে সমুদ্র উপভোগ করুন

নিজস্ব হোটেল

হোটেল বঙ্গলক্ষ্মী-পুরী

ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, ইকোনমি

(A.C., Non A.C.)

এছাড়া হলিডে হোম ও গ্রুপ বুকিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

Kol. Cont.: 98317 83971

Puri Cont.: 09937649096

www.bangalaxmi.com

তৎসহ

কাশ্মীর, সিমলা, মানালি, সাংলা, কল্পা, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লি, অমৃতসর, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং তৎসহ সারা ভারতে হোটেল বুকিং।

-ঃ পরিচালনায়ঃ-

ANIK UDYOG

42B, Dhiren Dhar Sarani, Kolkata-12

2225-8816, 98317 83971

ANIK UDYOG ANIK UDYOG ANIK UDYOG

কন্টিনেন্টাল

172, Lenin Sarani, Kol-700 013.

Ph: 2212-7715/4090

Mobile: 98311 25446/98303 08705

সরকারি/বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর	সিকিম
পশ্চিমবঙ্গ	কুমায়ুন
রাজস্থান	মধ্যপ্রদেশ
কেরালা	মেঘালয়
অরুণাচল	গাড়োয়াল
হিমাচল প্রদেশ	তামিলনাড়ু
লে-লাদাখ	অন্ধ্রপ্রদেশ
ওড়িশা	অসম
দক্ষিণ ভারত	গুজরাট
উত্তরপ্রদেশ	মহারাষ্ট্র-গোয়া

এইসব রাজ্য ছাড়া সারা ভারতে এবং নেপাল ও ভুটানের যে-কোনও স্থানের যে-কোনও বাজেটের সরকারি ও বেসরকারি হোটেল ও গাড়ি বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন।

Online Booking available

www.continentaltravels.co.in

-: Branch :-

Lalbazar-9831125446

Gariahat-9830111999 Kasba-2415 0032

Jadavpur-9883205816 Belghoria-8420057891

Kolkhali-9830020359 Naihati-9874763053

Kalyani-9433351219 Budge Budge-9831735373

Kalna-9932252423 Durgapur-9851105701

Jamshedpur-9835183717 Raigunge-9434120910

Siliguri-9836006067 Jalpaiguri-9800311833

GLACIER TRAVELS Govt. Regd.

SUDIPTA : 9432014650/9331613734

GOUTAM : 9433305726

প্রতিদিন ফ্যামিলি প্যাকেজ/হোটেল ও গাড়ি

OLD SILK ROUTE & GURUDONGMAR

সিলারি, রেশি, আরিটার, জুলুক, থাম্বি, নাথাং, এলিফ্যান্ট লেক, কুপুপ, গ্যাংটক, ইয়ুমথাং, গুরুদোংমার

NEPAL

কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট, লুম্বিনি, মুক্তিনাথ (By Road/Air)

PRISTINE SIKKIM

ওখরে, বার্সে, হিলে, রিনচেনপং, উত্তরে, কালুক, হি, বারমিওক

DOOARS

গরুমারা, জলদাপাড়া, সামসিং, সুনতালেখোলা, ঝালং, বিন্দু, বক্সা, জয়ন্তী, চিলাপাতা

BHUTAN

থিম্পু, পারো, পুনাখা, বুমথাং

KASHMIR

জম্মু, শ্রীনগর, শোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, কাটরা

GOA ASSAM MANAS

Hotel Booking: দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, নৈনিতাল, রানিক্ষেত, কৌশানি, হরিদ্বার, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর, বিকানির, পুষ্কর, মাঃ আবু, জয়সলমির, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর সহ সমগ্র ভারত

286, B.B.Ganguly Street, 1st Floor, Kolkata-700 012

glacier_travel@yahoo.co.in

www.glaciertravels.com

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

স্টল নং ৩৫৬

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। ₹১২০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা। ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য। ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় মুদ্রণ। ₹১০০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ**
দাম ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

কাজের বই
কোন মেশিনে কী ব্যবসা
শুধু মেশিন চিনে, মেশিন কিনে ব্যবসা করুন। কোন মেশিনে কী ব্যবসা, কীভাবে কী করবেন, কোন মেশিন কোথায় পাবেন, কত দাম ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৪০

বাংলা সমাস
শিশিরকুমার আচার্য
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অপরিহার্য। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই
তুতুল ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি। ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর
খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা ₹১৮

পবিত্র সরকারের
কথামালা : ছড়ায় ঢালা ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ। ₹৪৫
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত। ₹১৫
ঋষিকুমার ₹২০
পাখির খাতা ₹৪০
আমার বনবাস ₹১২
তালগাছের ডোঙা ₹২০
হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা
বোর্ড বাঁধাই। ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে
বোর্ড বাঁধাই। ₹৩০
নিমফুলের মধু
গল্পসংকলন। ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
২১ জন কবির ৪০টি বিখ্যাত কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। ₹১৫০

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গের স্বর্গরাজ্যে

লেখা ও ছবি: জয়দীপ সরকার

বালাসন নদী, দুধিয়া

লেপচাজগৎ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা

নিরালা লেপচাজগৎ, অচেনা চটকপুর, নদীর ধারের দুধিয়া আর চিরচেনা দার্জিলিং-কার্শিয়াং নিয়ে উত্তরবঙ্গের এই সফর। চটকপুরের বনবাংলো থেকে সূর্যোদয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ভোলা যাবে না অনেকদিন।

দুর্গাপুজোর ঠিক পরেই সপরিবারে রওনা হলাম উত্তরবঙ্গের পথে। নিউ জলপাইগুড়িতে ভোরবেলা ট্রেন থেকে নেমেই উঠে পড়লাম গাড়িতে। সুকনার জঙ্গল পেরিয়ে পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরে মাত্র দু'ঘণ্টায় পৌঁছলাম কার্শিয়াং। কার্শিয়াঙের ঘিঞ্জি বাজারের পথকে পাশ কাটিয়ে উঠে এলাম রাজ্য পর্যটনের ট্যুরিস্ট লজে।

নিরিবিলি পরিবেশে এই লজের প্রতিটি ঘরের সংলগ্ন ঝুলবারান্দা থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। গরমজলে চটপট স্নান সেরে চলে এলাম লজের কাচঘেরা সুদৃশ্য রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁর ভেতরে পিঠে রোদ লাগিয়ে প্রাতরাশ সারতে সারতেই চোখে পড়ে দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘা। একটু বিশ্রাম নিয়ে, পায়ে-পায়ে এগিয়ে চললাম ১ কিলোমিটার দূরে ঈগলক্র্যাগ-এর পথে। ট্যুরিস্ট লজ থেকে বাজার ও স্টেশনচত্বর পেরিয়ে মাত্র আধঘণ্টায় পৌঁছলাম ঈগলক্র্যাগ-এর ভিউপয়েন্টে। এখান থেকে নীল আকাশের নীচে কার্শিয়াং পাহাড়ের গায়ে একদিকে বিছিয়ে থাকা রংচঙে শহর, অন্যদিকে নানা উচ্চতার পাহাড়ের সঙ্গে অজস্র নদী উপত্যকার মেলবন্ধনের দৃশ্য অসামান্য। এ পথেই ফেরার সময় দেখলাম রামকৃষ্ণ মিশন।

পরদিন সকালে গাড়িতে চলে গেলাম শিলিগুড়ির দিকে ২ কিলোমিটার দূরে গিদ্দা পাহাড়ে। বেশ কিছুক্ষণ পাহাড়ের ঢালে ঢেউ তোলা চা-বাগানের দৃশ্য দেখে এবার চললাম দার্জিলিংয়ের দিকে।

পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে আমাদের পথসঙ্গী হল কার্শিয়াং থেকে সদ্য ছেড়ে আসা টয়ট্রেন। সোনাদা, ঘুম পেরিয়ে, দার্জিলিং শহরের যানজট পেরিয়ে ম্যলের কাছাকাছি

চটকপুরে পর্যটকাবাস

ঘুমে টয়ট্রেন

হোটেলে পৌঁছতে বেলা একটা বেজে গেল। দুপুরের খাওয়া শেষ করে বিশ্রাম নিতে নিতেই পড়ে এল বেলা। সন্ধ্যায় চলে এলাম ম্যলে। আলো-ঝলমলে ম্যলকে ঘিরে প্রতিটি রাস্তার ধারে দোকান আর রেস্তোরাঁয় পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় যেন কলকাতার দুর্গাপুজোকেও হার মানায়।

পরদিন সকালে গাড়ি ভাড়া করে একবেলার সফরে দেখে নিলাম বিরলপ্রজাতির স্নো লেপার্ড আর ব্ল্যাক প্যান্থার সহ হিমালয়ের নানা প্রজাতির পশুপাখিতে সমৃদ্ধ পদ্মজা নাইডু চিড়িয়াখানা, মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউট, তেনজিং নোরগে রক, হ্যাপি ভ্যালি টি গার্ডেন, দার্জিলিং-রঙ্গিত ভ্যালি রোপওয়ে, এবং জাপানিজ টেম্পল ও পিস প্যাগোডার অসাধারণ বুদ্ধমূর্তি।

পরদিন ভোরে ম্যলের কাছে মহাকাল মন্দিরের পথ ধরে পৌঁছলাম ভিউপয়েন্টে। আকাশ পরিষ্কার থাকায় এখান থেকে একইসঙ্গে সূর্যোদয় এবং দিগন্তজোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন করে ফিরে এলাম হোটেলে। প্রাতরাশ সেরে ম্যলের নীচেই চকবাজারের ফোকর গলে পাহাড়ি গলিপথ ধরে পদব্রজে পৌঁছে গেলাম বিখ্যাত লয়েড বটানিক্যাল গার্ডেনে। পাহাড়ের ধাপে ধাপে সুসজ্জিত এই উদ্ভিদ-উদ্যান জুড়ে নানা প্রজাতির মস, ফার্ন, হিমালয়ের নানান ওষধি গুল্ম ও কনিফার, দুর্লভ প্রজাতির উদ্ভিদ গিংকগো বাইলোবার সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য। গোটা উদ্ভিদ-উদ্যানে অর্কিড সহ অজস্র মরশুমি ফুলের মেলা। ঘণ্টাদুয়েক এখানে কাটিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে।

পরদিন সকালে দার্জিলিং স্টেশন থেকে টয়ট্রেনে চেপে বাতাসিয়া লুপ হয়ে মাত্র আধঘণ্টায় পৌঁছলাম ঘুম। ঘুম থেকে গাড়ি ভাড়া করে সুখিয়াপোখরির পথে মাত্র ৭ কিলোমিটার এগোতেই পথের বাঁদিকে লেপচাজগৎ লেখা বনবিভাগের নিশানা। সেই বনপথ ধরে সামান্য এগোতেই পৌঁছলাম লেপচাজগৎ বনবাংলোয়।

অজস্র রডোডেনড্রন গাছে ঘেরা এই বনবাংলো। মূল রাস্তা থেকে বনবাংলোর পথটুকু ভারি সুন্দর। একদিকে পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে ধূপিবন, অন্যদিকে শুধুই রডোডেনড্রন আর সিলভার ফার। রডোডেনড্রনের শাখায় শাখায় কুঁড়ি এসেছে। গোটা শীতকালটা শিশির, কুয়াশা আর হিমের পরশে পুষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে গ্রীষ্মের শুরুতে।

বাংলোর আঙিনা পেরিয়ে দোতলায় উঠেই মন ভরে গেল। পেল্লায় আকারের সোফা, টেলিভিশন, ফায়ার প্লেস দিয়ে সাজানো বিরাট ড্রয়িংরুম-সংলগ্ন তিনটে ঘর। ঘরের সঙ্গে পৃথক একফালি বৈঠকখানা। এখানে বসেই সূর্যোদয় দেখা যাবে জানলা দিয়ে। কাঠ-কার্পেট দিয়ে সুসজ্জিত ঘরে ফায়ার প্লেস। পর্দা সরালেই বিছানায় বসে দেওয়াল-জোড়া কাচের জানলা দিয়ে দেখা যায় সবুজ পাহাড়ের মাথায় দিগন্তজোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা।

দুপুরে বনবাংলোর ক্যান্টিনে সুগন্ধি চালের ভাত, ডাল, আলুভাজা, ডিমের ঝোল দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে ছাদে উঠে রোদে বসে থাকি। পড়ন্ত বেলায় সারিবদ্ধ ধূপিবনে আলোছায়ার খেলা দেখে সময় কেটে গেল।

অনেক রাতে কনকনে ঠান্ডায় এখান থেকেই আকাশে কোজাগরি চাঁদ আর শুকতারার সঙ্গে পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে থাকা দূরের দার্জিলিং শহরের আলোর রোশনাই দেখা এক অনন্য প্রাপ্তি।

ভোর পাঁচটায় উঠে আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে মুড়ে উঠে এলাম ছাদে। অন্ধকার সামান্য ফিকে হতেই পশ্চিমের আকাশে শুকতারাকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রাস্ত এবং পুব আকাশের ছেঁড়া মেঘের গায়ে রং ধরিয়ে সূর্য ওঠার দৃশ্য আমাদের হৃদয় ভরিয়ে দিল। একটু পরেই এই দু'য়ের মাঝে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রমে ধূসর থেকে তামাটে, তামাটে থেকে লাল, লাল থেকে সোনালি হয়ে শেষমেশ শুভ্রসাজে সেজে দাঁড়িয়ে পড়ল ঝকঝকে নীল আকাশের গায়ে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক সাদা মেঘের দল অনেক নীচ থেকে উঠে এসে কুম্ভকর্ণ আর কাবরুর মাঝের খাঁজটুকু দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যেতে লাগল ওপারে।

বিকেলে সুখিয়ার দিকে অরণ্যেঘেরা লেপচার গ্রাম্যপথে একটু ঘুরে এলাম। রাতে গরম গরম খিচুড়ি, ডিমভাজা, পাঁপড়ভাজা দিয়ে নৈশভোজ সারা হল।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল অজস্র পাখির ডাকে। দেখি নীচের বাগানে কেয়ারটেকারের ছুড়ে দেওয়া পাঁউরুটি আর বিস্কুট খেতে এসেছে বেশ বড় দুটো ইয়োলো বিল্ড ব্লু ম্যাগপাই। যেমন তাদের সুরেলা কণ্ঠ তেমনি কমলা ঠোঁট আর নীল লেজের বাহার। রডোডেনড্রনের পাতার আড়ালে আড়ালে অন্যান্য পাখিদের ওড়াওড়ি আর ডাকাডাকি চলতেই থাকল। কেয়ারটেকার বিজয় তামাং জানালেন, গরমে রডোডেনড্রনের ফুলে মধু খেতে আসে অজস্র পোকামাকড় আর পোকামাকড়ের লোভে হাজির হয় অজস্র পাখি।

ওই দিনই প্রাতরাশ শেষ করে রওনা হলাম চটকপুরের পথে। আবার ঘুম হয়ে সোনাদা এসে, সেখান থেকে পোস্ট অফিসের পাশে বোল্ডার ফেলা এবড়োখেবড়ো শর্টকাট সঙ্কীর্ণ চড়াই পথে গাড়ি উঠতে লাগল দুলকি চালে। সোনাদা বাজারের কাছে দিলারাম থেকে মূল রাস্তা ধরে চটকপুর পৌঁছতে সময় বেশি লাগে বলেই ড্রাইভার চটজলদি এই পথ ধরল। প্রায় ১৭ কিলোমিটার পথের মাঝের কিছু অংশ ছাড়া বাকি পথ খুবই খারাপ। তবে এই যাত্রাপথের সৌন্দর্য অসাধারণ। শুধুই পাইন বনের মধ্য দিয়ে উঠছি তো উঠছি। ঠান্ডার প্রকোপও বাড়তে লাগল। কিছু পরেই আমরা প্রবেশ করলাম সিঞ্চল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারির মধ্যে। ফরেস্ট চেকপোস্ট পেরিয়ে ঢুকলাম চটকপুরের সীমানায়। প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতায় এই অ্যালপাইন বনের মাঝেই বাঁধাকপি, পালং, ধনেপাতা, মুলোর ধাপচাষ আর অজস্র ওষধি লতাগুল্ম ও অর্কিড সহ অন্যান্য ফুলের সৌন্দর্যে নজরকাড়া চটকপুর ইকো ভিলেজ রিসর্ট।

চার-ঘরের দুটি মাত্র কটেজ পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতা থেকে দারুণ দেখায়। কটেজের গেটের সামনে দাঁড়ালেই দেখা যায় দিগন্তবিস্তৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা। কটেজের বিপরীতে ডাইনিং হল, পাশে সুদৃশ্য ছাতার তলায় বসার ভালো ব্যবস্থা। কটেজ তৈরি হয়েছে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে। ভেতরে বেতের শয্যা। গিজার, রুমহিটার, লেপ-কম্বল কোনওটারই অভাব নেই। সন্ধ্যায় পাশের ঘরের পর্যটক-পরিবারের সঙ্গে গরম চা-পকোড়ার আড্ডায় বসে কেয়ারটেকার বিনোদ রাইয়ের কাছে একপোখরিতে জল খেতে আসা চিতাবাঘ দেখতে যাওয়ার প্রস্তাব পেলাম। তবে সঙ্গে কচিকাঁচার দল থাকায় ঠিক হল পরদিন সকালে যাওয়া হবে। রাতে চটকপুরের তাপমাত্রা নামল চার ডিগ্রিতে। গরমগরম ভাত আর মুরগির মাংস দিয়ে নৈশভোজের পর্ব চুকিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোর পাঁচটায় উঠে হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় কটেজের পিছনের পায়ে-চলা পথ বেয়ে উঠতে থাকি। গ্রামের ভেতর দিয়ে পাথরের সিঁড়ি ভেঙে এগিয়ে যাই ভিউপয়েন্টের দিকে। প্রায় আধঘণ্টায় পৌঁছলাম ভিউপয়েন্টে। ওপরে উঠে মনে হল হাত বাড়ালেই যেন অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তার সঙ্গীসাথিদেরও ধরা যাবে সহজেই। পুব আকাশে শুরু হল রঙের খেলা। অন্যদিকে রং ধরতে লাগল বরফে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য পাহাড়ের মাথায় মাথায়। এই সাজবদলের খেলা দেখতে দেখতে মনে হল দার্জিলিং থেকে রাতদুপুরে ঘুম চোখে উঠে ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়ার দিন সত্যিই শেষ। চটকপুরে বনবিভাগের এই নতুন পর্যটক আবাসই এখন টাইগার হিলের মনোরম বিকল্প।

ফিরে এসে সুস্বাদু প্রাতরাশ সেরে বিনোদ রাইকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে সিঞ্চলের পায়ে চলা অরণ্যপথ ধরে চললাম পোখরির দিকে। প্রায় আধঘণ্টায় আঁকাবাঁকা, হালকা চরাই-উতরাই পথ ভেঙে পৌঁছলাম পোখরির কাছে। পোখরির নীলজলে পাহাড় সহ অরণ্যপ্রকৃতির অপূর্ব প্রতিফলন। পাড়ের কাদায় চিতাবাঘের টাটকা পায়ের ছাপ দেখালেন বিনোদজি। বিস্তীর্ণ এই অভয়ারণ্যে এটাই বন্যপ্রাণীদের একমাত্র জল খেতে আসার জায়গা। এই পোখরিতেই আছে লুপ্তপ্রায় বিরলপ্রজাতির স্যালামান্ডার।

একমাত্র গরমের সময় এদের দেখা মেলে। এদের সংরক্ষণ করতেই পোখরির মাঝে পড়ে থাকা বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ওপর ও পোখরির চারপাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে নানা রঙের পতাকা। পাশেই ছোট এক দেবস্থানে পুজোর ব্যবস্থা। এভাবেই এখানকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠী অরণ্য ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ করে চলেছে।

একটু পরেই গাড়িতে রওনা হলাম সুখিয়া হয়ে মিরিকের দিকে। একটা দিন মিরিকে থেকে পরদিন দুধিয়াতে পৌঁছলাম। সেখানে বালাসন নদীর উপত্যকায় নেমে জলে পা ভিজিয়ে ঘন্টাখানেক ধরে পাথরে পাথরে ধাক্কা খাওয়া ফেনায়িত আঁকাবাঁকা জলধারার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে ফিরে চললাম শিলিগুড়ির দিকে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া ও শিয়ালদহ থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যায় ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল, ১২৩৭৭ পদাতিক এক্সপ্রেস, ১৩১৪১ তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস, ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছাড়াও বিভিন্ন ট্রেন। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে প্রত্যেকটা জায়গায় যাওয়ার জন্য স্টেশন চত্বর থেকেই গাড়ি পাবেন। যথেষ্ট দরাদরিও চলে। এই সফরে যাঁরা যাবেন তাঁদের পক্ষে কার্শিয়াং হয়ে সোনাদা পৌঁছে সেখান থেকে চটকপুর ঘুরে দার্জিলিং, দার্জিলিং থেকে ঘুম হয়ে লেপচাজগৎ এবং সেখান থেকে মিরিক ও দুধিয়া হয়ে শিলিগুড়ি ফেরা সুবিধাজনক হবে। যে গাড়িতে চটকপুর পৌঁছবেন ফেরার জন্য সেই গাড়ির সঙ্গে পাকা কথা বলে রাখবেন।

গাড়িভাড়া

গাড়ির ড্রপিং চার্জ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কার্শিয়াং— ১,২০০-১,৫০০ টাকা, কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং একই চার্জ। দার্জিলিং থেকে ঘুম এবং ঘুম থেকে লেপচাজগৎ প্রতিক্ষেত্রেই ড্রপিং ৩০০ টাকা করে। ম্যল থেকে দার্জিলিং স্টেশন পর্যন্ত গাড়িতে ড্রপিং চার্জ ১০০-১৫০ টাকা। লেপচাজগৎ থেকে চটকপুর ড্রপিং ১,৪০০ টাকা। ঘুম থেকে চটকপুর ১,২০০ টাকা, সোনাদা থেকে চটকপুর ড্রপিং ৭০০-৮০০ টাকা। জোড়বাংলো থেকে গাড়িতে খরচ ১,২০০-১,৪০০ টাকা। এছাড়া নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি থেকে সরাসরি গাড়ি ভাড়া করে চটকপুর আসতে গাড়িভাড়া পড়বে মোটামুটি ২,৮০০-৩০০০ টাকা। চটকপুর থেকে মিরিক ২,০০০-২,২০০ টাকা এবং মিরিক থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ১,৪০০-১,৬০০ টাকা।

কয়েকজন নির্ভরযোগ্য গাড়িচালক: দার্জিলিংয়ে পুছু (☎৯৭৩৩০-০৫০৩৯), ঘুম থেকে লেপচাজগৎ যাওয়ার জন্য মনীশ (☎৯৮০০৪-৬৩১৩৮), সোনাদা থেকে চটকপুর— অশোক (☎৯০৯৩৭-১০৯১২) মিরিক থেকে নিউ জলপাইগুড়ি— ইনর (☎৯৫৯৩২-৪৩৭৬৭) এবং নিউ জলপাইগুড়ি থেকে কার্শিয়াং, দার্জিলিং, কালিম্পং যাওয়ার জন্য রাজেশ (☎৯৮৩২৩-৮০০২৩)।

হাতে সময় থাকলে

লেপচাজগৎ যাওয়ার পথে ঘুম থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার এগিয়ে ঘুমভঞ্জনের তিনমাথার মোড়ে ফরেস্ট অফিসের পাশের পথ ধরে গাড়িতে কিছুটা গিয়ে 'হিমা ফলস' দেখে নিতে পারেন এবং ফরেস্ট অফিসের বিপরীতে পাহাড়ের ঢালে হিমালয়ের নানা প্রজাতির ওষধি উদ্ভিদের বাগানও ঘুরে দেখতে পারেন। এছাড়াও লেপচাজগৎ থেকে মিরিকের দিকে আসার সময় একটু সময় নিয়ে জোড়পোখরিও দেখে নিতে পারেন। চটকপুর থেকে গাড়ি নিয়ে মংপুর সিঙ্কোনা প্ল্যান্টেশন সহ অন্যান্য দ্রষ্টব্য এবং জোড়বাংলো ঘুরে নেওয়া যায়।

কোথায় থাকবেন

কার্শিয়াঙে থাকার জন্য রয়েছে রাজ্য পর্যটনের **ট্যুরিস্ট লজ** (☎৪৪০১-২৬৫৯/২৬৬০)। দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,০২০-১,২৭৫ টাকা। ওয়েবসাইট: www.westbengaltourism.gov.in প্রাইভেট হোটেল: **কোচরাল প্যালেস** (☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮) সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,৩৮০ টাকা, ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,৭৪৮ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৫,৩২৬ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে), ট্যাক্স অতিরিক্ত। **হোয়াইট অর্কিড** (☎৯৭৪৮১-১৪৬৬৭) এখানে একটি বাংলোতে তিনটি দ্বিশয্যার ঘর আছে। ভাড়া ৩,০০০ টাকা। হোটেল **মোহপাল** (☎০৩৫৪-২৩৪৪৬৫১, ২৩৪৪৩৫১)-এ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা।

দার্জিলিংয়ে রয়েছে রাজ্য পর্যটনের **ট্যুরিস্ট লজ**। মেন বিল্ডিংয়ে ভাড়া ১,৫৩০-২,১২৫ টাকা। অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে ভাড়া ৭৬৫-৮৫০ টাকা। ওয়েবসাইট: www.westbengaltourism.gov.in

এছাড়াও রয়েছে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের **ট্যুরিস্ট লজ** (☎৯৯৩৩৭-৯৯৩৮১) দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৯৭৫ টাকা, চারশয্যাঘরের ভাড়া ৫২৫ টাকা (মার্চ মাস থেকে ভাড়া বাড়বে)।

প্রাইভেট হোটেল: **দার্জিলিং প্যালেস** (☎৯৭৩৩০-৬৪৩৩৪) ভাড়া ২,০০০-৩,০০০ টাকা। **জোডিয়াক**, ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা। **ফেয়ার মন্ট**, ভাড়া ১,৬৫০-২,৪৫০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩১০-৭০৮২৮। **আনন্দম**, (☎২২১২-৭৩০১) ভাড়া ৬৫০-১,০৫০ টাকা। **অ্যালপাইন**, ভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। **রক ভিল**, ভাড়া ১,৪০০-২,০০০ টাকা। **সোনাল**, ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩০১-৮৯৭৭৮। **মনোকামনা**, ভাড়া ১,০০০-১,৮০০ টাকা। **মোহিত**, ভাড়া ২,৫০০-৩,৫০০ টাকা। **সানফ্লাওয়ার**, ভাড়া ২,০০০-৪,৫০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৪৩৩৮-১৩৬৭৮। **সোনালি** (☎৯৪৩৪০-৪৭৩৩৬) ভাড়া ৮০০-১,৬০০ টাকা।

লেপচাজগতে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগমের **বনবাংলো** (☎২২৩৭-০০৬০/৬১)। এখানে ক্যামেলিয়া স্যুইট, মঙ্গোলিয়া স্যুইটের ভাড়া ১,০০০ টাকা। মাইকেলা স্যুইট, স্যুইট নম্বর ২-এর ভাড়া ১,৪০০ টাকা। স্যুইট নম্বর ১-এর ভাড়া ১,৫০০ টাকা। চারশয্যার ডর্মিটরি ১,০০০ টাকা। ওয়েবসাইট: www.wbfdc.com

চটকপুরে থাকার জন্য রয়েছে **চটকপুর ইকো ভিলেজ রিসর্ট** (☎৯৪৩৪০-৭২৫৫২, ০৩৫৩-২৫২০৪৯২)। এখানে থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের খরচ ৩,৩০০ টাকা প্রতিদিন এবং তিনজনের ৪,১৮০ টাকা প্রতিদিন। এছাড়া হোম-স্টে পদ্ধতিতেও থাকা যেতে পারে। থাকা-খাওয়া এবং জঙ্গলের এন্ট্রি ফি নিয়ে মাথাপিছু খরচ ১,১৫০ টাকা।

বাঙালি খাবার

ম্যলের কাছে হোটেল পাইনরিজ-এর দোতলার রেস্তোরাঁয় এবং তার ঠিক বিপরীতে শাংগ্রিলায় খাবারের দাম বেশি হলেও খাবারের মান অত্যন্ত ভালো। সস্তায় বাঙালি খাবার মাছ, ভাত, শুক্তো, আলুপোস্ত, মোচার ঘণ্ট, মুড়িঘণ্ট খেতে হলে ম্যল থেকে ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে জাকির হোসেন রোডের হোটেল সোনালিতে যাবেন।

মনে রাখবেন

দার্জিলিংয়ে একবেলা মিক্সড পয়েন্ট সফরের চার্জ ১,২০০-১,৫০০ টাকা। রোপওয়ে চড়তে গেলে ওয়েটিং চার্জ ২০০ টাকা অতিরিক্ত। দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় প্রবেশমূল্য জনপ্রতি ২০ টাকা। বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে। বাতাসিয়া লুপ পৃথকভাবে দেখতে হলে প্রবেশমূল্য ৫ টাকা। বটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিদিন খোলা থাকে। প্রবেশমূল্য নেই। দার্জিলিং চিড়িয়াখানা ও বটানিক্যাল গার্ডেনে কোনও প্লাস্টিকের প্যাকেট ও খাবারের প্যাকেট নিয়ে ঢুকবেন না বা ফেলবেন না।

লেপচাজগৎ ও চটকপুরের বনবাংলোয় থাকতে হলে ঘুম বা সোনাদা বাজার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ পানীয় জল, ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে যাবেন, চটকপুরে কোনও দোকান নেই।

নন্দাদেবী

পাখির খোঁজে কুমায়ুনে

লেখা : মিতা দত্ত ছবি : পিনাক দত্ত

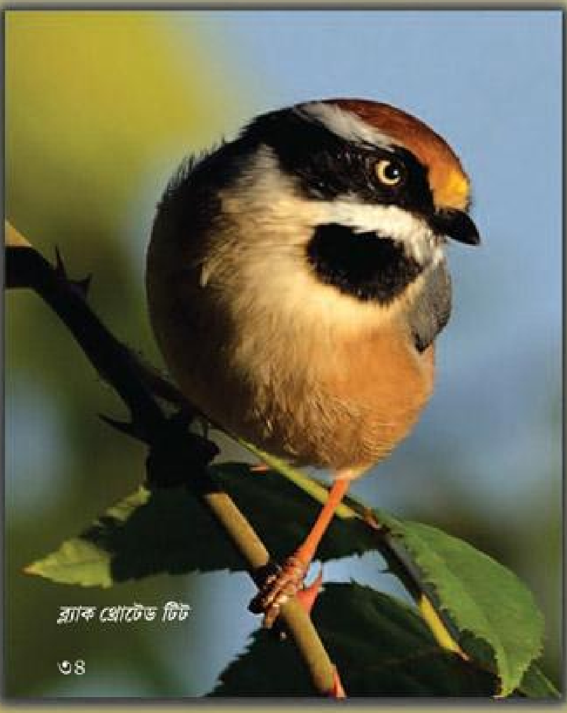

ব্ল্যাক থ্রোটেড টিট

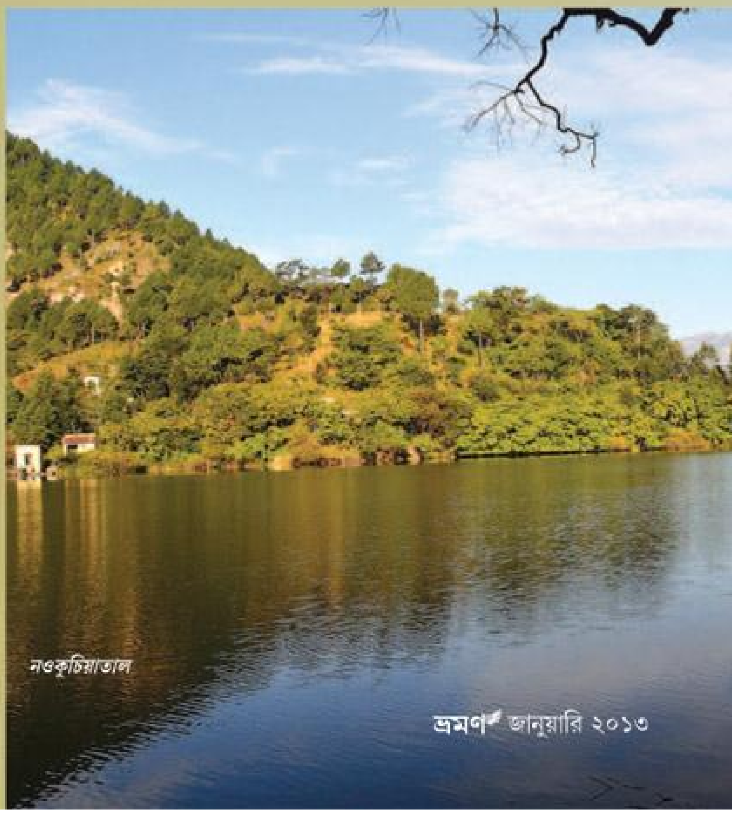

নওকুচিয়াতাল

রেড বিলড ব্লু ম্যাগপাই

কুমায়ুনে এবার যে প্রথমবার এলাম তা নয়— আগে এসে যে জায়গাগুলো ছুঁয়ে গিয়েছি আর তাতেই ভালোবেসে ফেলেছি, সে জায়গাগুলো প্রাণভরে উপভোগ করব বলে এবারে আবার কুমায়ুনে আগমন। এছাড়াও অবশ্য এবার আসার আরেকটা কারণ আছে। আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন পাখি দেখার নেশাটা মোটেই ছিল না— তাই কুমায়ুনের পাখি এবারের বেড়ানোর আরেক আকর্ষণ।

এবারে প্রথম যেখানে এসেছি সেটা কুমায়ুনের প্রাণকেন্দ্র নৈনিতাল থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে নওকুচিয়াতাল। সবুজেঘেরা একটি ন'কোণবিশিষ্ট হ্রদকেন্দ্রিক এই পর্যটনকেন্দ্র। কথিত আছে ব্রহ্মার কঠিন তপস্যার ফলে সৃষ্টি হয় এই তাল। লোকবিশ্বাস কেউ যদি কখনও তালের ন'টি কোণ একসঙ্গে দেখতে পায় তাহলে তার পুণ্য হয়। এখানে কয়েকটি বেসরকারি হোটেল, রিসর্ট ছাড়াও রয়েছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের দুটি পর্যটকাবাস। একটি তালের একেবারে গায়ে, অন্যটি তালের পাশে একটি টিলার ওপর একটু নির্জন— নাম 'পরিচয়'। আমাদের আস্তানা দ্বিতীয়টিতে। ব্রিটিশ আমলের আকর্ষণীয় বাড়ি রূপান্তরিত হয়েছে পর্যটকাবাসে। জায়গাটি প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেল। পর্যটকদের বেশি ভিড় অন্য পর্যটকাবাসটিতে, এখানে ভিড় প্রজাপতি ও পাখির। সাজানো বাগানটিতে হাঁটতে গেলে প্রজাপতির সঙ্গে ধাক্কা অনিবার্য। একটু উঁচু থেকে দেখতে পাওয়া তালটি যেন

আকাশজোড়া তুষারশৃঙ্গমালা, টলটলে নওকুচিয়াতাল, রংবেরঙের পাখি, প্রজাপতি আর ভ্রমণপথের মানুষজন— এই নিয়েই কুমায়ুনের এই ভ্রমণকথা।

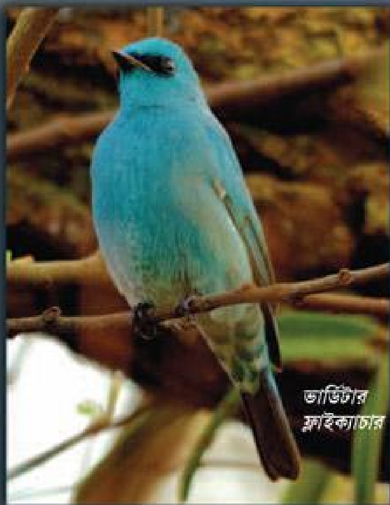

ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার

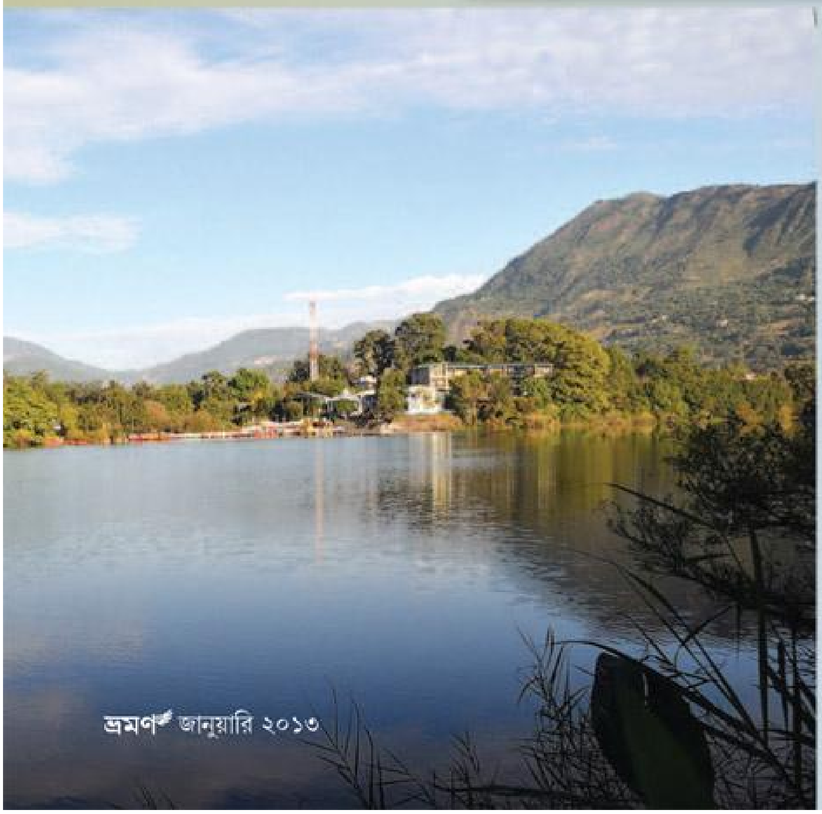

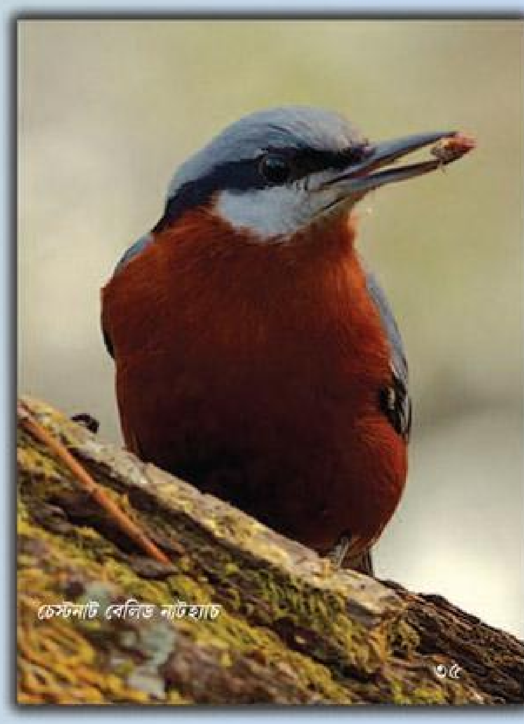

চেস্টনাট বেলিড নাটহ্যাচ

হাতছানি দিয়ে ডাকে। তালটিকে পরম যত্নে ঘিরে রেখেছে সবুজ বনানী ভরা পাহাড়। তার সতেজ সবুজ প্রতিচ্ছবি তালের জলের কিনারায় আর নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশের প্রতিচ্ছবি তালের মধ্যভাগে। পর্যটকাবাস থেকে মাটি-পাথরের ঢালু পথ ধরে নেমে এলাম তালের ধারে। তালের পাশের গাছগুলো পাখিদের বেশ পছন্দ। একঝাঁক লম্বা লেজওয়ালা রেড বিল্ড ব্লু ম্যাগপাই সুন্দর শিস দিয়ে ওড়াউড়ি করছে। তালের পাশে গ্রে ওয়াগটেল ও মাছরাঙাদের সঙ্গেও দেখা হল। একজোড়া গ্রে ট্রিপাই নিরলসভাবে ডেকে চলেছে, তবে তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

বিকেলের দিকে চলে গেলাম তালের যেখানে বোটিং হয় সেদিকে। এখানে আছে একটা ছোট্ট জলাশয়— কমল-কমলি তাল। এটি এখন পদ্মপাতায় ঢাকা তবে পদ্ম ফোটার সময়ে এটি ফুলে ভরে থাকে। এখানেই কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের অপর পর্যটকাবাসটি। এখানেও পাখির প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। চোখে পড়ল পাইড ফ্লাইক্যাচার, ভার্ডিটার ফ্লাই ক্যাচার, চেস্টনাট বেলিড নাটহ্যাচ, হিমালয়ান উডপেকার, হোয়াইট ব্রাওড ওয়াগটেল, বারটেলড ট্রি ক্রিপার ও আরও কত কী।

পরদিন প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের পরবর্তী গন্তব্য মুক্তেশ্বরের দিকে। নওকুচিয়াতাল থেকে মুক্তেশ্বর যাওয়ার পথে মন ভরে গেল ন্যাসপাতিবাগান ও আপেলবাগান দেখে। আপেলবাগান এখন ন্যাড়া হলেও ন্যাসপাতি গাছ ভরে আছে ছোট ছোট সাদা ফুলে, দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পাহাড়ি পথের দুপাশে কখনও ফলের বাগান, কখনও পাইন গাছের সার আবার কখনওবা গভীর খাদ। চলতে চলতে হঠাৎ গাড়ি থামাল আমাদের ড্রাইভার প্রেম সিং। দেখি আমাদের বাঁদিকে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি জুড়ে উন্মোচিত তুষারাবৃত উদ্ধত গিরিরাশি। ত্রিশূল, নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি ঝকঝক করছে। এখান থেকেই এবার প্রথম হিমালয় দর্শন হল।

মুক্তেশ্বরের কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউসের অবস্থান অনবদ্য। সামনে উন্মুক্ত শ্বেতশুভ্র হিমালয়। রেস্টহাউস থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচের রাস্তায় নামলেই সেই বিখ্যাত জিম করবেটের বাসস্থান যা এখন পি ডব্লু ডি-র বাংলো। এই বাংলোর সামনে সাজানো বাগান— এটাই সূর্যোদয় দেখার উপযুক্ত স্থান।

মুক্তেশ্বরের দর্শনীয় প্রধানত এখানকার ৩৫০ বছরের পুরনো মুক্তেশ্বর মন্দির এবং বেশ উঁচুতে পাথুরে এক চাতালে প্রায় ঝুলন্ত এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক পাথুরে গঠন— নাম 'চাউলি কি জালি'। এছাড়াও মুক্তেশ্বরের ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইন্সটিটিউটের খ্যাতি ভারতজোড়া।

লাঞ্চ সেরে এলাম মুক্তেশ্বর মন্দিরে। কে এম ভি এন ট্যুরিস্ট লজ থেকে হেঁটে কুড়ি মিনিটে পৌঁছে গেলাম মন্দিরের কাছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ভেঙে উঠে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। চারপাশে দেখা যাচ্ছে ঢেউখেলানো অসংখ্য সীমাহীন গিরিশিরা। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম। মন্দিরের কাছেই দেখা পেলাম ওরিয়েন্টাল টার্টল ডাভ, ইউরেশিয়ান জে, হিমালয়ান বুলবুল প্রভৃতির।

আকাশভর্তি তারাদের ছুটি দিয়ে একটু একটু করে আঁধার মুছে আলো ফুটছে। সূর্যদেব এখনও দেখা দেননি, তবে তাঁর আগমনের আগাম খবর পাখিদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে পাখির কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত। একঝাঁক রেড বিল্ড ব্লু ম্যাগপাই মাথার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি করতে করতে উড়ে গেল, কেউ যেন তাদেরকে সকলের ঘুম ভাঙাবার দায়িত্ব দিয়েছে।

মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে 'চাউলি কি জালি'-র দিকে তবে আমরা সে পথে না গিয়ে ঠিক করলাম আমাদের রেস্টহাউসের পাশ দিয়ে যে পথটি আছে, সেটা দিয়ে যাব সূর্যাস্তের কিছু আগে। সেই ভাবনানুসারে আমরা ফিরে চললাম রেস্টহাউসের দিকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই আমরা চললাম 'চাউলি কি জালি'র উদ্দেশে। কিছুটা সমান পথে হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম একটু পাথুরে চড়াইয়ের কাছে। সেই চড়াই ভেঙে ৫০০ মিটারের মতো উঠে আমরা পৌঁছে গেলাম এক পাথুরে প্রাঙ্গণে। সেখানে দেখা হল হায়দ্রাবাদের স্কুল থেকে আগত একদল ছেলের সঙ্গে, যারা এখানে এসেছে মাউন্টেন ক্লাইম্বিংয়ের প্রশিক্ষণ নিতে। একসময় তারা হই হই করে নেমে যেতেই সে জায়গায় আমরা ছাড়া আর জনমনিষ্যি নেই। সূর্যের তেজ কমে এসেছে— আমরা সেই পাথুরে পথ ধরে আরও এগিয়ে টিলার মাথায় উঠে এলাম। এখান থেকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে আশপাশ— যতদূর চোখ যায় উঁচু-নিচু পাহাড়ের সমাহার। টিলার মাথায় একজায়গায় চোখে পড়ল এক প্রাকৃতিক পাথরের প্রাচীর। সেই প্রাচীরে একজায়গায় একটা গর্ত। এটাই সেই বিখ্যাত 'চাউলি কি জালি'। টিলার মাথায় স্থানীয় যুবক ভূপেশের সঙ্গে আলাপ হল। তার কাছে শুনলাম এই স্থানের গল্প।

কথিত আছে, শিব এখানে তপস্যায় বসেছিলেন। আর এক গুরুদেবজি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এপথে আসতে গিয়ে দেখেন শিব পথ আগলে ধ্যানে বসে আছেন। বহুক্ষণ অপেক্ষায় তিনি বিরক্ত হয়ে শিবের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে সেই প্রাচীরে আঘাত করে গর্ত তৈরি করে সেই পথ দিয়ে চলে যান। শিবরাত্রির দিন এখানে প্রচুর পুণ্যার্থীর আগমন হয়। লোকবিশ্বাস, শিবরাত্রির দিনে প্রাচীরের ওই গর্ত দিয়ে কোনও সন্তানহীনা যদি গলতে পারেন তাহলে তিনি যমজ সন্তানের জননী হবেন।

এসব গল্পের সত্যতা নিয়ে মনের কোণে সন্দেহ থাকলেও এখান থেকে দেখা সূর্যাস্ত যে আমাদের দেখা অন্যতম সেরা সূর্যাস্ত, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সার সার ঢেউখেলানো পাহাড়ের পিছনে সূর্যদেব যখন অস্তমিত হলেন তখন এক অদ্ভুত মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হল। আকাশের গায়ে কে যেন আবির ছড়িয়ে দিয়েছে— অপূর্ব এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে তাড়াতাড়ি ফেরার পথ ধরলাম। বেশি অন্ধকার হয়ে গেলে নামা সমস্যার হয়ে যাবে।

পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে অ্যালার্ম আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল। প্রচণ্ড ঠান্ডা, লেপের উষ্ণতা ছেড়ে বেরতে মোটেই ইচ্ছা করছে না, তবে সূর্যোদয়ের সময় হিমালয়ের অপরূপ শোভা দেখতে গেলে এটুকু কষ্ট করতেই হবে। অগত্যা, স্তরে স্তরে শীতবস্ত্র চাপিয়ে আমরা হাজির পি ডব্লু ডি বাংলোর সামনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। আকাশভর্তি তারাদের ছুটি দিয়ে একটু একটু করে আঁধার মুছে আলো ফুটছে। সূর্যদেব এখনও দেখা দেননি, তবে তাঁর আগমনের আগাম খবর পাখিদের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে পাখির কলকাকলিতে

চারদিক মুখরিত। একঝাঁক রেড বিল্ড ব্লু ম্যাগপাই মাথার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি করতে করতে উড়ে গেল, কেউ যেন তাদেরকে সকলের ঘুম ভাঙাবার দায়িত্ব দিয়েছে। সূর্যোদয়ের সাক্ষী হতে আমাদের সঙ্গী হল দিল্লি থেকে আগত প্রীতি ও সুদীপ। তাদের হাতে ক্যামেরা ছাড়াও একটা বড় প্যাকেট। কৌতূহল হল সাতসকালে এতবড় প্যাকেটে করে এখানে কী আনল তারা? ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে সেটা অপরিচিত দুজনকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

ক্রমে সূর্যের প্রথম আলোতে আলোকিত হয়ে উঠল নন্দাদেবী, নন্দাঘুন্টি, নন্দাকোট, ত্রিশূল, পঞ্চচুল্লি প্রভৃতি। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে, কিন্তু এই স্বর্গীয় শোভা ছেড়ে যেতে মোটেই মন চাইছে না। ঘোর কাটল প্রীতির ডাকে— 'কুড ইউ ক্লিক আ স্ন্যাপ ফর আস?' তাকিয়ে দেখি প্রীতি সামনের একটি ছোট্ট পিলারের মাথায় 'কেক আর মোমবাতি' সাজিয়েছে। 'অ্যাকচুয়ালি ইটস মাই বার্থডে টুডে'— এতক্ষণে ভেদ হল সেই প্যাকেট রহস্য। প্রীতি সূর্যস্নাত পর্বতশ্রেণীকে সাক্ষী রেখে কাটতে চায় তার জন্মদিনের কেক। অপরিচিতা প্রীতির জন্মদিনের উৎসবে আমরাও মহানন্দে সামিল হয়ে গেলাম।

এরপর লজে ফিরে দেখি লজের পিছনে যেখানে উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলা হয়, সেখানে পাখির হাট বসেছে। একদল কালিজ ফেজ্যান্ট, বেশ কটি রেড বিল্ড ব্লু ম্যাগপাই সেখানে এসেছে প্রাতরাশ সারতে। তারা যাওয়ার পর হাজির একদঙ্গল হোয়াইট থ্রোটেড লাফিংথ্রাশ। নানারকম পাখির আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে— ব্ল্যাক থ্রোটেট টিট, ব্ল্যাক লোরড টিট, স্ট্রিকড লাফিং থ্রাশ, গ্রে উইংগড ব্ল্যাক বার্ড, লিনিয়েটেড বার্বেট, গ্রিন ব্যাকড টিট এবং আরও কত নাম না জানা পাখি।

জলখাবার খেয়ে আমরা চললাম পায়ে হেঁটে মুক্তেশ্বর ঘুরতে। মন্দির পেরিয়ে চলে এলাম মুক্তেশ্বর পোস্ট অফিসের কাছে। স্থানীয় এক চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে রোমাঞ্চিত হলাম যখন শুনলাম 'ম্যান ইটারস অব কুমায়ুন'-এর মানুষখেকো বাঘটিকে জিম করবেট মেরে এখানেই এনে ফেলেছিলেন। ঘটনাটি বহু যুগ আগের, তবু স্থানীয়েরা এত আবেগ দিয়ে শোনালেন মনে হল তারা যেন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছেন। সেখান থেকে আর একটু এগোতেই বিখ্যাত ইন্ডিয়ান ভেটেরিনারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রবেশ পথ। এখানে প্রবেশ সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ।

সেদিন বিকেলে 'চাউলি কি জালি'র অপার আকর্ষণ উপেক্ষা করতে না পেরে আবার সেখানে হাজির হলাম সূর্যাস্ত দেখতে। সেই সূর্যাস্ত ও পরদিন ভোরে পুনরায় দেখা সূর্যোদয়ের স্মৃতি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বিনসরের উদ্দেশে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

অক্টোবর থেকে মার্চ এখানে আসার ভালো সময়। আকাশ তখন পরিষ্কার থাকে। ডিসেম্বর-জানুয়ারি পিক সিজন তাই হোটেল এবং গাড়িভাড়া বেশি থাকে।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে কাঠগোদাম যাচ্ছে ১৩০১৯ বাঘ এক্সপ্রেস ও লালকুঁয়া যাচ্ছে ১২৩৫৩ লালকুঁয়া এক্সপ্রেস (শুক্রবার)। কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দু-জায়গা থেকে গাড়ি করে যাওয়া যায় নৈনিতাল থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরের নওকুচিয়াতাল। দিল্লি থেকেও রেলপথে বা বাসে কাঠগোদাম যেতে পারেন। দিল্লি থেকে সরাসরি গাড়ি করেও আসা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের নওকুচিয়াতাল ও মুক্তেশ্বর।

কোথায় থাকবেন

নওকুচিয়াতাল এবং মুক্তেশ্বর দু-জায়গাতেই কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট লজগুলির অবস্থান খুব ভালো জায়গায়। নওকুচিয়াতালে কে এম ভি এন-এর দুটি ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস আছে। **নওকুচিয়াতাল ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস** (☎২৪৭১৩৮) ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা। চারশয্যার সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৯৫০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **পরিচয়** (☎২৪৮২০১) সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,১২৫ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৩৯০ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,২৫০ টাকা। এক্সিকিউটিভ ঘরের ভাড়া ২,৪০০ টাকা। চারশয্যার সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,১৫০ টাকা। চারশয্যার সুপার ডিলাক্স কটেজের ভাড়া ২,৯৬৫ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)।

মুক্তেশ্বরে রয়েছে কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগমের **ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস** (☎২৮৬২৬৩), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৮৭৫ টাকা, রয়্যাল ঘরের ভাড়া ২,২৫০ টাকা, চারশয্যার সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৭৭৫ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **পথিক রিসর্ট** (☎২২০৪০২) ভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা। **কৃষ্ণা মাউন্ট ভিউ**, ভাড়া ২,০০০-৩,২০০ টাকা। **উইন্ড ক্লিফ রিসর্ট**, ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা।

বুকিং: ☎০৯৮৯৭২-০৯৯৩৩

বুকিং এবং বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:

কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম
৭/২ সি, চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ)
ভবানীপুর, দেশবন্ধু মার্কেটের কাছে
কলকাতা-৭০০ ০২৫
☎২৪৮৬-৮২৯৫, ৯৩৩৯৮-৭৮৯৯৫

অনলাইন বুকিংয়ের জন্য লগ অন করুন: www.kmvn.gov.in

নওকুচিয়াতাল ও মুক্তেশ্বরের এস টি ডি কোড: ০৫৯৪২।

Villa Tours & Travels
Ph: 2231-8019 / 98303 71744
West Bengal Tourism approved
গাড়ি/হোটেল
● হিমাচল (প্যাকেজ- 9/3, 17/5, 25/5, 7/6/13)
● উত্তরাখণ্ড ● কাশ্মীর (প্যাকেজ- 16/4/13)
● সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট
● লে-লাদাখ- 21/6 (19 দিন)
নিজস্ব হোটেল
মানালি, সাংলা, কল্পা, সারাহান
চন্দননগর-9830189778, হাওড়া-9831642456
চুঁচুড়া-9433813678

TREKS & TOURS
সমগ্র লাদাখ (৮/১৫/২০ দিন) 26/5, 16/6, 27/8, 13/10
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
মুক্তিনাথ / সমগ্র নেপাল 17/3, 1/4, 20/10, 26/10
অরুণাচল 5/5, 13/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম 21/4, 14/10
লাহুল স্পিতি, কিন্নর 18/9
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে) May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান) 8/12
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ) Oct. to Apr.
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর / মিজোরাম ও ত্রিপুরা 3/2, 3/3, 17/11
ট্রেকিং: কালাপাথর, গোকিয়ো লেক, ল্যাংট্যাং, গোসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিণ্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারস, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড
কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ, ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়।
9, Lalbazar Street, Marcantile Building, 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 ● 2119-9000
9432369253 ● 2643-9253

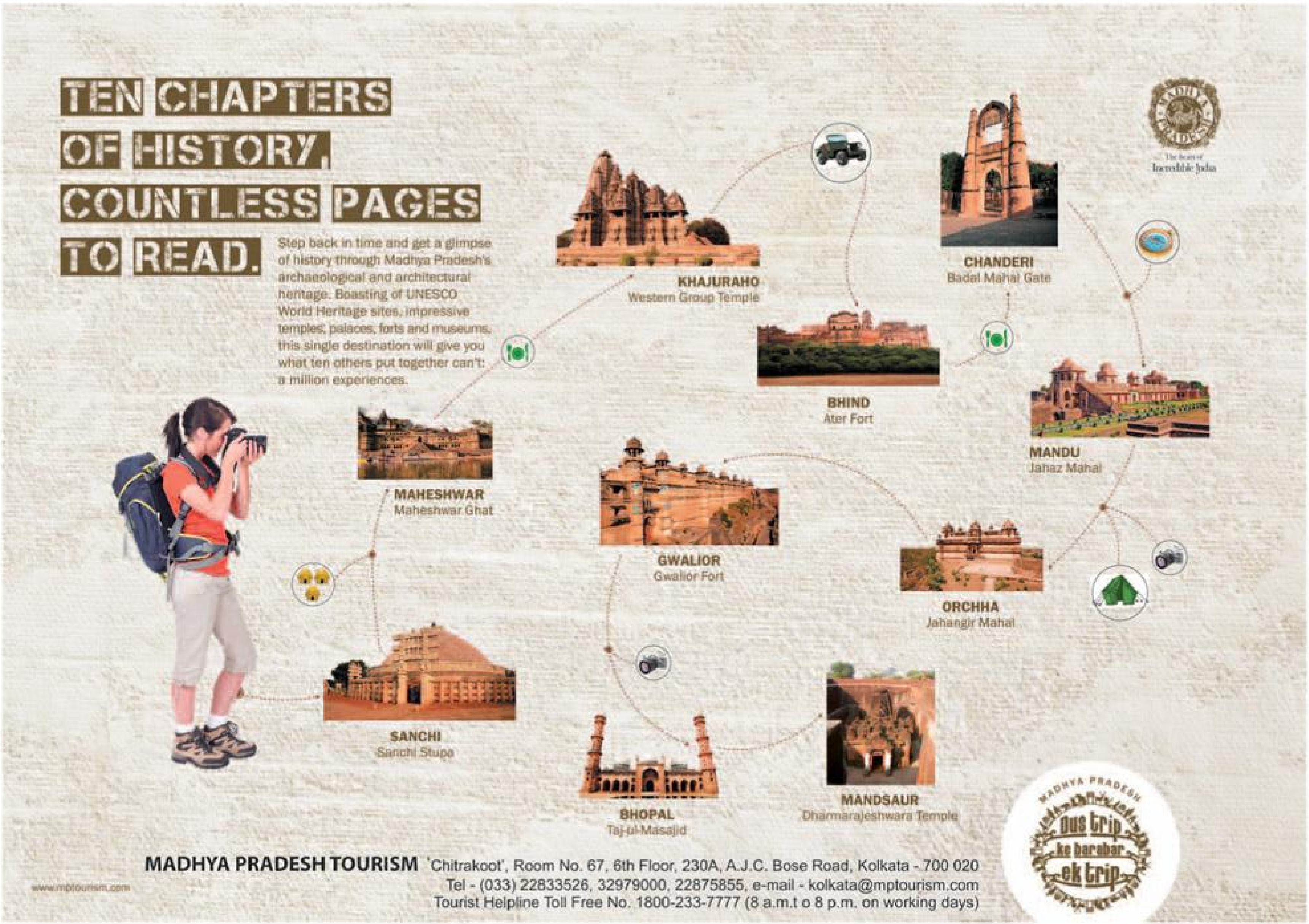
TEN CHAPTERS OF HISTORY, COUNTLESS PAGES TO READ.
Step back in time and get a glimpse of history through Madhya Pradesh's archaeological and architectural heritage. Boasting of UNESCO World Heritage sites, impressive temples, palaces, forts and museums, this single destination will give you what ten others put together can't: a million experiences.
KHAJURAHO
Western Group Temple
CHANDERI
Badal Mahal Gate
BHIND
Ater Fort
MANDU
Jahaz Mahal
MAHESHWAR
Maheshwar Ghat
GWALIOR
Gwalior Fort
ORCHHA
Jahangir Mahal
SANCHI
Sanchi Stupa
BHOPAL
Taj-ul-Masajid
MANDSAUR
Dharmarajeshwara Temple
The heart of Incredible India
MADHYA PRADESH
Dus trip ke barabar ek trip
MADHYA PRADESH TOURISM 'Chitrakoot', Room No. 67, 6th Floor, 230A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Tel - (033) 22833526, 32979000, 22875855, e-mail - kolkata@mptourism.com
Tourist Helpline Toll Free No. 1800-233-7777 (8 a.m.t o 8 p.m. on working days)
www.mptourism.com

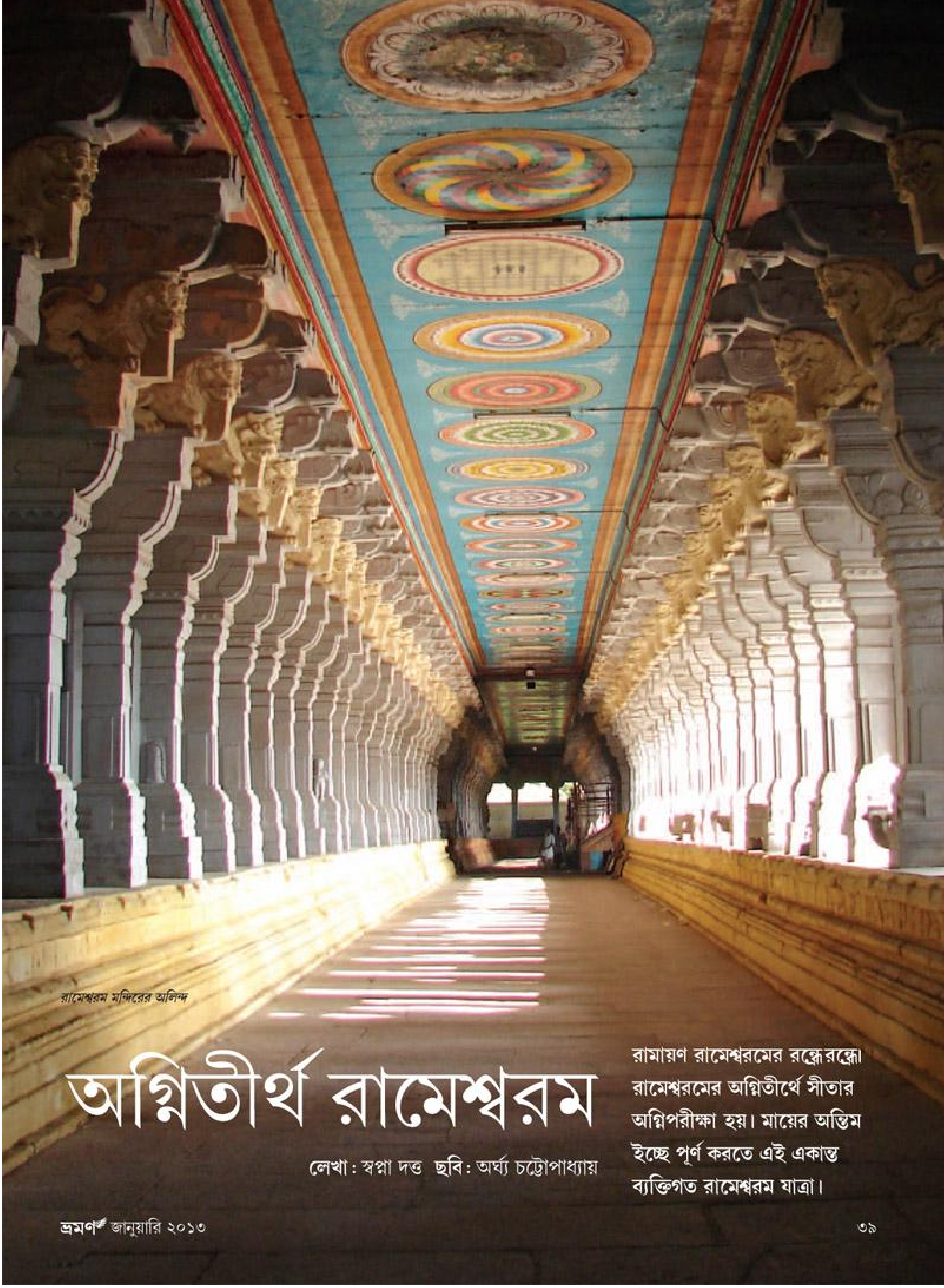

রামেশ্বরম মন্দিরের অলিন্দ

অগ্নিতীর্থ রামেশ্বরম

লেখা : স্বপ্না দত্ত ছবি : অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়

রামায়ণ রামেশ্বরমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। রামেশ্বরমের অগ্নিতীর্থে সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়। মায়ের অন্তিম ইচ্ছে পূর্ণ করতে এই একান্ত ব্যক্তিগত রামেশ্বরম যাত্রা।

অক্টোবর শেষ হতে সপ্তাহখানেক বাকি। আকাশে বাতাসে লেগে আছে পুজোর রেশ। ভোরের আলো ফোটার আগেই আমরা পুদুচেরি থেকে রওনা হলাম রামেশ্বরমের পথে। সেতুপতি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এই ছোট্ট দ্বীপটির একদিকে বঙ্গোপসাগর আর অপরদিকে ভারত মহাসাগর।

পুদুচেরি থেকে বেরিয়ে ভিল্লুপুরম পেরতেই পুরো এক ঘণ্টা লেগে গেল। শহর পেরলেই চমৎকার ন্যাশনাল হাইওয়ে। গাড়ি প্রায় হাওয়ার গতিতে উড়ে চলল। আমার স্বর্গতা মায়ের বিশেষ ইচ্ছা ছিল রামেশ্বরম দর্শন করবার। তাঁর অন্তিম সংস্কারও যেন সেখানে করা হয়, সে-কথাও তিনি জানিয়েছিলেন। তাঁর সেই অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করার জন্য আজ আমাদের রামেশ্বরম যাত্রা।

রামেশ্বরম থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের তীরে দেবীপটনম নামে ছোট একটি গ্রাম। কথিত আছে এখানেই দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। আজ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে একটি বিরাট পুকুর যার পাশে রয়েছে দেবী দুর্গার ছোট একটি মন্দির। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে উলাকানায়কীআম্মা নামে পুজো করে। কাছেই নবপাষাণম। সীতাহরণের পর রাম প্রথমে নাকি এখানেই পদার্পণ করেছিলেন। উত্তাল সমুদ্র আর শিলাময় সমুদ্রতট দেখে তিনি প্রথমে নবগ্রহের উপাসনা করেন। তারপর তিনি সমুদ্রকে শান্ত হওয়ার জন্য প্রার্থনা জানান। এখানে সমুদ্র আজও দীঘির মতোই শান্ত। নব পাষাণের তিন দিকে নিচু দেওয়াল তোলা। চতুর্থ দিকে খোলা সমুদ্র। এখান থেকে খুব কাছে হাজার বছরেরও বেশি পুরনো জগন্নাথের মন্দির। লোকে বলে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাবার আগে এই মন্দিরে নাকি রাজা দশরথ এসেছিলেন পুত্রসন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা জানাতে। এখনও এখানে বহু সন্তানহীন দম্পতি পুজো দিতে আসেন।

পেম্বান স্ট্রেটের ওপর দিয়ে লম্বা ব্রিজ পেরিয়ে রামেশ্বরম দ্বীপে যেতে হয়। সমুদ্রের ওপরে সেতু পেরনো রীতিমতো গা-ছম-ছম করা অনুভূতি। পাশেই অনেকটা নীচে ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো রেলওয়ে ব্রিজ। তার ওপর দিয়ে ছোট রেলগাড়ি গুটিগুটি চলেছে। সূর্যাস্ত হয়-হয়। শান্ত নীল সমুদ্রের জলে লেগেছে গাঢ় লালের ছোঁয়া। তারই মাঝে অজস্র মাছ-ধরা নৌকো নোঙর ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

রামেশ্বরম রামায়ণের চেয়েও প্রাচীন। তাই চারদিকে রাম, সীতা, হনুমান আর রামায়ণের নানা চরিত্রের সুখ-দুঃখের কাহিনি ছড়িয়ে আছে। রাবণবধ আর লঙ্কা বিজয়ের পর রাম-লক্ষ্মণ সীতাসহ ফিরে এসেছিলেন এই রামেশ্বরমে। রাম তখন সীতাকে বলেন যে, স্বামী হিসেবে, রাজা হিসেবে এবং ক্ষত্রিয় হিসেবে রাবণের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য ছিল, তা আমি পালন করেছি। কিন্তু তোমাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অভিমানিনী সীতার মনে হল, এ কথা শোনার পর তাঁর বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন। তিনি লক্ষ্মণকে সমুদ্রতটে তাঁর জন্য চিতা সাজাতে বললেন। জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেওয়ার পর স্বয়ং অগ্নিদেব আবির্ভূত হয়ে সীতাকে রামের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন যে সীতার পবিত্রতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই। রাবণের গৃহে বন্দি থাকার দরুন যদি কোনও অপরাধ তাঁকে স্পর্শ করেও থাকে, সেই অনিচ্ছাকৃত অবস্থানের অপরাধটুকুও অগ্নিদেবের আশীর্বাদে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। রাম তখন সানন্দে সীতাকে গ্রহণ করলেন। সেই থেকেই এই সমুদ্রতট পুণ্যভূমি অগ্নিতীর্থ নামে পরিচিত।

এই ঘটনার পরেই সেখানে এসে উপস্থিত হলেন অগস্ত্য মুনি। তিনি রামকে বললেন, লঙ্কা-বিজয়ী হলেও রাবণকে বধ করার দরুণ রাম ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপী, কারণ রাবণ ঋষিপুত্র ছিলেন। তাই এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে তাঁকে শিবের পুজো করতে হবে। রাম তখন হনুমানকে কৈলাসে পাঠালেন শিবলিঙ্গ নিয়ে আসার জন্য। এদিকে সময় বয়ে যায়। তখন সীতা সমুদ্রের বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ গড়ে দিলেন। রাম সমুদ্রে স্নান করে পুজোয় বসলেন। পুজো সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় হনুমান কৈলাস থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে ফিরে এলেন।

রামের পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে হনুমানের খুব অভিমান হল। সীতা তখন হনুমানকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমার গড়া এই শিবলিঙ্গ তো বালির তৈরি। এখনই ভেঙে যাবে। হনুমান সগর্বে বললেন, আমার ল্যাজের একটি ঝাপটাতেই ওটি চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু এক ঝটকা তো দূরের কথা, আপ্রাণ চেষ্টা করেও বালির সেই শিবলিঙ্গ এক চুল নড়াতে পর্যন্ত পারলেন না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে হনুমান তখন সীতার কাছে ক্ষমা চাইলেন। রাম বললেন, দুটি শিবলিঙ্গই এখানে পাশাপাশি থাকবে। আমি পুজো করেছি বলে প্রথমটির নাম হবে রামালিঙ্গম। আর কৈলাস থেকে আনা তোমারটির নাম হবে বিশ্বলিঙ্গম। তবে আমার আদেশে সবসময় আগে পুজো হবে বিশ্বলিঙ্গমের। রামেশ্বরমের মন্দির— যা রামনাথস্বামীর মন্দির নামে পরিচিত— এই যুগল শিবলিঙ্গের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বহু শতাব্দী ধরে রামেশ্বরম সেতুপতি সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ৭ একর জমির ওপর অবস্থিত এই মন্দির তাদেরই তৈরি। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো যাত্রায় সেতুপতি ভাস্করের অনেকখানি অবদান ছিল। স্বামীজি স্থির করেছিলেন যে শিকাগো থেকে দেশে ফেরার পথে তিনি এখানেই প্রথম পদার্পণ করবেন। কলম্বো পর্যন্ত জাহাজে এসে, সেখান থেকে স্টিমারে করে তিনি যখন রামেশ্বরম পৌঁছলেন, তখন তাঁকে স্বাগত জানাতে সেতুপতি ভাস্কর স্বয়ং এসে দাঁড়ান সমুদ্রের তীরে। সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে তিনি স্বামীজির কাছে প্রার্থনা জানান যে, তিনি যেন মাটিতে পা রাখার আগে তাঁর ওপরে পা রাখেন। স্বামীজি ভাস্করের এই অনুরোধ না রাখলেও তার আতিথ্য সানন্দে স্বীকার করে তিন দিন রামেশ্বরমে ছিলেন। সেই থেকে এই জায়গার নতুন নাম হল কুন্দুকাল, অর্থাৎ যেখানে সেতুপতি নত হয়েছিলেন। এখানেই তিনি একটি স্মারক বা মণ্ডপম স্থাপনা করেন। এটি সমুদ্র থেকে কয়েক গজ দূরে, সমুদ্রতটের ওপরেই তৈরি। রামেশ্বরমে স্বামীজির পদার্পণের দিন ছিল ২৬ জানুয়ারি, ১৮৯৭।

মন্দিরের এক প্রান্তে রয়েছেন বিশালাক্ষ্মী দেবী। তাঁর বেদির পাশেই স্ফটিকের তৈরি জ্যোতির্লিঙ্গম। লঙ্কার রাজা হওয়ার পর বিভীষণ এসে নাকি এঁর স্থাপনা করেন। এঁর পুজো আর আরতি হয় খুব ভোরে, সূর্যোদয়ের আগেই। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ভোরের আলো আর মন্দিরের প্রদীপ, ধূপের গন্ধ আর ফুলের সৌরভ, তার সঙ্গে মন্ত্রধ্বনি আর কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ মিলে এক অনবদ্য পরিবেশ রচিত হয়েছিল। মনে পড়ে গেল এই মন্দিরেরই গর্ভগৃহে রয়েছে স্বয়ং রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত যুগল শিবলিঙ্গ। এই পরিবেশে হঠাৎ যেন ত্রেতা যুগকে খুব কাছের বলে মনে হল।

এরপর বর্তমানে ফিরে আসার পালা। অন্তিম সংস্কার করার আগে অগ্নিতীর্থের সমুদ্রে ডুব দিতে হয়। সময়টা বর্ষার ঠিক পরে বলেই বিচ অথবা সমুদ্রতট বলে কিছু নেই। মন্দিরের চত্বর থেকে দু'পা এগোলেই রাস্তা। রাস্তার কোল ঘেঁষে সোজা সমুদ্র। পা দিলেই হাঁটুজল। দু'পা এগোলেই কোমরজল। সমুদ্র এখানে খুবই শান্ত। কিন্তু উঁচু ঢেউ না থাকলেও জলের চাপ প্রচণ্ড, সোজা হয়ে দাঁড়ানোই মুশকিল। ভোরের সময় হলেও তখনই সমুদ্রে বহু লোকের মেলা। অনেক দূর পর্যন্ত বুকজল, কিন্তু সাঁতার না কেটে এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়। ডুব দিতে আমার চিরদিনই ভয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনটি ডুব না দিলেই নয়। কোনওমতে নিয়ম রক্ষা করে তীরে উঠে এলাম। সামনেই শঙ্করমঠ। তার প্রাঙ্গণে কাজের ব্যবস্থা। সেটা অগ্নিতীর্থে ডুব দেওয়ার পর ভিজে কাপড়ে করা নিয়ম। সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান, কোনও বাহুল্য বা আড়ম্বর নেই। পুরোহিতদের স্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ

বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না। সব শেষে আমার বাবা-মা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী ও তাঁদের চারজনের পিতা ও মাতাকে স্মরণ করে বলা হল, হে পূর্বপুরুষ ও মাতৃকাগণ, সীতার স্পর্শধন্য এই অগ্নিতীর্থে তোমাদের সবার জন্য এই তর্পণ করা হল। তোমরা যে-লোকেই অবস্থান করে থাকো, পরিতৃপ্ত হও।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

যে-কোনও সময়েই যেতে পারেন কিন্তু বেড়াবার পক্ষে অক্টোবর থেকে মার্চই সবচেয়ে ভালো সময়।

কীভাবে যাবেন

মাদুরাই থেকে রামেশ্বরমের দূরত্ব মাত্র ১৭২ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে ট্রেনে অথবা বিমানে মাদুরাই চলে আসুন। হাওড়া থেকে ১২৬৬৫ কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (সোম) বিকেল ৪টে ১০ মিনিটে ছেড়ে তৃতীয়দিন ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে মাদুরাই পৌঁছয়। মাদুরাই থেকে ২২৬২২ কন্যাকুমারী-রামেশ্বরম এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, রবি), ১৬৭৭৯ তিরুপতি-রামেশ্বরম এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, রবি) এবং ১৬৭৩৪ রামেশ্বরম এক্সপ্রেসে (মঙ্গল) রামেশ্বরম চলে আসতে পারেন। এছাড়াও মাদুরাই থেকে বাস, মিনিবাস অথবা ট্যাক্সিতে রামেশ্বরম আসতে পারেন। এসি বাস, ট্যাক্সিও পাবেন।

কোথায় থাকবেন

রাজ্য পর্যটনের হোটেল তামিলনাড়ু (☎২২১০৬৪), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা, নন-এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩০০ টাকা, পাঁচশয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, ছয়শয্যার ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০-১,৩০০ টাকা, এ সি তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬০০ টাকা, এ সি স্যুইটের ভাড়া ৩,৭০০ টাকা। ট্যাক্স অতিরিক্ত। সঙ্গে ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে।

প্রাইভেট হোটেল: **মহারাজা** (☎২২১২৭১), ভাড়া ৫০০-১,০৪৫ টাকা। **সানরাইজ ভিউ** (☎২২২৪৫৩), ভাড়া ১,৩০০-১,৬০০ টাকা। **গুরু** (☎২২১৫৩১), ভাড়া ৭০০-১,৩০০ টাকা। **শ্রী সারাভানা** (☎২২৩৩৬৭), ভাড়া ৮৫০-১,৩০০ টাকা। **সোন্টুর** (☎২২৩৮৫৮), ভাড়া ৬০০-১,০০০ টাকা।

রামেশ্বরমের এস টি ডি কোড: ০৪৫৭৩।

রামনাথস্বামীর এই বিশাল মন্দির-প্রাঙ্গণে ২২টি 'তীর্থ' রয়েছে। সাবিত্রী তীর্থ, গায়ত্রী তীর্থ, মহালক্ষ্মী তীর্থ, সূর্য তীর্থ, চন্দ্র তীর্থ ইত্যাদি। প্রতিটি তীর্থের প্রতীক একটি কুয়ো অথবা পুকুর। অন্তিম সংস্কারের শেষে এর প্রত্যেকটির জলে আলাদা করে স্নান করে তবে মন্দিরে ঢোকা নিয়ম। এর জন্য আলাদা লোক রয়েছে, যাদের কাজ কুয়ো বা পুকুর থেকে বালতি করে জল তুলে তর্পণার্থীদের মাথায় ঢেলে দেওয়া। নিয়মের কথা জেনে আমাদের চক্ষুস্থির! কী সর্বনাশ, একেই তো সমুদ্রে ডুব দেওয়ার পর থেকেই ভিজে কাপড়ে রয়েছি, তার ওপরে আবার ২২ বালতি জলে স্নান করতে হলে নিউমোনিয়া না হোক সর্দিকাশি যে হবেই, সে সম্পর্কে সন্দেহ ছিল না। তবু, এত দূর এসে তো আর পিছিয়ে যাওয়া যায় না। মন্দিরের ৭ একর প্রাঙ্গণে পুরো ২২টি তীর্থ ঘুরে ৪৪ বালতি জলে (দু'জনে) স্নান করতে প্রায় ৪৫ মিনিট লাগল। আমাদের মনের অবস্থা তখন বনফুলের 'জঙ্গম'-এর মতো, 'সমুদ্রে পেতেছি শয্যা শিশিরে কি ভয়'। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে কারও শরীর খারাপ হয়নি। মন্দিরের লোকেরা বলেছিল, পুণ্যস্থানে নাকি শরীর খারাপ হয় না। হয়তো বা তাই।

তীর্থের জলে স্নান করার সময় একটুখানি জল খাওয়াও নিয়ম। দেখে অবাক হলাম যে প্রতিটি তীর্থের জলই মিষ্টি, সমুদ্রের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও একটুও নোনতা স্বাদ নেই। শেষ তীর্থের সামনে ছেলে ও মেয়েদের কাপড় বদলাবার দুটি বিশাল ঘর, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শুকনো জামা কাপড় পরে এবার মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। এই মন্দিরের গোপুরমও দেখার মতো। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন। এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য মন্দিরের তিনটি দালান বা করিডোর যাকে এরা বলে 'প্রাকার'। তার দু'ধারে অনবদ্য কারুকার্য করা খিলানের সারি। ১.২ কিলোমিটার লম্বা এই দালান পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা স্তম্ভসজ্জিত করিডোর। দুর্ভাগ্যবশত সিকিউরিটির দরুন এখন মন্দির বা তার ভেতরের ছবি তোলা বারণ।

গেস্টহাউসে ফিরে খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাকি দ্রষ্টব্য দেখতে। প্রথমেই গন্ধমাদন পর্বত, যার ওপর থেকে সারা রামেশ্বরম দেখতে পাওয়া যায়। পথে রয়েছে কোদণ্ডরামা মন্দির। এইখানেই বিভীষণ রাবণের পক্ষ ছেড়ে রামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। লঙ্কা বিজয়ের পর এখানেই রাম বিভীষণকে লঙ্কার অধীশ্বর ঘোষণা করে তাঁর রাজ্যাভিষেক করান। গন্ধমাদন পর্বতের ওপরে মন্দির। কিন্তু সেখানে কোনও বিগ্রহ নেই, শুধু একটি চক্রের ওপরে দুটি চরণচিহ্ন রয়েছে। হনুমান যখন রামের আংটি নিয়ে লঙ্কায় বন্দিনী সীতার কাছে যান তখন তিনি এখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন।

মন্দিরের ছাদ থেকে চারদিকের দৃশ্য তুলনাহীন। গাছপালার নিবিড় সবুজ এসে মিলেছে সমুদ্রের গাঢ় নীলিমার বুকে। তার মাঝে অতি আধুনিক টিভি টাওয়ার এই পরিবেশে কেমন খাপছাড়া লাগে। অন্যদিকে গাছপালার ফাঁকে চোখে পড়ে বিরাট বড় বালির চড়া। শুনলাম সেখানটা নাকি ফিল্মের শুটিংয়ের জন্য বিশেষ জনপ্রিয়। কাছেই জটাতীর্থম। শিবের পুজো করার আগে রাম এই পুকুরে স্নান করে জটা ধুয়ে শুদ্ধ হয়েছিলেন। আজও এখানে বহু পুণ্যার্থী ডুব দিতে আসে।

রামেশ্বরম দ্বীপের গঠন একটি শঙ্খের মতো। তার পূর্ব প্রান্তে ধনুষ্কোডি। ধনুষ্কোডির আকার একটি তিরের মতো— ১৮ কিমি লম্বা আর মাত্র ১ কিমি চওড়া, যা গিয়ে মিশেছে দুটি সাগরসঙ্গমে। এটির একদিকে শান্ত বঙ্গোপসাগর, যার স্থানীয় নাম মহাদধি, আর অপরদিকে উত্তাল ভারত মহাসাগর, যার স্থানীয় নাম রত্নাকরণ। এখানেই রাম তাঁর ধনুক ঠেকিয়ে সেতুনির্মাণের জায়গাটি চিহ্নিত করেছিলেন। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হওয়ার পর তিনি রামকে এই সেতু ভেঙে ফেলার জন্য প্রার্থনা জানান। রামের ধনুকের একটি কোনার স্পর্শে সেতু ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। সেই থেকেই এই জায়গার নাম হয় ধনুষ্কোডি, অর্থাৎ ধনুকের দ্বারা চূর্ণ। 'কোডি' শব্দের মানে শেষ বা চূর্ণ হয়ে যাওয়া। ১৯৬৪-র তুমুল সাইক্লোনে পুরো ধনুষ্কোডি শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়। আজ তাই এটি একটি মৃত শহর বা ঘোস্ট টাউন। জেলেদের কয়েকটি কুঁড়েঘর আর ভাঙা কয়েকটি ইমারত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। নির্জন সৈকতের সৌন্দর্য অবশ্য দেখার মতো। রুপোর মতো পরিষ্কার আর ঝকমকে বালুকা রাশি, যা আমাদের দেশে সত্যিই দুর্লভ।

এবারে ঘরে ফেরার সময় হল। গভীর নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে মনে হল যে যদিও রাম আর রামায়ণের নানা স্মৃতিতে আজও রামেশ্বরমের আকাশ বাতাস ভরে আছে, উত্তরকাণ্ডের দুঃখ বা বিষাদের ছাপ এখানে কোথাও পড়েনি। রাম এখানে প্রথমবার বিরহবেদনায় ব্যথিত চিত্তে এলেও, তারপর এসেছেন বিজয়ী বীরবেশে। প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও পরে অগ্নিস্নাতা সীতাকে গ্রহণ করেছেন সানন্দে। তাঁর সঙ্গে করেছেন যুগল শিবলিঙ্গ স্থাপনা। তারপরে এখান থেকে সহর্ষে ফিরে গিয়েছেন স্বদেশ অযোধ্যায়, সীতা, লক্ষ্মণ আর হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে। সেই আনন্দের রেশ আজও ছড়িয়ে আছে রামেশ্বরমের আকাশে বাতাসে।

ক্যালগেরি থেকে বানফ ন্যাশনাল পার্কের পথে

কানাডার রকি পর্বতে

লেখা: মলয় রায়
ছবি: অরিন্দম ভট্টাচার্য

পশ্চিম কানাডার রকি পর্বতে
চোখ জুড়নো নিসর্গে
মন ভরানো ভ্রমণ-কথা।

টরন্টো থেকে কানাডা ওয়েস্ট জেটের বিমানে চার ঘণ্টার উড়ান শেষে আমরা নামলাম পশ্চিম কানাডা তথা ‘কানাডিয়ান রকিস’ নামে পরিচিত অঞ্চলের কাছাকাছি সবচেয়ে বড় শহর ক্যালগেরিতে। মালপত্তর নিয়ে বিমানবন্দরের বাইরে এসেই দেখি আমাদের জন্য হাসিমুখে অপেক্ষা করছেন আমাদের গাইড-কাম আগামী কয়েকদিনের সঙ্গী জার্মান মেয়ে ‘অ্যানিয়া’। আমাদের সুবিধাজনক উচ্চারণে আমরা বানিয়ে দিয়েছিলাম ‘তানিয়া’। দেখলাম আমাদের কুড়িজন যাত্রীর জন্য রয়েছে চল্লিশ সিটের আরামদায়ক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস। ডিকিতে মালপত্র ঢুকিয়ে দিয়ে যে যার মতো হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। বাস চলতে আরম্ভ করল। একটু বাদেই মাইক্রোফোনে তানিয়া জানাল রকিস অঞ্চলে ঢোকার আগে কানাডার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্র এই ক্যালগেরি শহরটা একটা চক্কর দেবে। বাসে বসে থেকেই দেখলাম বিখ্যাত ক্যালগেরি টাওয়ার, কানাডা অলিম্পিক পার্ক ইত্যাদি।

ঘণ্টাদেড়েক ঘুরে বাস চলল কানাডিয়ান রকিসের অন্তর্গত বানফ ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশে। ক্যালগেরি থেকে কানাডা রকিসে যাওয়ার রাস্তা অতীব মনোরম। দুধারে পাহাড়ের সারির মধ্য দিয়ে অ্যাসফাল্ট বাঁধানো রাস্তা। হাইওয়ের নিয়মানুসারে এখানে বাস নির্দিষ্ট গতিতে চালাতে হয়। তবে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বাস থামানো হয়েছিল ফটো তোলার জন্য। কিন্তু আমার তো দিশেহারা অবস্থা। দুচোখ ভরে দেখব, না ছবি তুলব। কোনও বাস্তব পৃথিবীতে আছি বলেই মনে হচ্ছিল না। রাস্তার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে কত যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতন্দ্র সব পাহাড়। একেকজনের উচ্চতা, আয়তন, শিখরের গঠন একেকরকম, কাকে ছেড়ে কার ছবি তুলব, কারই-বা বর্ণনা করব। তবে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল এই রাস্তাতেই বোধ হয় গান ধরা যায় ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’। সব ভালো জিনিসই একসময় ফুরিয়ে যায়, সব পথই একসময় শেষ হয়। অবশেষে বিকেল আটটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম বানফ ন্যাশনাল পার্কের অন্তর্গত ক্যানমোর শহরে। এই ছোট্ট শহরের হোটেল ক্যানমোর-ইন-এ আমাদের রাত্রিবাস।

পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই ব্রেকফাস্ট সেরে আবার বাসে গিয়ে বসা। আবার চোখ জুড়ানো পথ ধরে কিছুক্ষণ চলে বাস এল বানফ শহরে। প্রকৃতির বিস্ময় এই রকি পর্বতমালা মেক্সিকোর উত্তরপ্রান্ত থেকে শুরু হয়ে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে কানাডা পর্যন্ত বিস্তৃত। কানাডায় এই পর্বতমালা ব্রিটিশ কলম্বিয়া এবং আলবার্টা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে আজ থেকে প্রায় দশ কোটি বছর আগে অসংখ্য চূড়াবিশিষ্ট বিশাল এই পর্বতমালা খুবই ধীরগতিতে ভূত্বক ভেদ করে আকাশে মাথা তুলেছিল। এই পর্বতমালার পঞ্চাশটা শৃঙ্গের উচ্চতা দশ হাজার ফুটেরও বেশি। বর্তমানে কানাডিয়ান রকিস এক বিরাট পর্যটক আকর্ষণ কেন্দ্র। এখানকার শান্ত পরিবেশে প্রকৃতি ছড়িয়ে রেখেছে বরফাবৃত শৃঙ্গ, ঝকঝকে হিমবাহ, ছবির মতো হ্রদ, ছোট-বড় ঝরনা এবং সবুজ বনভূমির এক চিত্রকল্প।

যত ওপরে উঠছি তত কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। প্রতিটি বাঁকেই রয়েছে অবজার্ভেশন ডেক। নীচে তাকালে দেখা যায় স্ট্রবেরি, স্প্রুস, ফার ইত্যাদি গাছের নীচে জমাটবাঁধা বরফ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে লতাগুল্ম ও আগাছাজাতীয় ছোট ছোট গাছ। সামনে তাকালে একটার পর একটা নাম না জানা পর্বতশৃঙ্গ। একেকটা একেকরকম সুন্দর। কোনওটা পুরোপুরি বরফাবৃত, আবার কোনওটার শৃঙ্গটুকু। এর মধ্যে একটা তো প্রায় মাউন্ট কৈলাস।

বানফ শহরের মাঝখানে আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল পার্কিং-এ। জানিয়ে গেল ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পরে বাস এখান থেকেই আমাদের তুলে নেবে। আমরা কয়েকজন তানিয়ার নির্দেশমতো বানফ অ্যাভেনিউ ধরে চারটে ব্লক এগিয়ে ডানদিকে ঘুরে আবার একটা ব্লক এগিয়ে পেয়ে গেলাম বানফ ইনফর্মেশন সেন্টার। এখান থেকে চওড়া পাকা রাস্তা ধরে চললাম টানেল মাউন্টেনের দিকে। প্রসঙ্গত, টানেল মাউন্টেনে কোনও টানেল নেই। কানাডা প্যাসিফিক রেলওয়ে প্রথমে এই পাহাড়ে টানেল কেটে লাইন পাতার কথা ভাবলেও আর্থিক কারণে সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়েছিল। তবে, এই পাহাড়ে টানেল বানানো হবে এই ভাবনা থেকেই এর নাম হয়ে গেল টানেল মাউন্টেন। এখনও তাই চলছে। একটু পাকদণ্ডী হয়ে রাস্তা ক্রমশ ওপরে উঠছে। এবার সামনে তাকালে চোখে পড়ে মাউন্ট রুন্ডল এবং সালফার মাউন্টেনের প্রান্তরেখা। আরেকটু ওপরে উঠে চোখে পড়ল স্প্রে রিভার এবং বো রিভারের সঙ্গমস্থল। তার একটু ওপরে উঠলেই ন্যাড়া খোলা জায়গা। এখান থেকে পশ্চিমে তাকালে চোখে পড়ে ছোটখাটো বানফ শহরের পুরোটা আর পুবে তাকালে দেখা যায় রুন্ডাল পর্বতের ভিত্তি থেকে শিখরে উঠে যাওয়া। ফেরার পথে একটু নীচে থেকে দেখলাম, একদিকে বো রিভার অন্যদিকে মাউন্ট রুন্ডাল, এর সাতটি চূড়া। এবার নুড়ি-বাঁধানো রাস্তা ধরে চললাম বো রিভারের গিরিখাত ঘেঁসে, তারপর একটু পাকদণ্ডী পথে এগিয়ে খাড়া উঠে যাওয়া। এখান থেকে চোখে পড়ে বাঁদিকে বো ভ্যালি এবং ডানদিকে স্প্রে ভ্যালি। একটু নেমে ফেরার জন্য টানেল মাউন্টেনের পথ ধরার একটু আগে ডানদিকে ঘুরে তাকালেই দৃষ্টিনন্দন ‘হুডুস’। সেখান থেকে একটা রাস্তা নেমে গিয়েছে টানেল মাউন্টেন রোডের দিকে আমাদের শহরে ফেরার রাস্তায়। এখান থেকে আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায় ‘হুডুস’ বা দুর্ভাগ্যজনক বস্তু। এলাকার আদিবাসীদের ধারণা ছিল এই সারিবদ্ধ ছুঁচলো শৃঙ্গের পাহাড়গুলো আসলে দৈত্য। দিনেরবেলায় ঘুমিয়ে থাকে আর রাত্রে বেরয় মানুষের অনিষ্ট করার জন্য।

এবার ফেরার পালা, সবকিছু ভালো করে দেখেটেখে আসতে একটু বেশি সময় লেগে গেল। দুপুরের খাওয়াটা বাদই গেল। এরপর বাস আমাদের জনসন ক্যানিয়ন ও মোরেইন লেক ঘুরিয়ে নামিয়ে দিল ‘লেক লুইস’-এ। বেশ বড় এই লেক গ্রীষ্মকালে স্বচ্ছ জলের বিশাল ভাণ্ডার আর শীত পড়লেই জমে বরফ। কানাডিয়ান রকিস বেড়াতে এসে লেক লুইস-এ বোটিং না করে কেউ যায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মে মাসের ১৫ তারিখেও বরফ গলে জল হয়নি। আবার এতটা শক্তও নয় যে এর ওপরে হাঁটা যাবে। অগত্যা লেকের ধারে বসার জায়গায় আরাম করে বসে বরফ-সৌন্দর্য উপভোগ করা, লেক-ঘেঁসা রাস্তা ধরে হাঁটা এবং পছন্দমতো জায়গায় ক্যামেরার শাটার টেপা। লেকের খুব কাছেই রয়েছে একটা ইনফর্মেশন সেন্টার এবং বড় হোটেল। এই নির্জন লেকের ধারে অনেকক্ষণ কাটিয়ে যথেচ্ছ ছবি তুলে এবার বাসে ফেরার পালা। হোটেল ক্যানমোর ইন-এ যখন পৌঁছলাম তখন স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে সাতটা।

পরদিন ব্রেকফাস্টের পরই তানিয়া আমাদের নিয়ে চলল বানফ শহরের কাছাকাছি থাকা সালফার মাউন্টেনের নীচে। বিনা ঝুঁকিতে স্বল্প

পরিশ্রমে আমরা উঠে যাব সালফার মাউন্টেনের চূড়ায়। যার উচ্চতা ৭,৫০০ ফুট। টিকিট কেটে তানিয়া জানাল, আমরা যে গন্ডোলায় চাপব সেটা রোপওয়ে। সুন্দর এবং সুসজ্জিত এই গন্ডোলায় একসঙ্গে চারজনের বসার জায়গা। আমরা সবাই চারজন-চারজন করে বসলাম গন্ডোলায়। আট মিনিটের গন্ডোলা ভ্রমণে আমরা পৌঁছে গেলাম সালফার মাউন্টেনের ২,৩২০ ফুট উচ্চতায় স্থাপিত রোপওয়ের শেষ পয়েন্টের একটি টি-হাউসে। যাওয়ার সময় দুচোখ ভরে দেখলাম সবুজ গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে জমে থাকা বরফের চাঁই, চাদর বা খণ্ড। উঁচু থেকে মনে হচ্ছিল কেউ বোধ হয় হাতে করে সাজিয়েছে যেখানে যা দরকার। এত বরফ, এত ঠান্ডার মধ্যেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বুনো স্ট্রবেরি, স্প্রুস, কলাম্বাইন ইত্যাদি গাছ।

গন্ডোলা থেকে নেমে টি-হাউস নামক রেস্টুরেন্টের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেই অবাক কাণ্ড। এখান থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত বানানো হয়েছে পাটাতন রাস্তা। কাঠের শক্ত শক্ত খুঁটির ওপর লাগানো হয়েছে কাঠের পাটাতন। আমরা এই কাঠের প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওপরে উঠতে শুরু করলাম। যত ওপরে উঠছি তত কনকনে ঠান্ডা হাওয়া। প্রতিটি বাঁকেই রয়েছে অবজার্ভেশন ডেক। নীচে তাকালে দেখা যায় স্ট্রবেরি, স্প্রুস, ফার ইত্যাদি

> যত এগোচ্ছি অর্ধবৃত্তাকার গিরিখাত ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। শত শত বছরের জলধারার ধাক্কায় চুনাপাথরের দেওয়ালের গায়ে তৈরি হয়েছে অনেক ধরণের প্রাকৃতিক ভাস্কর্য। হাঁটতে হাঁটতে এসে গেলাম প্রথম ব্রিজে। এখানে ক্যানিয়নের গভীরতা প্রায় ১২৫ ফুট

Travel in style with

TRAVEL TIPS

ঘুরে আসুন নিকটে ও দূরে—

দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পেডং ও ডুয়ার্স, গ্যাংটক, রাবংলা, বোরং, রিনচেনপং, ইয়ুমথাং (প্যাকেজ), শিলং, নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, চাম্বা, রাজস্থান, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর, নেপাল ও ভুটান।

সপ্তাহান্তে ঘুরে আসুন

দিঘা, ফ্রেজারগঞ্জ, শঙ্করপুর, জুনপুট, মন্দারমণি, তাজপুর, বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর, শান্তিনিকেতন, মুর্শিদাবাদ, চাঁদিপুর, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, গোপালপুর, পুরী, দেওঘর, রাঁচি, ভাইজ্যাগ, ঘাটশিলা, গালুডি, দলমা ও বেতলা।

: Facilities :

•Hotel Booking •Family Packages •Educational Excursion • Air Tickets • Travel Library •Travel Club.

'আধুনিক মুসাফির'-এর গ্রাহক হোন। | পথের খোঁজ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করুন।

WINTER TAILOR MADE PACKAGES [2012-2013]

Any Day (minimum 8 pax)

ODISHA

1) GOPALPUR-CHILKA [RAMBHA] TAPTOPANI-PURI (6Ns.. 7Ds)
2) CHANDIPUR-PANCHALINGESWAR TALSARI-DIGHA (5Ns.. 6Ds)

WESTBENGAL

1) BISHNUPUR-MUKUTMONIPUR (3Ns. 4Ds)
2) SHANKARPUR-DIGHA MANDARMONI-TAJPUR (3Ns. 4Ds)
3) LALBAGH (MURSHIDABAD) BERHAMPUR - (3Ns. 4Ds)
4) SANTINIKETAN-TARAPITH BAKRESHWAR-MASSANJORE (4Ns. 5Ds)

DOOARS

NJP/NEW MAL-MURTI / LATAGURI(2Ns.)-JALDAPARA(1N)-RAJABHATKHAWA(1/2Ns.) ALIPURDUAR-SEALDAH - (6 Ns.-7 Ds.) / (7 Ns.-8 Ds.) - 18th Jan, 2013

JOURNEY BY TRAIN SL. CLASS AND (SIGHTSEEING BY CAR / BUS)

City Centre: 156A, Lenin Sarani (Gr. Floor), Chamber-G-40A, Kolkata-13 (Kamalalaya Centre)
Phone: (033) 2577-2203 / 2215-7706 / 2215-2285. E-mail: travtips2001@rediffmail.com
Website: www.travtips.co.in

...FOR THOSE WHO LOVE TO TRAVEL

tirtha
Tour & Travels Pvt. Ltd.

SUMMER PACKAGE 2013

Kashmir	14	30/3, 20/4, 27/4 18/5, 25/5
Kashmir-Amritsar	15	30/3, 20/4, 27/4 18/5, 25/5
Himachal	15	20/4, 27/4 18/5, 25/5
Nepal	11	20/4, 27/4 18/5, 25/5
Shimla-Manali	11	20/4, 27/4 18/5, 25/5
Kumaon	13	20/4, 27/4 18/5, 25/5
Kedar-Badri	13	18/5, 25/5, 8/6
Char Dham	18	18/5, 25/5, 8/6
Shillong-Guwahati	9	20/4, 27/4, 18/5, 25/5

Instant Hotel Booking in these place

Uttaranchal Haridwar, Rishikesh, Mussouri, Dehradoon, Kedarnath, Badrinath, Joshimoth, Gaurikund, Rudraprayag, Gupthkashi, Chopta, Ukkimoth, Nainital, Ranikhet, Binsar, Chakauri, Munsiyari, Pithoragarh, Uttar Kashi, Gangotri, Mukteshwar, Hanumanchatti, Harsil, Patal Bhubaneshwar, Corbett, Bageswar, Bhimtal, Bhowali
Rajasthan Jaipur, Jodhpur, Jaisalmer, Udaipur, Mt. Abu, Ajmer, Pushkar, Bikaner
Uttar Pradesh Agra, Allahabad, Mathura, Varanasi, Vrindaban
West Bengal Alipurduar, Baharampur, Bakkhali, Bishnupur, Chalsa, Darjeeling, Digha, Gorumara, Jaldapara, Kalimpong, Lataguri, Lava, Lolegaon, Mukutmanipur, Murti, Padong, Rajabhatkhawa, Rishi, Rishoip, Shantiniketan
Himachal Pradesh Chail, Chamba, Dalhousie, Dharmasala, Kalpa, Kaza, Keylong, Khajiar, Shimla
Punjab-Haryana Amritsar, Chandigarh
Jammu-Kashmir Gulmarg, Jammu, Katra, Pahelgaon, Patnitop, Sonamarg, Srinagar, Houseboat
Madhya Pradesh Amarkantak, Bandhavgarh, Bhopal, Gwalior, Indore, Jabbalpur, Jagdalpur, Kanha, Khajuraho, Panchalingeshwar, Panchmarhi, Satna
Maharashtra Aurangabad, Jalgaon, Mahaballeswar, Mumbai, Pune
Tamil-Nadu Chennai, Kanyakumari, Kodai-Kanal, Rameshwaram, Tiruchira-palli, Trichi, Trivandrum, Madurai
Andhra Pradesh Araku, Hyderabad, Rishikonda, Tirupati, Vizag
Karnataka Bangalore, Mysore, Ooty
Sikkim Aritar Lake, Gangtok, Pelling, Ravangla, Rikisom, Rinchengpong, Uttarey, Yaksam
North-East Bhalukpong, Bomdila, Dirang, Guwahati, Kaziranga, Shillong, Tawang
Gujarat Ahmedabad, Dwarka, Jamnagar, Junagarh, Somnath
Andaman Port-Blair, Havlock
Bhutan Bindu, Paro, Pheuntsholling, Thimpu
Union Territory Delhi, Deu, Goa, Pondicherry

Head Office: D/16/1, Katjunagar, Jadavpur (Behind South City Shopping Mall), Kolkata-700 032
Ph: (033) 2414 5566, 98300 94268

BRANCH:

NORTH KOLKATA- 9830266466 MIDNAPUR / TAMLUK- 9933165416
DHAKURIA- 9831424520 DURGAPUR/BANKURA- 9531617430
DUMDUM- 9433462813 BIHAR- 9955146567
GARIA- 9831074939 BAGHAJATIN- 9007181584

Enjoy LTC/LFC Facilities with us

বানফের কাছে রকি মাউন্টেন হাইওয়ে

গাছের নীচে জমাটবাঁধা বরফ এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে লতাগুল্ম ও আগাছাজাতীয় ছোট ছোট গাছ। সামনে তাকালে একটার পর একটা নাম না জানা পর্বতশৃঙ্গ। একেকটা একেকরকম সুন্দর। কোনওটা পুরোপুরি বরফাবৃত, আবার কোনওটার শৃঙ্গটুকু। এর মধ্যে একটা তো প্রায় মাউন্ট কৈলাস। আমরা চারজন আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে দুধারের দৃশ্য মনের মধ্যে গেঁথে নিতে নিতে পৌঁছে গেলাম সালফার মাউন্টেনের চূড়ায়। চূড়ায় রয়েছে একটা পরিত্যক্ত আবহাওয়া অফিস। এখান থেকে সামনে তাকালে মন জুড়িয়ে দেয় তুলনাহীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বো উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলা ক্ষীণকায়া বো নদী, নদীর ওপরের অনেক শিখরযুক্ত স্যা-ব্যাক রেঞ্জ। একটু দূরের টানেল মাউন্টেন। চোখে পড়ে নীল জলের লেক সিম্নেওয়াঙ্কা এবং তার পিছনেই মাউন্ট আইলমার। পরিত্যক্ত আবহাওয়া অফিসটি এখন ছোটখাটো মিউজিয়াম, জানলা দিয়ে দেখতে হয়, ভেতরে ঢোকা যায় না। এরপর আবার প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটতে হাঁটতে নেমে আসা। টি-হাউস থেকে আবার লাইন দিয়ে 'গন্ডোলা' চেপে নীচে নামা। সবাই বাসে বসার পর বাস চলল পরবর্তী দ্রষ্টব্যের উদ্দেশে—জেসপার ন্যাশনাল পার্কের কলাম্বিয়া আইসফিল্ড।

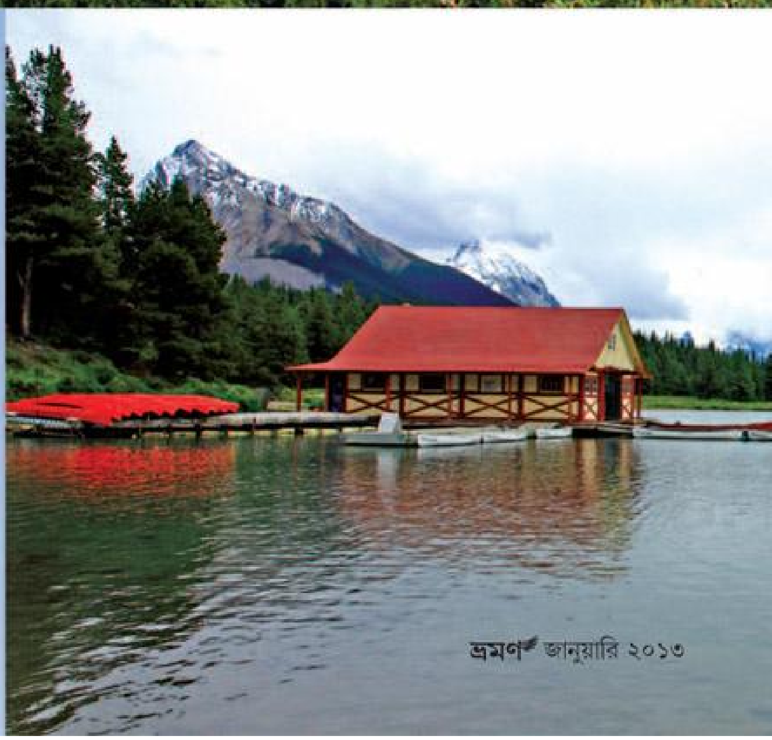

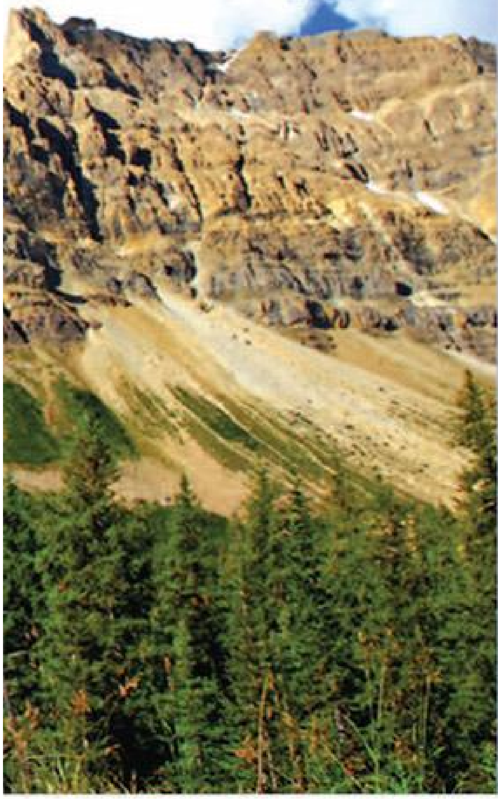

বাস এসে থামল কলাম্বিয়া আইসফিল্ড ইনফর্মেশন সেন্টারে। আমাদের অপেক্ষা করতে বলে তানিয়া গেল টিকিট কাটতে। প্রত্যেকের পঁচিশ ডলার টিকিট কাটার পর আধঘণ্টা অপেক্ষা। তারপর আমাদের পালা এল। আমরা লাইন দিয়ে উঠলাম একটা অন্য বাসে। সেই বাসে ড্রাইভারই গাইড। সে অনেক তথ্য পরিবেশন করতে লাগল আমাদের জন্য। যেমন 'কলাম্বিয়া আইসফিল্ড' হল উত্তর মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলের বৃহত্তম বরফঢাকা অঞ্চল। ৩২৫ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এই বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হল উইলকক্স পাস। এখানে দাঁড়িয়ে আইসফিল্ডের ছটা বড় হিমবাহের তিনটেই পরিষ্কার দেখা যায়, যথা— ডোম, স্টুটফিল্ড এবং আথাবাস্কা। শুনতে শুনতেই আমরা এসে গেলাম অল্পবিস্তর বরফ ঢাকা একটা ফাঁকা চত্বরে। এখানে বাস থেকে নেমে একটু অপেক্ষা করার পর উঠলাম 'আইস এক্সপ্লোরার' নামক বাসে। সাধারণ বাসের চেয়ে অনেক ওজনদার এই বাস। চাকাগুলো খুবই চওড়া এবং চাকার খাঁজগুলোও খুবই বড় বড়। একটু এগিয়ে গিয়ে বাস ঝপ করে নেমে গেল বেশ খানিকটা নীচে বরফঢাকা অঞ্চলে। তারপর আরেকটুখানি এগিয়ে নিয়ে আমাদের নামিয়ে দিল উইলকক্স পাসে। এখানে বেশিক্ষণ থাকায় বাধা নেই। প্রতি আধঘণ্টা অন্তর 'আইস এক্সপ্লোরার' বাস যাত্রীদের তুলে নামিয়ে দেবে সাধারণ বাস ধরার জায়গায়। সেখান থেকে ইনফর্মেশন সেন্টারে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকব যে তার সাধ্য নেই। একে প্রচণ্ড ঠান্ডা, গায়ে কামড় বসানো হাওয়া, তার ওপর খানিক পরেই শুরু হল মৃদু তুষারপাত। তবে তুষারপাত শুরু হওয়ার আগে আমরা

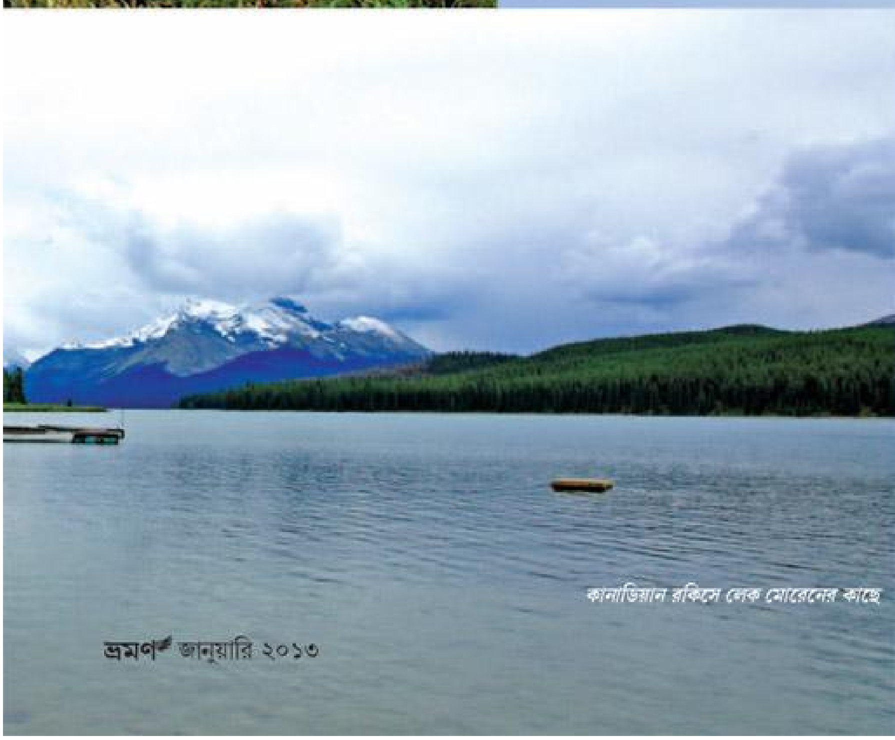
কানাডিয়ান রকিসে লেক মোরেনের কাছে

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের স্টলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০
বইমেলায় ৯০ টাকা

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড।
ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন।
ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া।
ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া।
মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া।
চেক রিপাবলিক। নেপাল।
নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়।
হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া।
অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ।
কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

বইমেলায় ৩৫৬ নং স্টলে
৫০ টাকার ভিসিডি ৪৫ টাকায়
৭০ টাকার ডিভিডি ৬৩ টাকায়

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

ভালোভাবেই দেখতে পেয়েছিলাম প্রকৃতির এই অপার বিস্ময়। দিগন্তবিস্তৃত এমন এক বরফের চাদরের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি যার গভীরতা নাকি ৯৮৪ ফুট। আদি অনন্তকাল ধরে জমাট বেঁধেছে এই বরফ। পায়ের নীচে সাদা বরফ। চারদিক ঘিরে রয়েছে নাম না জানা অনেক বরফাবৃত শৃঙ্গ। এই অসাধারণ চিত্রকল্প যে নৈসর্গিক অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল তা কখনওই মুছে যাওয়ার নয়। আমাদের বিশ্বভ্রামণিক সঙ্গীরা তুলনা করতে থাকলেন পৃথিবীর আর কোথায় কোথায় এমনটা দেখছেন। আর যারা প্রথম এরকম দৃশ্য দেখছেন তারা নিজেদের সংযত করতে পারলেন না। সটান শুয়ে পড়লেন শক্ত বরফের চাদরে আর একে তাকে অনুরোধ করে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বরফশয্যার ছবি তোলালেন। ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে আমরা ফেরার বাস ধরলাম। এই অপার সৌন্দর্য যেভাবে উপভোগ করলাম, তার আংশিক বর্ণনা করাও আমার অসাধ্য। বেশ কিছু বিদেশি পর্যটক পার্কের রেঞ্জারকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে গেলেন আথাবাস্কা গ্লেসিয়ার বা আথাবাস্কার চূড়ার দিকে, তার খরচা অনেক।

ইনফর্মেশন সেন্টারে পৌঁছে দেখলাম তানিয়া হাত নাড়াচ্ছে। আমরা চললাম খানিকটা এগিয়ে রাতের আস্তানায়। হিন্টনের হোটেল সুনাওয়ান্টা ফলস রিসর্ট।

পরদিন সকালে ম্যালিন ক্যানিয়নে গিরিখাত ধরে হাঁটা বা ট্রেকিং শুরু হল। তানিয়ার মতে গিরিখাতে ট্রেকিংয়ের জন্য ম্যালিন ক্যানিয়ন-এর চেয়ে আর ভালো কিছু হয় না এই অঞ্চলে। ফরাসি ভাষায় ম্যালিন (Maligne) মানে হচ্ছে বাজে বা খারাপ। হয়তো ম্যালিন নদীর উৎসস্থলে প্রায় দুর্গম সংকীর্ণ গিরিখাতের জন্য এই নামকরণ। একটা টি-হাউসের কাছে বাস থেকে নামলাম, সঙ্গে পথ দেখানোর জন্য তানিয়া। শুরু হল আমাদের হাঁটা। এখানে গিরিখাতের গভীরতা খুবই কম। মসৃণ চুনাপাথরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে ম্যালিন নদীর ক্ষীণ জলধারা। এই পাথরের গায়ে নাকি বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগেকার জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল।

যত এগোচ্ছি অর্ধবৃত্তাকার গিরিখাত ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। শত শত বছরের জলধারার ধাক্কায় চুনাপাথরের দেওয়ালের গায়ে তৈরি হয়েছে অনেক ধরণের প্রাকৃতিক ভাস্কর্য। হাঁটতে হাঁটতে এসে গেলাম প্রথম ব্রিজে। এখানে ক্যানিয়নের গভীরতা প্রায় ১২৫ ফুট আর আমাদের অবস্থানের প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচ থেকে অবিরাম ঝরে পড়ছে একটি ছোটখাটো জলপ্রপাতের ধারা। জলের পতনের শক্তিতে নরম পাথর ক্ষয়ে গিয়ে শক্ত পাথরের গায়ে তৈরি হয়েছে আশ্চর্য আঁকিবুকি। আরও কিছুক্ষণ হাঁটার পর আমরা পৌঁছে গেলাম দ্বিতীয় ব্রিজে। একদিকে গিরিখাত ধরে বয়ে যাওয়া ম্যালিন নদীর সশব্দ ধারা, অন্যদিকে পাহাড়ের গায়ের ছোট-বড় গাছগাছালি মিলে কেমন একটা মোহময় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। আরেকটু ওপরের দিকে হাঁটার পরেই তৃতীয় ব্রিজ। এখানে আবহাওয়া অন্যরকম, আদিম কুয়াশাময় আচ্ছন্ন পরিবেশ। তৃতীয় ব্রিজের আগেই রাস্তার ধার ঘেঁসে কয়েকটা অবজার্ভেশন প্ল্যাটফর্ম, সেখান থেকে নীচে এপাশে-ওপাশে তাকিয়ে খুব ভালো করেই আবিষ্কার করা যায় এই গিরিখাতের প্রাচীন সৌন্দর্য। তৃতীয় ব্রিজের পরে আর বাঁধানো রাস্তা নেই। গিরিখাতের ধার ঘেঁষে পাহাড়ের গা কেটে তৈরি পায়ে-চলা পথ। এই সরু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতেই একসময় চলে এল চতুর্থ ব্রিজ। রাস্তার দুপাশ ঝোপঝাড়ময়, মনে হচ্ছে কোনও জনমানবহীন পাহাড়ি গ্রামের রাস্তা ধরে আমরা হাঁটছি। চতুর্থ ব্রিজ থেকে পঞ্চম ব্রিজে যাওয়ার পথে দেখলাম পাথরের দেওয়াল বেয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছে। তানিয়া জানাল এটা নাকি একটু দূরের মেডিসিন লেকের জল। সারাবছর ধরে এভাবেই নাকি চুঁইয়ে পড়ে ম্যালিন নদীতে। আরও খানিকটা এগিয়ে গেলে পৌঁছনো যেত ষষ্ঠ ব্রিজে, সেখান থেকে আরও ভালো দেখা যেত। কিন্তু তানিয়া জানাল আমাদের ফিরতে হবে। এবার আমরা ফিরে এলাম ম্যালিন লেক রোডে, আমাদের টি-হাউসে নামিয়ে বাস চলে এসেছিল এখানে। দু-ঘণ্টায় এই চার কিলোমিটার ট্রেকিং মনে থাকবে এর অনাবিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য।

এবার বাস চলল ভ্যাঙ্কুভারের দিকে। মাঝখানে সানপিকে একরাত থাকা। তবে হিন্টনের হোটেলের অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। যে বয়স্ক ভদ্রলোক রিসেপশন কাউন্টারে আমাদের নাম নথিভুক্ত করে ঘরের চাবি দিয়েছিলেন, বিকেলে তিনিই নিজে হাতে সবাইকে চা খাওয়ালেন। আমার ঘরের খারাপ সিস্টার্ন সারাতে যিনি এলেন, তিনিও এই একই ব্যক্তি। পরদিন সকালে বাসের ডিকিতে মাল ওঠানোর সময়ও তিনিই হাত লাগালেন। সবশেষে বাসে সবাই বসে যাওয়ার পর তিনিই গিটার বাজিয়ে গান গাইলেন, যার মর্মার্থ 'আমায় ভুলো না, আবার এসো বন্ধু'। বাস ছাড়ার পর তানিয়া জানাল ইনিই হোটেলের মালিক-কাম সবকিছু। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের মানেটা ভালো করে বুঝলাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কানাডিয়ান রকিস অঞ্চলে প্যাকেজ ট্যুর করায় মার্কিন পর্যটন সংস্থা ক্যারাভ্যান। ক্যালগেরি থেকে ওয়াটার ইন পার্ক, গ্লেসিয়ার ন্যাশনাল পার্ক, বানফ ন্যাশনাল পার্ক, আইসফিল্ড হয়ে ক্যালগেরি ফিরে আসা পর্যন্ত ৯ দিনের প্যাকেজের খরচ জনপ্রতি ১,২৯৫ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭২ হাজার টাকা। বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট: www.caravan.com। এছাড়াও প্রয়োজনে দেখতে পারেন কানাডা পর্যটনের এই ওয়েবসাইট: http://in.canada.travel

The Leo Hotel
GANGTOK
For Booking Call
9831199325, 9433975566.
Kolkata Booking Address:
109, Kanungo Park, Garia, Kolkata-700084
SIKKIM PACKAGE TOURS
Cover Gangtok, TsomgoLake, BabaMandir, Yumthang Valley, Gurudongmar Lake, Namchi, Pelling etc.

অনুপম স্পেশ্যাল
▲ নৈনিতাল-মুন্সিয়ারি (12 দিন) 22/5
▲ কেরালা, কন্যাকুমারী (13 দিন) 22/2
▲ এলাহাবাদ, বারাণসী, লখনউ (9 দিন) 20/2
▲ কাশ্মীর, বৈষ্ণোদেবী (14 দিন) 11/3, 22/4, 20/5
▲ গুজরাট (13 দিন) 9/3
▲ সিমলা-কুলু-মানালি (11 দিন) 27/4, 17/5, 29/5
▲ সিমলা-সাংলা-কল্পা (12 দিন) 27/4, 17/5, 29/5
13, Royd St. 3rd Floor, Room No. 4
(033) 30241060 / 22275929 / 9830064527.
email: anupamtours@gmail.com

কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা ও মুক্তিনাথ সহ নেপাল প্যাকেজ
Dream Indo Nepal Tours & Travels Pvt. Ltd.
Thamel, Kathmandu, Nepal-00977
▲ মুক্তিনাথ ▲ কাঠমান্ডু ▲ পোখরা ▲ চিতওয়ান
▲Leendrini ▲Manakamana ▲Dhoran ▲Tansen
হোটেল ও গাড়ি বুকিং
আপনার পছন্দমতো দিনে Luxury/budget প্যাকেজ
KAILASH & MANSAROBAR YATRA-2013
Booking is going on
Kailash Fitness Camp
March & April 2013
free for all participants
• Kailash Season (May-Sept.)
• Age Limit – DOB 1/1/1948
• Fitness certificate – required
• Passport – Minimum 8 months validity from the departure
Only 3 groups from Kolkata
group (35-50) person
Dream Indo Nepal Tours & Travels Pvt. Ltd.
Kol office: 156A, Lenin Sarani, Kol-13
2215-2041, 98316 63939 / 98360 63472
dreamsworldtours@gmail.com

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ' জুলাই ২০০৪ সংখ্যা থেকে

অমরনাথ যাত্রা

পঞ্চতরণী থেকে বেলা বাড়ার আগেই আমরা রওনা হলাম অমরনাথ গুহার উদ্দেশে। শেষের এই পথ আরও দুর্গম আর চড়াই। মাঝেমধ্যেই হাঁটতে হবে হিমবাহের ওপর দিয়ে। এর ওপর দিয়ে হাঁটার সময় কষ্ট ও বিপদ বেশি। ঠান্ডায় জমে যাচ্ছে পা। পথের মধ্যে নানা স্থানে বরফ ভেঙে গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেইসব এড়িয়ে লাঠির ওপর ভর করে সাহস নিয়ে হেঁটে চলেছি আমরা। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর পৌঁছলাম সানসিগাপারিতে।

পথের মাঝে চায়ের দোকানে কিছুক্ষণের যাত্রাবিরতি। এরপর আবার হাঁটা শুরু। সবুজহীন পাহাড়ি উপত্যকা দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এরপর পথ চলা বিশাল এক হিমবাহের ওপর দিয়ে। অমরনাথ যাত্রাপথের সবচেয়ে বড় এই হিমবাহ। তলা দিয়ে বয়ে চলেছে অমরগঙ্গা নদী। তার ওপর বরফের ঝুলন্ত সেতু ছুঁয়ে আছে দুপাশের পাহাড়শ্রেণীকে। মাঝেমধ্যেই হিমবাহের বুকে ফাটল দেখা যাচ্ছে। বিপজ্জনক এই পথ পেরিয়ে আমরা অবশেষে পৌঁছলাম অমরনাথ গুহার পাদদেশে। সময় তখন মাঝদুপুর।

অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়

কচ্ছের জলে ডাঙায়

পরদিন সকালে উঠে বোঝাই দায় যে আজ ইংরিজি নববর্ষ। ব্রেকফাস্ট সেরে বেরলাম সকাল দশটায়। দ্বারকা পৌঁছবার ঘণ্টাখানেক আগে চড়কলার কাছে রঞ্জিতপুর গ্রামে মেলা বসিয়েছে হাজারখানেক ডেময়জেল ক্রেন। ক্যাকর ক্যাক আওয়াজে কান পাতা দায়। বেশ বড় আকারের এই পাখির দল প্রতি বছরই এখানে উড়ে আসে সুদূর মাঞ্চুরিয়া, ইউক্রেন এইসব অঞ্চল থেকে। পায় গ্রামের লোকের আতিথেয়তা আর ভালোবাসা। এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে মোরাম রাস্তা গেছে ওখা রণের বুক চিরে। দুপাশে নোনাজল আর নোনামাটি অনেকটা বিস্তীর্ণ ব্যাকওয়াটারের মতো। তবে গাছপালা প্রায় নেই। শুধুই থইথই জলে লেসার ফ্লেমিংগোর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলা। সঙ্গে কিছু স্পুনবিল, আইবিস, পেলিক্যান।

সন্ধ্যা ছটা নাগাদ উঠলাম একেবারে আরবসাগরের ধারে গায়ত্রী শক্তিপীঠের লজে। পাশেই সাজানো পার্ক আর লাইটহাউস। এখান থেকে মিনিট দশেকের হাঁটাপথে দ্বারকাজির মন্দির। দ্বারকায় থাকার আসল উদ্দেশ্য পরদিন এখান থেকে গাড়ি নিয়ে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে সাগরপাড়ে পোশিত্রা ঘুরে আসা। পোশিত্রার সাগরপাড়ে বেশ কিছু ছোট বড় গ্রাম। পোশিত্রা যাওয়ার পথের সৌন্দর্য অসাধারণ। সরু কাঁচারাস্তার দুপাশে যতদূর চোখ যায় দেড় মানুষ সমান উঁচু ক্যাকটাসের ঝাড়। গ্রাম থেকে এক যুবককে পাকড়াও করে তাকেই গাইড সাজিয়ে আমরা পৌঁছলাম মাঝসাগরে ভারুবেটের লাকু পয়েন্টে। ভাটা না হলে অবশ্য এখানে যাওয়া অসম্ভব। বিরাট এলাকা নিয়ে অজস্র কোরাল পুল। অর্থাৎ পাথরে ঘেরা ছোট ছোট জলাশয়ের মাঝে সাগরের জমা জলের তলায় প্রবাল রাজ্য। তাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের সাগরপ্রাণী।

জয়দীপ সরকার

ফুলের উপত্যকা

পরদিন সকাল ছটার সময় রওনা হলাম হেমকুণ্ড সাহিবের দিকে। সঙ্গে নিলাম ক্যামেরা, জলের বোতল, বর্ষাতি, শুকনো খাবার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। ঘাংঘারিয়া থেকে সাড়ে ৫ কিলোমিটার দূরে হেমকুণ্ড সাহিবের অবস্থান। এই সাড়ে ৫ কিলোমিটারের উচ্চতা বাড়ে প্রায় ৫,৫০০ ফুট। কাজেই খাড়া চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে হয়। প্রথম আধ কিলোমিটার দূরে বনবিভাগের চেকপোস্ট। সেখান থেকে বাঁদিকের রাস্তা চলে গেছে ফুলের উপত্যকার দিকে, সোজা রাস্তা উঠে গেছে হেমকুণ্ডের দিকে। পাথরের স্ল্যাব দিয়ে বাঁধানো অসমতল রাস্তায় ঘোড়ায় ধাক্কা থেকে শরীর বাঁচিয়ে উঠতে লাগলাম। যত ওপরে উঠছি, বড় গাছ কমে আসতে লাগল। অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্য সামান্য হাঁটার পরই হাঁপ ধরতে লাগল। একটু বিশ্রাম, আবার হাঁটা, এভাবেই পথ চলতে লাগলাম। শিখ তীর্থযাত্রীরা চলেছেন দল বেঁধে। তাদের সমস্বর জয়ধ্বনিতে ঝিমোনো ভাব কেটে গেল অনেকখানি। হেমকুণ্ডের ১ কিলোমিটার আগে রাস্তা দুভাগ হয়েছে। সিঁড়িপথ সোজা উঠে গেছে হেমকুণ্ডে। বাঁপাশে গ্লেসিয়ার। ডানদিকের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ, ঘোড়া চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট এই পথ। কষ্ট কম বলে উঠতে লাগলাম এই পথ বেয়েই। চারদিকে ফুটে আছে ব্রহ্মকমল। এর সংখ্যা নাকি ক্রমেই কমছে। ব্রহ্মকমল রক্ষার জন্য চালু হয়েছে নানারকম বিধিনিষেধ। বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে অনেকেই সংগ্রহ করছেন একাধিক ফুল, স্মারক হিসেবে। বেলা প্রায় এগারোটার সময় পৌঁছে গেলাম আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। কুণ্ডের টলটলে জল বরফ-শীতল, তার মধ্যেই অনেকে ডুব দিচ্ছেন। কয়েকটি গ্লেসিয়ার নেমে এসেছে কুণ্ডের জলে।

বিদ্যুৎবরণ পণ্ডিত

কারগিল

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙল আজানের ডাকে। কারগিল ভ্রমণের শুরুতেই এমন একটি মধুর অভিজ্ঞতায় মন ভরে উঠল। শহর দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। ঠিক করলাম হোটেলের বাইরেই প্রাতরাশ সারব। ঘরের বাইরে পা দিতেই দেখি নীল আকাশের নীচে কারগিল শহর সকালের সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। হোটেল থেকে বেরিয়েই একটা খাবারের দোকান আবিষ্কার করে ঢুকে পড়লাম। দোকানে খদ্দেরের সংখ্যা ছয়-সাত জন। কারও হাতে শুধু বড় চায়ের গ্লাস, কেউ আবার বড় রুটি আর চা দিয়ে নাস্তা সারছেন। ঠিক যেন সেই কাবুলের রুটি। গোটা একটা রুটি আমার মধ্যাহ্নভোজনের পক্ষে যথেষ্ট। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা অনর্গল কথা বলে চলেছে। কথার একবর্ণও আমার বোধগম্য হল না। হবে কী করে? এরা যে বালতি ভাষায় কথা বলছে। বালতি হল বালতিস্তানের অধিবাসীদের ভাষা। বালতিস্তান বর্তমানে পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ।

রবীন চক্রবর্তী

কাবেলী নদী পেরিয়ে
খেওয়াং গ্রামের পথে

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

লেখা ও ছবি: বসন্ত সিংহ রায়

দেওয়াং গ্রামে

২০১০-এর ১৭ মে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণের পরের বছরই বসন্ত সিংহ রায় পৌঁছে যান কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গে। ২০১১-এর ২০ মে। এই দুঃসাহসী হিমালয়-অভিযাত্রীর কলমে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গাভিযানের ধারাবাহিক ধারাবিবরণী। দ্বিতীয় পর্ব।

কাবেলী নদীর ওপর ঝুলন্ত ব্রিজ

রাত দশটার দার্জিলিং মেলে আমাদের টিকিট। আমি অবশ্য সাড়ে আটটার মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছি শিয়ালদা স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। সঙ্গে মা, শ্রীতি আর রমিত এসেছে, বিদায় জানাতে। খানিকক্ষণ পরে এল শ্রীতির দাদা বিজিত। দেবাশিসের মামা ওর মাকে নিয়ে এলেন। আগে আসার একটা কারণ, কলকাতার একটি জনপ্রিয় টিভি চ্যানেল যাত্রা শুরুর আগে আমাদের সাক্ষাৎকার নিতে চায় বলে আগেই জানিয়েছিল। চ্যানেলের সাংবাদিক সুস্মিতাও ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে। সংস্থার অন্যান্য সদস্যরাও এবার আসতে লাগল একে একে। সুস্মিতার ট্রেকিং করার অভিজ্ঞতা আছে, অনেক প্রশ্ন লিখে এনেছে। অনেকক্ষণ ধরে শুটিং চলল। তারপর কেউ গোড়ের মালা পরিয়ে দিলেন, কেউ হাতে তুলে দিলেন পুষ্পস্তবক। আমার আর দেবাশিসের আশেপাশে তখন অনেক শুভানুধ্যায়ীর জটলা।

এদিকে সময় হয়ে এল ট্রেন ছাড়ার। আমাদের তেমন তাড়া নেই। আমি আর দেবাশিস— মোটে তো দুজন, সঙ্গে তেমন বেশি লাগেজও নেই। আর, সংস্থার যে সদস্যরা আমাদের নেপাল বর্ডার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে বলে আমাদের সঙ্গে চলেছে, সেই অশোক রায়, তারক সেন আর সৌরভ সিঞ্চন মণ্ডলের সঙ্গে শুধু ন্যাপস্যাক। সব প্রস্তুতি সারা, যদিও দেবাশিসের সৌজন্যে আসল নাটকটা শুরু হল এর পরেই। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে নির্দিষ্ট কামরায় উঠে দেখি, আমাদের আসনে অন্য লোক বসে আছে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তর্কাতর্কি হল। আর তারপরই দেবাশিসের কাছ থেকে টিকিটটা চেয়ে নিয়ে ভালো করে মিলিয়ে দেখি সেটা একমাস পরের টিকিট। টিকিট কাটার দায়িত্ব ছিল দেবাশিসের ওপর। তারিখ গুলিয়ে ফেলে একমাস পরের একই দিনের একই ট্রেনের টিকিট কেটেছে। হায়-হায় করে উঠল মনটা। মুহূর্তে সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ল দেবাশিসের ওপর। রাগ হচ্ছে, একই সঙ্গে কপাল চাপড়াতেও ইচ্ছে করছে। ততক্ষণে যদিও সঙ্গীদের মধ্যে ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছে। কেউ ছুটেছে জেনারেল কম্পার্টমেন্টের টিকিট কাটতে। কেউ চেকারের কাছ থেকে খবর নিয়ে এল ফার্স্ট ক্লাস-এসিতে দুটি আসন এখনও খালি। অনেক বেশি টাকা খরচ হলেও এখন আর অন্য উপায় নেই। ঠিক হল, দেবাশিস আর আমি যাব ফার্স্ট ক্লাস-এ সিতে। অশোকদারা হাঁটা দিল জেনারেল কম্পার্টমেন্টের দিকে।

একটা ঝড় বয়ে গেল যেন সকলের মাথার ওপর দিয়ে। আর অযথা সময় নষ্ট না করে আমরা ট্রেনে উঠে পড়লাম। তার আগে মাকে আর দেবাশিসের মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়েছি। ছেলের মাথায় হাত রেখে স্নেহ দিলাম, শ্রীতির কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ডাঃ মহাপাত্র হেসে বললেন তোদের কপালে ফার্স্ট ক্লাস এ সিতে যাওয়াই নির্দিষ্ট ছিল। এত কাণ্ডের পর দেবাশিস একটু মনমরা। কিন্তু আমি তো দেবাশিসকে চিনি— আমার কত দিনের সঙ্গী!

ট্রেন চলতে শুরু করল। দেবাশিসকে বললাম, রাতের খাবারদাবারের ব্যবস্থা করতে। ও খেয়ে এসেছে। কিন্তু আমার খাবার আছে তারকদের সঙ্গে। একসঙ্গে যাব ঠিক ছিল, দলছুট হওয়ার পর খাবার নেওয়ার কথা মনেও আসেনি। অগত্যা ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। পরে অবশ্য তারক এসেছিল খাবার নিয়ে, রুটি আর শ্যামবাজারের বিখ্যাত গোলবাড়ির মাংস, কিন্তু অত মশলাদার খাবার খেতে ইচ্ছে করল না। বর্ধমানে ট্রেন থামার পর হঠাৎ দেবাশিস বলল, রাজীব এসেছে। মনে পড়ল, বর্ধমানের রাজীব মণ্ডল আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল। রাত তখন বারোটা। এক প্যাকেট সীতাভোগ নিয়ে হাজির রাজীব। হাতে দিয়েই নেমে গেল।

সকাল সাড়ে নটায় পৌঁছলাম শিলিগুড়ি। পাসাংকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম শিলিগুড়িতে অনিমেষ বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেইমতো পাসাং আটটার সময়ই দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়িতে পৌঁছে গিয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে অনিমেষদা এবং আরও অনেকে আমাদের নিতে এসেছিল। আমরা হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের অফিসে গিয়ে বসলাম। দেখি খবর পেয়ে অনেক সাংবাদিক-বন্ধুও এসে পড়েছেন। এদিকে পেম্বা ক্রমাগত ফোন করে তাড়া দিচ্ছে। কারণ ও কাঠমাণ্ডু থেকে নেপাল বর্ডারে এসে বসে আছে। গাড়িও ঠিক করা আছে। আমরা গেলেই গাড়ি ছাড়বে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওনা দিলাম কাঁকড়ভিটার উদ্দেশে। একটার মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম বর্ডারে। পেম্বা তাড়াতাড়ি আমাদের জিনিসপত্র একটা মারুতি ভ্যানে তুলে দিল। এবার অশোকদাদের বিদায় দেবার পালা। সকলে মিলে আখের রস খেলাম। সৌরভ, তারক আর অশোকদাকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানালাম। মনটা হঠাৎ খারাপ লাগতে লাগল।

গাড়ি এগিয়ে চলল আর ওরা ক্রমে পিছনে সরে যেতে যেতে একসময় দৃষ্টিপথ থেকেই হারিয়ে গেল। ওদের সঙ্গে যেন হারিয়ে গেল আমার চেনা শহরটা, আমার বাসভূমির গন্ধ। এতক্ষণে চারপাশের দৃশ্যে চোখ রাখলাম। চারালি মোড় থেকে চলেছি ইলামের পথে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ইলাম। এখান থেকে আবার গাড়ি বদল করতে হবে। গাড়িও প্রস্তুত। সেই জিপে আমাদের আরও জিনিস আগে থেকেই ছিল। এবার আমাদের সঙ্গে আসা জিনিসপত্রও লোড করে গাড়ি চলতে থাকল। যাব মেডিবুং। রাস্তা বেশ ভালো। বেশি চড়াই-উতরাই নেই। সিকিমের মতো সব গ্রাম। কিন্তু সেদিন আর মেডিবুং পৌঁছনো হল না। রাত আটটা নাগাদ ফিডিমে আমরা থেকে গেলাম। আরও ঘণ্টা তিনেকের পথ গেলে হয়তো আমরা পৌঁছে যেতাম মেডিবুং, কিন্তু ড্রাইভার রাজি হল না। ফিডিমে ভালো হোটেল পাওয়া গেল না। হোটেলের খাবারও খারাপ। কিন্তু উপায় কী? ঠিক হল ভোর চারটের সময়ই আমরা রওনা হব।

৩০ মার্চ, ২০১১

ভোর ৩টে ৩৫ মিনিটেই আমরা বেরোনোর জন্য তৈরি। ভাবছি জায়গাটা ফিডিম না হয়ে যদি কলকাতা হতো, তাহলে এই শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে কোথাও বের হওয়ার জন্য কত পরিকল্পনাই না করতে হতো! আর এখানে মাত্র ৫ মিনিটে আমরা তৈরি, গাড়িও চলতে আরম্ভ করেছে। কিছুদূর গিয়ে চেকপোস্ট। পেম্বা নেমে কাগজপত্র দেখিয়ে চলে এল। রাস্তা খুব একটা ভালো নয়। কোথাও কোথাও সবে তৈরি হচ্ছে। আর যেখানেই রাস্তা তৈরি হচ্ছে তার পাশে ড্রেনও তৈরি হচ্ছে, বৃষ্টির জল দ্রুত নেমে যাওয়ার জন্য। মেডিবুং পৌঁছে গেলাম সকাল ছ'টার মধ্যে। এখানে দেখি লীলাবতী, তাসি, দাওয়া, নরবু আর আশ্রমকে। আর কুলিরাও হাজির। আমাদের জন্যেই সকলে অপেক্ষা করছে। দ্রুত ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। কুলিরা বোঝা তৈরি করে ফেলল। সকাল ন'টা নাগাদ চলা শুরু। তবে প্রয়োজনের তুলনায় কুলি এসেছে কম। লাগবে ২৮ জন। প্রত্যেকে নেবে ২৫ কিলোগ্রাম করে বোঝা। কিন্তু সাকুল্যে কুলি মাত্র ১৬ জন। ফলে প্রত্যেকেই দ্বিগুণ বোঝা নিয়ে চলতে লাগল। কুলি পাওয়া যায়নি, নাকি বেশি রোজগারের ফিকির, কে জানে!

শুরু হল আমাদের হাঁটা। প্রথমেই দুই হাজার ফুট নীচে কাবেলী নদীর তীরে নেমে গেলাম। তারপর আবার কাবেলী নদীর ধার থেকে উঠতে লাগলাম। এই প্রথম আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে তৃতীয় দিনেই ট্রেকিং শুরু করলাম। এরকম অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। বাড়ির সঙ্গেও যোগাযোগ করা যাবে না। একবার পেম্বার মোবাইল থেকে চেষ্টা করলাম। কিন্তু টাওয়ার পাওয়া গেল না। মনটা ভালো নেই। কারণ জানি না।

প্রথম দিনের রাস্তা বেশ ভালো। কাবেলী নদীর তীরে যতটা নেমেছিলাম ঠিক ততটাই ওঠার পর গাড়ি-রাস্তা পেলাম। তবে এখনও তৈরি হচ্ছে। ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি আর নেপালি উপজাতীয় লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে করতে এগোচ্ছি। পাসাং আমাদের সঙ্গেই চলেছে। পেম্বা, তাসি-রা আসছে কুলিদের সঙ্গে। একটা জায়গায় এসে অপেক্ষা করতে থাকি ওদের জন্য। আশেপাশে কয়েকটা ঘর। এখানকার লোকদের বেশ

অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়। মুরগি, গরু, শুয়োর ছাড়াও অনেক কিছুর চাষ হয়। একটা বাড়ির দাওয়ায় দেবাশিস আর আমি বসেছি দেখে এক বয়স্কা মহিলা কম্বল বিছিয়ে দিলেন। এই আন্তরিক আতিথেয়তাটুকুর জন্য কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল মন। এদিকে, কুলিরা আসতে দেরি করছে। অভিযাত্রীদের ছাড়া যেমন এদের চলবে না, যেহেতু এটাই এদের পেশা, অভিযাত্রীদেরও তেমনি এদের ছাড়া চলবে না, কারণ প্রত্যেকটা সফল অভিযানে এদের একটা বিরাট ভূমিকা থাকে। এই অঞ্চলে এখন প্রচুর এলাচের চাষ হচ্ছে, আর তার দামও বেশ ভালো পাওয়া যায়। ফলে, ইদানীং এই অঞ্চলে কুলি পাওয়া মুশকিল।

মেডিবুং হচ্ছে পঞ্চথর জেলায়। তবে, আমাদের কুলিরা এসেছে তাপলেজুং জেলা সদর থেকে। আমরা কাবেলী নদী পার হয়ে তাপলেজুং জেলার মধ্য দিয়েই যাচ্ছি। কাঞ্চনজঙ্ঘাও ভৌগোলিকভাবে এই জেলাতেই। ক্রমশ আমরা পৌঁছে গেলাম আমেদিন গ্রামে। এখানেই আজকের যাত্রাবিরতি। একটা স্কুলবাড়িতে রাতটা কাটল। লীলাবতী আমাদের খাসির মাংস ও ভাত খাওয়াল। কুলিরাও সব একে একে এসে হাজির হল।

৩১ মার্চ, ২০১১

সকালেই আবার আমরা রওনা হলাম। চড়াই উতরাই রাস্তা। পথে প্রচুর ফুল। আর গ্রামের ফুলের মতো বাচ্চারা। চোখাচোখি হলে সকলেই বলে 'নমস্তে'। কেউ কেউ ইংরিজিতে নাম জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছি জানতে চায়। পকেট থেকে লজেন্স বের করলেই দৌড়ে কাছে আসে আর হাত জোড় করে লজেন্স নেয়। সরল শিশুগুলোর মুখের হাসি খুব ভালো লাগছিল। ছবি তুলছিলাম প্রচুর। প্রকৃতির, প্রজাপতির, বাচ্চাদের আর তার সঙ্গে গ্রামের মহিলা-পুরুষদের। মনে মনে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সহকর্মীদের, যারা আমাকে নিকনের এই ডি-৩০০০ ক্যামেরাটা উপহার দিয়েছে।

এদিকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। কিছুক্ষণ পর আবার একটা গ্রাম, আবার একটু বসে যাওয়া। পাসাং জিজ্ঞেস করল, ঘোল খাব কিনা। খেয়ে নতুন করে চলার শক্তি ফিরে পেলাম। খেওয়াং গ্রামে আমরা কোথায় থাকব তা নিয়ে একটা চিন্তা দেখা দিয়েছে। শুধু আমরা থাকার জায়গা পেলেই তো হবে না, কুলিরাও যাতে কাছাকাছি থাকতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। জিনিসপত্র যদিও আমাদের পাহারাতেই থাকবে। সাবধানের মার নেই, কোনও একটা জিনিস খোয়া গেলেই অভিযানের সমস্যা। উপরন্তু বাড়ির জন্যও আজ মনটা একটু উৎকণ্ঠিত। রমিতের রেজাল্ট বেরোবে আজ। কিন্তু আজও বাড়িতে ফোন করতে পারিনি। খেওয়াং গ্রামের শুরুতেই যে বাড়িটা, সেখানেই আমরা থাকলাম। কুলিরাও কাছাকাছি থেকে গেল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমাদের খাবার ব্যবস্থা নীচে। লীলা তার দলবল নিয়ে খাবার তৈরি করতে লেগে গেল। এখানেও অনেক বাচ্চা। ওদের খেলা দেখে সময় কাটাচ্ছি। একটা কালো পাথর ওপরে ছুড়ে তাড়াতাড়ি নীচের পাথরগুলো জমা করার খেলা। কত গল্প করব দেবাশিসের সঙ্গে? ডায়েরি লেখাতেও মন বসছে না। মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে আজ সারাদিন। ভাবছি আর কক্ষনও আসব না। অনেক হল, এবার ছাড়ব। কিন্তু পারি কই? ফিরে গিয়েই আবার কবে আসব ভাবতে থাকি। কী বিচিত্র মানুষের মন! এখানে এলে মনে হয় আমার ওটাই ভালো। আবার ওখানে গেলে মনে হয়, কবে পাহাড়ে যাব!

১ এপ্রিল, ২০১১

খেওয়াং থেকে আবার হাঁটা শুরু হল। পথের ধারে বেশ কয়েকটা ঘর। সঙ্গে দোকান। ওপরে ধাপচাষ। একটা দোকান থেকে দেবাশিস খাতা কিনল। তারপর দেবাশিস আর আমি যেই ওদের সুখী পরিবারের ছবি তুলেছি অমনি সরল মনে ভদ্রমহিলা আমাদের কাছে আবদার করলেন, ছবিটির একটি কপি পাঠাবার জন্যে। আমি বিব্রত, কারণ আশ্বাস দিয়ে পরে পাঠাতে পারব না, সে বড় গ্লানির ব্যাপার। তাই ডিজিটাল ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারেই ছবিটি দেখালাম। ওরা তাতেই খুশি।

পথ আজকেও বেশ চড়াই-উতরাই। পাশ দিয়ে অন্য দলের দু-একজন কুলি চলেছে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানের জিনিসপত্র পৌঁছাতে। যেসব বিদেশি দল কাঞ্চনজঙ্ঘায় অভিযান করতে আসে তারা কেউই এই পথে হাঁটে না। বেশিরভাগই আসে হেলিকপ্টার-যোগে কিংবা অন্য পথে ঘুনসা হয়ে। তাই এ পথে শুধুই আমরা চলেছি। পথরেখা এভারেস্টের মতো ভালো নয়। ট্রেকার কম বলে থাকার জায়গা আর খাওয়াদাওয়াও তত ভালো নয়। আজ আমরা যাচ্ছি ইয়ামফুদিন। ইয়ামফুদিনেই আছে কাঞ্চনজঙ্ঘা কনজারভেশন এরিয়াতে ঢোকার চেকপোস্ট। এই পথে প্রচুর উঠে যাওয়া-নেমে আসা। দুটো পাস আজ আমরা পার হব। তার একটা হচ্ছে একচানা পাস। তারপর ওটাম নামে এক ছোট্ট গ্রামে নেমে আর একটা পাস অতিক্রম করে পৌঁছব সেখানে। ইয়ামফুদিন চেকপোস্ট বেশ ভালো জায়গা। অনেক ঘরবাড়ি আছে। জমিতে আলু, ভুট্টা, বাঁধাকপি, রাইশাক, সরষে চাষ হয়। আর সবচেয়ে সুখের কথা, এখানে টেলিফোনের সুবিধা আছে। ইয়ামফুদিনে আমরা পৌঁছে গেলাম বারোটায়। সঙ্গে আনা প্যাকড লাঞ্চ খাওয়া হল। সঙ্গে গরম চা। ঘণ্টাখানেক এখানে কাটিয়ে আবার চড়াই ভাঙা শুরু করলাম। এই কদিন আমরা যেসব গ্রামের মধ্য দিয়ে এসেছি সেখানে সকলেই ছিলেন হিন্দু। কিছু খ্রিস্টধর্মাবলম্বীও ছিলেন। আর আজ যেখানে আমাদের রাত্রিবাস, সেটা শেরপা গ্রাম। গ্রামের সকলেই বৌদ্ধধর্মের অনুগামী। শুধু মানুষই নয়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয় ঘটছে।

পাসাং আগে এখানে এসেছে। আমাদের কুলিদের যে কন্ট্রাক্ট নিয়েছে, সেই শিরিং শেরপার বাড়ি এই শেরপা গ্রামে। ইয়ামফুদিন চেকপোস্ট থেকে প্রায় হাজার ফুট উঁচুতে এই গ্রাম। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। হঠাৎ একটা টুকটুকে লাল পাখি দেখতে পেলাম, সেইসঙ্গে চোখে পড়ল একটা হলুদ রঙের পাখিও। আমার ২০০এম এম টেলি লেন্স দিয়ে ভালো ছবি উঠল না। পরে, টুনটুনির থেকেও ছোট একটা পাখি পেলাম, কি নাম জানি না, সেটিরও ছবি তুলতে পারলাম না।

শেরপারা যেমন পরিশ্রমী, তেমনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্বভাবের। তাদের গ্রামটিও চোখজুড়োনো। শিরিং-এর হোটেল-কাম-বাড়িটার নাম রেখেছে ইয়ামফুদিন গেস্টহাউস। সামনে বিশাল সবুজ ঘাসের লন। দোতলায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। সোলার লাইট আছে, আর আছে ফোন। চা খেয়ে বাড়িতে শ্রীতিকে ফোন করলাম। ছেলে মোটামুটি রেজাল্ট করেছে। রমিত বলল, ভারতীয় দল পাকিস্তানকে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে গোহারা হারিয়েছে। শ্রীতিও বলল, ভালো আছে। কিন্তু আমি জানি যতদিন না ফিরব, ওরা ভালো থাকবে না। এটাই স্বাভাবিক। বললাম, আবার ১০-১২ দিন পর ফোন করব। কারণ মূল শিবিরের আগে আর ফোন করার সুযোগ নেই। যদিও সেখানে খরচ খুব বেশি। এখানেই বা কম কী? দেবাশিস আর আমি মিলে ১০ মিনিট কথা বললাম। তাতেই ২০০০ টাকা (নেপালি) চেয়ে বসল। অবশ্য পরে পেম্বা ১০০০ টাকায় রফা করল। তবে, এত দূরে এসে প্রিয়জনদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে এমনিতেই মন ভালো হয়ে যায়। আবার কবে কথা হবে কে জানে! আজ রাত্রের ডিনারটাও খুব ভালো হল। লীলা গ্রাম থেকে চিকেন নিয়ে এসেছে। বিকেল থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিও থেমে গেল সন্ধের সময়। এরই মধ্যে একটা কোরিয়ান ট্রেকিং-দল হাজির। ওরা লনে তাঁবু খাটালো। তারপর একটা শুয়োর কাটল। প্রচুর মাংস। সেটা পুড়িয়ে ছাড়িয়ে এক বোঝা মাংস হল। এদিকে পয়সার লোভে আমাদের কুলিরা অনেক বোঝা বয়ে চলেছে, কিন্তু আর পারছে না। এখানে ওরা কিছু বোঝা রেখে হালকা হয়ে, তবে সামনে যাবে। বাকি বোঝা কবে যাবে তার ঠিক নেই। তবে, পেম্বা নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করবে!

ক্রমশ

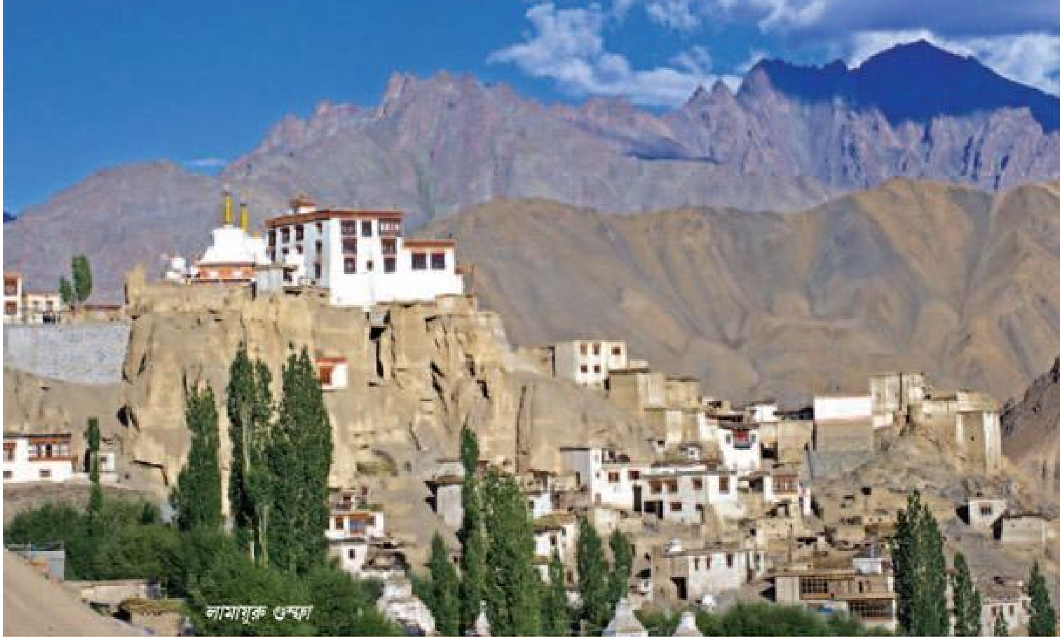

লামায়ুরু গুম্ফা

লে থেকে কারগিল হয়ে দ্রাস

লেখা: রবীন চক্রবর্তী
ছবি: ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

নিমুতে সিন্ধু আর জাঁসকার নদীর সঙ্গম

কারগিল থেকে সুরু নদীর ধার দিয়ে পথ। সুরু আর দ্রাস নদী যেখানে মিলেছে, সেখান থেকে দ্রাসের তীর ধরে পথ গিয়েছে দ্রাসের দিকে। লে শহর থেকে লামায়ুরু, মুলবেক, কারগিল, পাশকুম হয়ে দ্রাস— এই ভ্রমণকথায় পথেই-চেনা মানুষদের হৃদয়ের স্পর্শ পাবেন।

কারগিল দিবস উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি

লাদাখ ভ্রমণের শেষ পর্বে এসে আজ ১৯ জুলাই, ২০১২ আমরা লে-শ্রীনগর জাতীয় রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছি। ভ্রমণসূচি অনুসারে আজ আমরা কারগিল অতিক্রম করে দ্রাস শহরে গিয়ে রাত্রিবাস করব। লে থেকে কারগিলের দূরত্ব ২৩০ কিলোমিটার আর কারগিল থেকে দ্রাস ৬০ কিলোমিটার দূরে। আমরা লাদাখে প্রবেশ করেছিলাম ৪৭৭ কিলোমিটার দীর্ঘ মানালি-লে সড়কপথ ধরে, যা ছিল এক কষ্টদায়ক কিন্তু বৈচিত্র এবং রোমাঞ্চে ভরা যাত্রাপথ।

লে থেকে আমরা রওনা হয়েছি সকাল সাতটা নাগাদ। লে শহর থেকে বেরিয়ে এসে এয়ারপোর্টের পাশ দিয়ে, চওড়া এবং মসৃণ পথ ধরে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলার সময় পথের ডানদিকে চোখে পড়েছে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সেনাবাহিনীর শিবির। এই গুরুত্বপূর্ণ সেনাশিবিরের ওপরেই দায়িত্ব দেওয়া আছে লাদাখের সীমান্তবর্তী এলাকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার।

আমাদের চলার পথের বাঁদিক দিয়ে সিন্ধুনদ বয়ে গিয়েছে, যদিও সিন্ধুর প্রবাহপথ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। লে থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর চোখে পড়ল আরেকটি বড় সেনানিবাস। শিবিরের প্রবেশপথের তোরণে লেখা রয়েছে 'লাদাখ স্কাউটস রেজিমেন্টাল সেন্টার'।

সেনাশিবিরকে পিছনে ফেলে রেখে আরও কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেল দু-পাশের পাহাড়শ্রেণী অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছে। আমাদের গাড়ি চলেছে প্রায়-সমতল এক বিশাল প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে। পাহাড়ের রং যে এত বিভিন্ন রকমের হতে পারে তা চাক্ষুষ করতে হলে লাদাখে আসতেই হবে। পাহাড়ের বর্ণবৈচিত্র প্রত্যক্ষ করতে করতেই একসময় দীর্ঘ প্রান্তর অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম এক শিখ ধর্মস্থানে, যার নাম গুরুদ্বার পাথর সাহিব। এখানে গুরুদ্বার প্রতিষ্ঠা করার ইতিহাসটি বেশ আকর্ষণীয়। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে গুরু নানকদেব ঘুরতে ঘুরতে এই জায়গায় এসে ধ্যানে বসেছিলেন। সেই সময় এখানে বাস করত এক দৈত্য। গুরু নানকের উপস্থিতি তার পছন্দ হয়নি। তাই তাঁকে মারতে সেই দৈত্য কাছের পাহাড় থেকে গড়িয়ে দিল একটি বড় পাথর। ওই বিশাল প্রস্তরখণ্ড গুরু নানককে স্পর্শ করার মুহূর্তে মোমের মতো নরম হয়ে গেল। গুরু নানকের অবয়ব ছাপ রেখে দিল সেই নরম পাথরে। এই পাথরটিকেই ভক্তি সহকারে স্থাপনা করে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই গুরুদ্বার। বর্তমানের বিশাল ভবনটি তৈরি হয় ১৯৮১ সালে, প্রধানত ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৌজন্যে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা গুরুদ্বারের ভেতরে প্রবেশ করলাম। ভেতরে ঢোকামাত্র কানে এল সুমধুর ধর্মীয় সঙ্গীত আর নাকে এল ধূপের সৌরভ। মন্দিরের একজন সেবাদার যত্ন সহকারে সবকিছু ঘুরে দেখালেন। সেই বিশেষ প্রস্তরখণ্ডটি দেখার সৌভাগ্যও হল। বিদায় নেওয়ার আগে প্রসাদ পেলাম— সুস্বাদু হালুয়া, শুকনো ফল এবং গরম চা।

গুরুদ্বার থেকে রওনা হয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর 'ম্যাগনেটিক হিল' নামে একটি ছোট্ট

লামায়ুরু গুম্ফার ৪-৫ কিলোমিটার আগে সম্পূর্ণ নতুন এবং বিচিত্র এক ভূমিরূপ দেখে আমরা গাড়ি থামালাম। পথ-সংলগ্ন পাহাড়গুলির ওপরের অংশ হালকা খয়েরি রঙের অথচ পাহাড়ের নীচের অংশটি হলুদ রঙের বালি দিয়ে গঠিত বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, এই হলুদ অংশটি তীব্র হাওয়া, বারিধারা এবং তুষারপাতের প্রভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে। এমন বিচিত্র ল্যান্ডস্কেপ সমগ্র লাদাখে অন্য কোথাও নেই। এই জায়গাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মুনল্যান্ড'।

পাহাড়ের সামনে গিয়ে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি চালক জানাল এই পাহাড়টির নাকি চৌম্বকশক্তি আছে। আমরা অবশ্য এর কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পেয়ে হতাশ হলাম। হতাশা দূর হল আরও দশ মিনিট পথ চলার পর।

চোখের সামনে এক অসাধারণ দৃশ্য। জাঁসকার নদী দীর্ঘপথ বয়ে এসে মিলিত হয়েছে সিন্ধুনদের সঙ্গে। লাদাখের সবচেয়ে বিখ্যাত দুই নদ-নদীর জলের রং একরকম নয়, সিন্ধুর জল ঘোলাটে, তার তুলনায় জাঁসকার নদীর জল অনেকটাই স্বচ্ছ। জাঁসকার নদীর জলে পুষ্ট সিন্ধুনদের প্রবাহ প্রবল বেগে বয়ে চলেছে উত্তর-পশ্চিম দিকে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে প্রবেশ করার পর নাঙ্গা পর্বতকে প্রদক্ষিণ করে সিন্ধুনদ দক্ষিণবাহিনী হয়েছে এবং বয়ে চলার পথে অসংখ্য অখ্যাত এবং বিখ্যাত উপনদীর জলধারার সৌজন্যে মহানদে পরিণত হয়েছে। সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে এসে সিন্ধুনদ শেষপর্যন্ত আরব সাগরে পড়েছে; করাচি শহরের অদূরেই সিন্ধুর ব-দ্বীপ এলাকা শুরু হয়েছে।

সিন্ধু আর জাঁসকার নদীর সঙ্গমস্থলের মনোমুগ্ধকর শোভা বেশ কিছুক্ষণ উপভোগ করার পর আবার শুরু হল আমাদের পথ চলা। ৪ কিলোমিটার যেতেই পৌঁছে গেলাম নিমু। নিমু মোটামুটি বড় গ্রাম। বাসস্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে দোকানপাট, হাটবাজার যার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি খাবারের দোকান। একটি দোকানে গরম গরম পুরি ভাজা হচ্ছে দেখে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। নিমু গ্রামের ঘরবাড়ি, লোকজনের বসন-ভূষণ, ফসলে পূর্ণ কৃষিজমি, ফলের বাগান আর ব্যাঙ্কের শাখা দেখে বোঝা যায় স্থানীয় অধিবাসীরা আর্থিক ভাবে সচ্ছল।

নিমুর পরবর্তী লোকালয়টির নাম বাসগো, দূরত্ব ৫ কিলোমিটার। নিমুর পর থেকেই সিন্ধুনদ আমাদের সঙ্গী হয়েছে। মাঝেমধ্যে চোখের আড়ালে চলে গিয়ে আবার হঠাৎই দৃশ্যমান হচ্ছে। বাসগো যাওয়ার পথেই চোখে পড়ল একটি বড় সেনাশিবির। জওয়ানদের বৈচিত্রে ভরা দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড দেখাও এক অভিজ্ঞতা। বাসগো গ্রামে প্রবেশ করার আগেই দূর থেকে চোখে পড়ল সাদা রঙের বড় একটি বৌদ্ধ স্তূপ আর বেশ কয়েকটি চোর্তেন। বাসগো গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল সবুজ বার্লির খেত এবং আপেল আর অ্যাপ্রিকট ফলের বাগান। নিমুর মতো এখানেও গ্রামের বয়স্ক মানুষদের হাতে জপের মালা বা ছোট প্রার্থনাচক্র দেখে বোঝা যায় যে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

বাসগো ছাড়িয়ে আরও ৬ কিলোমিটার যাওয়ার পর চোখে পড়ল শ্রীনগরগামী রাজপথ থেকে বেরিয়ে একটি রাস্তা সোজা উত্তরদিকে চলে গিয়েছে। এই পথ ধরে ৯ কিলোমিটার গেলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে লিকির গুম্ফায়। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্মিত লিকির বৌদ্ধমঠ এবং মন্দির লাদাখের অন্যতম বিখ্যাত গুম্ফা। ইতিপূর্বে এই গুম্ফাটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তুষারাবৃত পর্বতশ্রেণীর প্রেক্ষাপটে, টিলার ওপর বিরাজমান লিকির গুম্ফার ছবিটি যে-কোনও দর্শকের মনে চিরতরে স্থান করে নেবে।

এ যাত্রায় লিকির না গিয়ে সোজা পথ ধরে পৌঁছে গেলাম সাসপোল নামের ছোট্ট শহরে। বাসগো থেকে দূরত্ব ১৯ কিলোমিটার।

সাসপোল শহরের প্রায় মাঝখানে রয়েছে একটি বিশাল প্রার্থনাচক্র। বিদেশি পর্যটকদের একটি দল শিশুসুলভ আনন্দ নিয়ে প্রার্থনাচক্রটি ঘুরিয়েই চলেছে আর তাদের কাণ্ড দেখে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের সে কী হাসি।

সাসপোল ছাড়িয়ে পথ দুভাগ হয়েছে। সোজা পথটি চলে গিয়েছে কারগিলের দিকে আর বাঁদিকের পথটি গিয়েছে পাঁচ কিলোমিটার দূরবর্তী আলচি গুম্ফায়। আলচি যেতে হলে লোহার ব্রিজের ওপর দিয়ে সিন্ধুনদ পার হতে হয়। আলচি গুম্ফায় ভাস্কর্যমণ্ডিত দেওদার কাঠের ব্যবহার দেখে তাক লেগে যায়।

সিন্ধুনদকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় ৩৩ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে গেলাম খালাসে নামের জনপদে। লে-কারগিল সড়কপথে খালাসের অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে একটি পথ সিন্ধুনদের ধার দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। ডোমখার, স্কারবাচেন, আচিনথাং হয়ে এই পথটি পৌঁছে গিয়েছে হানু এবং দা গ্রামে। এই এলাকাটিকে বলা হয় দ্রোকপাদের দেশ। দ্রোকপাদের দৈহিক গঠন, গায়ের রং, ভাষা, সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার একেবারেই ভিন্ন। অনেকের মতে দ্রোকপা জনগোষ্ঠীর মানুষরাই হল খাঁটি আর্যদের বংশধর।

খালাসে শহরের বাজার এলাকাটি বেশ জমজমাট। লে থেকে কারগিল বা কারগিল থেকে লে, উভয় দিকের যাত্রীরাই সাধারণত এখানে মধ্যাহ্নভোজন সম্পন্ন করেন, তাই ভোজনশালার সংখ্যাও পর্যাপ্ত। ছোট-বড় রেস্তোরাঁগুলিতে পরিবেশিত হচ্ছে চাইনিজ, টিবেটান, লাদাখি এবং উত্তর ভারতীয় খাবার। দোকানে দোকানে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বেশ ভালোই।

খালাসে থেকে রওনা হয়ে সিন্ধুনদকে অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি চড়াইপথ ধরল। সিন্ধুনদকে আর আমরা দেখতে পাব না। খালাসে থেকে লামায়ুরু গুম্ফার দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। চড়াইপথে ওপরে ওঠার সময় অবাক হয়ে দেখছি আশপাশের পর্বতগাত্রে অভিনব এবং অপরূপ সব ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এইসব ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির হাতে।

একসময় শেষ হল আমাদের আরোহণ-পর্ব। নামমাত্র চড়াই উতরাইসম্পন্ন পথ দিয়ে এখন আমরা চলেছি। যেদিকে চোখ যায় শুধুই অসংখ্য ছোট-বড় গিরিশিখর দেখা যাচ্ছে। লামায়ুরু গুম্ফার ৪-৫ কিলোমিটার আগে সম্পূর্ণ নতুন এবং বিচিত্র এক ভূমিরূপ দেখে আমরা গাড়ি থামালাম। পথ-সংলগ্ন পাহাড়গুলির ওপরের অংশ হালকা খয়েরি রঙের অথচ পাহাড়ের নীচের অংশটি হলুদ রঙের বালি দিয়ে গঠিত বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, এই হলুদ অংশটি তীব্র হাওয়া, বারিধারা এবং তুষারপাতের প্রভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছে। এমন বিচিত্র ল্যান্ডস্কেপ সমগ্র লাদাখে অন্য কোথাও নেই। এই জায়গাটির নাম দেওয়া হয়েছে 'মুনল্যান্ড'।

চাঁদের পাহাড় দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম লামায়ুরু গুম্ফার দোরগোড়ায়। প্রায় তেরো হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ মঠের নির্মাণশৈলী প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। ভাবাই যায় না কীভাবে খাড়া পাহাড়ের কোলে ১১০০ বছর আগে মাটি, পাথর, কাঠ আর উইলো গাছের শক্ত ডাল ব্যবহার করে এই গুম্ফাটি নির্মাণ করা হয়েছিল।

গুম্ফা পরিসরে প্রবেশ করে আমরা গিয়ে হাজির হলাম প্রধান বুদ্ধমন্দিরে। প্রশস্ত মন্দিরকক্ষে বুদ্ধমূর্তির সামনে বেশ কয়েকটি বাটিতে জল রাখা আছে। একাধিক বড় পাত্রে নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে। জ্বলছে অসংখ্য প্রদীপ আর ধূপকাঠি। প্রদীপের আলোয় কনকরঞ্জিত বুদ্ধমূর্তিকে অপরূপ দেখাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তি ছাড়া মন্দিরকক্ষে রয়েছে, পদ্মসম্ভব, অতীশ দীপঙ্কর, ধর্মপাল এবং অন্যান্য বৌদ্ধ গুরুদের মূর্তি। ঘরের একদিকে সিল্কের কাপড়-মোড়া প্রচুর পুথি সযত্নে রাখা আছে কাচের আলমারিতে। এর কাছেই দুজন প্রবীণ লামা অনুচ্চ কণ্ঠে, সুর করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন।

ঘরের মেঝেতে পাতা পুরু গালিচার ওপর বেশ কয়েকজন দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী বসে আছেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই, কয়েকজন ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন। সব মিলিয়ে বুদ্ধমন্দিরের পরিবেশটি সত্যিই অপার্থিব।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা একটা খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এখান থেকে চোখে পড়ছে দিগন্তবিস্তৃত একের পর এক পাহাড়শ্রেণী। লামায়ুরু গুম্ফার নীচেই সবুজ বার্লির খেত ধাপে ধাপে নেমে গিয়েছে অদূরবর্তী গিরিখাতের দিকে। কৃষিজমিকে ঘিরে রেখেছে সুঠাম পপলার বৃক্ষ এবং উইলো গাছের সারি।

লামায়ুরু গুম্ফা ভালো করে দেখার জন্য দু-তিন ঘণ্টা সময় প্রয়োজন। সময়ের অভাবে আমাদের বুদ্ধমন্দির দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। এই গুম্ফার বিখ্যাত অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি অদেখা রয়ে গেল। এই অভিনব মূর্তির মাথা এগারোটি এবং হাতের সংখ্যা একহাজার।

লামায়ুরু গুম্ফা থেকে বেরিয়ে এসে আবার চলেছি কারগিলের দিকে। লামায়ুরু থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী মুলবেক যাওয়ার পথে পেরিয়ে গেলাম ফোতুলা গিরিপথ (উচ্চতা ১৩,৪৩২ ফুট) আর হেনাসকুট এবং বুধখারবু নামের দুটি গ্রাম। মুলবেক জায়গাটিকে বিখ্যাত করেছে পথ-সংলগ্ন টিলার গায়ে খোদাই করা নয় মিটার উঁচু বুদ্ধমূর্তি যা 'মুলবেক চাম্বা' নামে পরিচিত। সহস্র বছরের বেশি প্রাচীন এই

Voyagers Club TOURS

বিদেশ ভ্রমণে বাঙালীর সঙ্গী

২০ দিনে আমেরিকা ও কানাডা
সানফ্রান্সিসকো, লসএঞ্জলস, লাসভেগাস, ওয়াশিংটন, নায়াগ্রা, নিউইয়র্ক। বিশেষ আকর্ষণ: গ্রান্ডক্যানিয়নে সারাদিন, কানাডার রাজধানী অটোয়া, টরোন্টো ও মন্ট্রিল। ৮/৬

১৭ দিনে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
সিডনি, কেনস, ব্রিসবেন, গোল্ড কোস্ট সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড, রোটোরুয়া - ওয়াইটোমো গুহা, কুইন্স টাউন, মিলফোর্ড সাউন্ড, ফ্রান্স জোসেফ জলপ্রপাত - লেক হাইউয়া ও ওয়ানাকা, ক্রাইস্টচার্চ ১৫/৯

১৭ দিনে স্ক্যানডিনেভিয়া ও রাশিয়া
সান্তাক্লজের দেশ ফিনল্যান্ড, নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক, ফিওর্ড ক্রুজে বিহার, ফ্লাম রেলের অভিজ্ঞতা, রাশিয়ায় মস্কোর ক্রেমলিন ও মেট্রো, সেন্ট পিটার্সবার্গের হারমিটেজ যাদুঘর ও চিরন্তন লোকনৃত্য। ২৮/৫,৮/৬

১৬ দিনে ইউরোপের ৯টি দেশ
ইতালী, ভাটিকান সিটি, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও লন্ডন ২০,২৭/৫,২৪/৬,১১/১০

১০ দিনে ইউরোপের ৪টি দেশ
লন্ডন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানী
২২/৪,২০/৫,২৪/৬,১৬/৯,২১/১০

১০ দিনে পিরামিডের মিশর
৪ দিনে নীল নদে বিহার, লাক্সার কারনাক এডফু ফিলের মন্দির, সাক্কারার স্টেপ পিরামিড, ভূমধ্যসাগরে আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রোর মধ্যযুগীয় বাজার। ২১/১,২৫/২,১৮/৩,১২,২১/১০,১৬/১১,২৩/১২

১০ দিনে থাই-সিঙ্গাপুর-মালয়
ব্যাঙ্কক, পাটায়া, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর, জেনটিং, পুত্রাযায়া
প্রতি মাসে

১০ দিনে উত্তরের বাংলাদেশ
পাবনা, নাটোর, রাজশাহী, বোগুড়া, দিনাজপুর, ময়মনসিং, সুনামগঞ্জ, সিলেট, জাফলং, শ্রীমঙ্গল সঙ্গে ঢাকা-যশোর ১৩/২,১১/১০

১০ দিনে রূপসী বাংলা
মাইকেল-কবিগুরু-লালনের স্মৃতি, ময়নামতির প্যারক, বঙ্গবন্ধুর বাড়ী, ঢাকেশ্বরী, চট্টেশ্বরী মন্দির, বারদিতে লোকনাথ বাবা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটির জলবিহার, কক্সবাজার, মহেশখালি দ্বীপ, সীতা কুন্ড - চাইলে জন্মভিটেয় ফিরে দেখা...
প্রতি মাসে (জুন, জুলাই, আগষ্ট ছাড়া)

৯ দিনে প্রাচীন সভ্যতার চীন
কুনমিং, বেজিং, জিয়ান, সাংহাই, সকাও-এ সারাদিন চাইলে হংকং, ম্যাকাও ও সেনজেন
প্রতি মাসে (ডিসেম্বর, জানু, ফেব্রু ছাড়া)

৬ দিনে কেনিয়ার জঙ্গল
নাইরোবি, ট্রীটপ, লেক নাকুরু, মাসাই ও আম্বোসেলী (মুম্বাই থেকে) প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার

৫ দিনে ব্যাঙ্কক পাটায়া
প্রতি মাসে

৯৮৩০৬০২৬৮৬, ৯৮৩০০৭৩৩৮৩, ৯৬৪৫০০৭৬২, ৯৮৩০০৩৬৩৩০, ৯৮৩০৫১৫৫৫৮, ২২৭১১৪৬৩, ২৮৩৫৯৫৫৫, ৪০৩৭০২০৯

IATA

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের ৩৫৬নং স্টলে

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

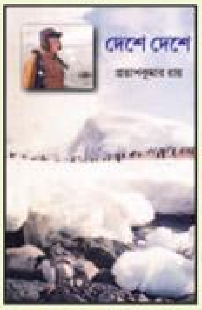

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹১৫০

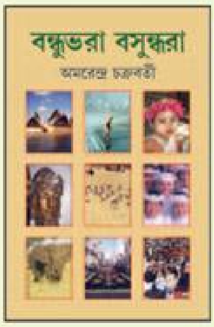

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।
₹১৫০

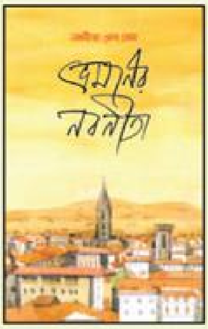

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

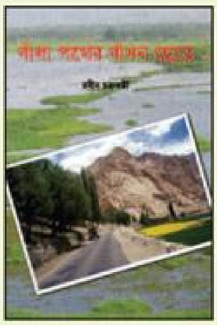

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

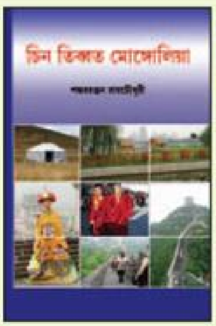

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। ₹৬০

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

চতুর্ভুজ মৈত্রেয় (ভবিষ্য বুদ্ধ) মূর্তিটি দেখে শিবঠাকুরের মূর্তি বলে ভ্রম হয়। দণ্ডায়মান মূর্তির মাথার জটা কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে গলায়। কোমরে আর মণিবন্ধে রুদ্রাক্ষের মালা, বাঁ হাতে কমণ্ডলু। মূর্তির পাদদেশে সাম্প্রতিককালে একটি বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে মূর্তির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখার সুযোগ নেই।

মুলবেকের এক খাবারের দোকানে দুপুরের খাওয়া সেরে কারগিলের দিকে রওনা হতে দুপুর দেড়টা বাজল।

মুলবেক থেকে কারগিলের দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। এই পথের অনেকটা অংশ চলে গিয়েছে ওয়াখা নদীর ধার দিয়ে। অপার প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত এই পথ। প্রশস্ত নদী উপত্যকাকে আগলে রেখেছে দুপাশের শৈলমালা। চলার পথে চোখে পড়ছে ছোট ছোট গ্রাম। গ্রাম-সংলগ্ন কৃষিজমিতে ফসল উপচে পড়ছে। চাষি পরিবারের ছেলেমেয়েরা উৎসাহ সহকারে কড়াইশুঁটি আর টমেটো সংগ্রহ করছে। ফলের বাগানে আপেল আর খোবানি গাছে ফল ধরেছে, ফল পাড়া আরম্ভ হবে আরও একমাস পরে।

পথশোভা দেখতে দেখতে ৩০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছে গেলাম পাশকুম শহরে। এখানকার সুদৃশ্য মসজিদ, ঘরবাড়ি আর স্থানীয় অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বেশ বোঝা যায় যে এই জনপদের বাসিন্দারা প্রধানত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। পাশকুম থেকে ৪০ মিনিট পথ চলার পর দূর থেকে কারগিল শহর দৃষ্টিগোচর হল। সুরু নদীর ওপর ইকবাল ব্রিজ অতিক্রম করে আমরা শহরে প্রবেশ করলাম, দেখতে দেখতে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

কারগিল শহরে ঘোরাঘুরির জন্য ঘণ্টাদুয়েক সময় বরাদ্দ হয়েছে, তাই গাড়ি থেকে নেমেই আমি কারগিল শহরে আমার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে উদ্যোগী হলাম। এই মানুষটি হলেন ইউ পি স্যুইট হাউসের মালিক খুরশিদ আলম, সারা কারগিল শহর যাঁকে 'চাচা' নামে চেনে।

বাসস্ট্যান্ডের অদূরবর্তী খুমেইনি চকে গিয়ে দেখি দোকান বন্ধ। খোঁজখবর করতেই জানা গেল মাত্র তিনমাস আগেই চাচা প্রয়াত হয়েছেন।

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে লালচকে গিয়ে আমার পরিচিত চায়ের দোকানে ঢুকলাম। দোকানের বৃদ্ধ মালিক মেহবুব আলি কারবালাই আমাকে চিনতে কয়েকমুহূর্ত সময় নিলেন, তারপরেই এগিয়ে এসে বাহুডোরে বাঁধলেন। মেহবুব সাহেবের উষ্ণ অভ্যর্থনায় মনটা অনেক হালকা হয়ে গেল।

ভারতবর্ষে কারগিলের মতো শহর আর দ্বিতীয়টি নেই। এখানে এলে মনে হবে মধ্য এশিয়ার কোনও প্রাচীন শহরে এসে হাজির হয়েছি। লাদাখের প্রায় সব জায়গার মানুষজনের দর্শন মিলবে এই কারগিল শহরে। পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ, টুপি আর মেহেন্দিচর্চিত দাড়ির বাহার দেখে তাক লেগে যায়। মহিলাদের মধ্যে বোরখা পরিহিতাদের সংখ্যাই বেশি। এছাড়া রয়েছে হিজাব ব্যবহারকারী মেয়েরা।

কারগিল শহরের মানুষজন এবং বৈচিত্রে ভরা জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করার সবচেয়ে সহজ উপায়টি হল চায়ের দোকানে বসে সময় কাটানো। কারগিল শহরে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর আনন্দও কম নয়। এই ঐতিহাসিক শহরে পদে পদে বৈচিত্র্য। চলার পথে চোখে পড়বে এমন সব দোকান যেখানে কয়েক শতাব্দী ধরে পূর্বপুরুষদের পেশায় নিযুক্ত আছেন বংশধররা। যদি জানা যায় ইকবাল মসজিদের অদূরবর্তী কামারশালাটির বয়স ৫০০ বছর, অবাক হওয়ার কিছু নেই। দু-হাজার বছর আগের রেশমপথের এক গুরুত্বপূর্ণ জনপদ ছিল এই কারগিল। চিন দেশের রেশম এই পথ দিয়েই রোমে নিয়ে যাওয়া হত। এই রেশমপথ বা সিল্করুটের দৈর্ঘ্য ছিল কমবেশি সাত হাজার মাইল এবং এই পথের ওপর অবস্থিত বিখ্যাত জায়গাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল কাশগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান, প্যানামিক, লে, বামিয়ান, সমরখন্দ এবং বোখারা। শুধু রেশম নয়, এই পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হত মসলিন, কর্পূর, সরু চাল, মশলা, চন্দনকাঠ, হাতির দাঁত, কস্তুরী, দামি পাথর, কার্পেট, পশুচর্ম এবং মাদকদ্রব্য।

সাম্প্রতিককালে 'কারগিল' নামটি সংবাদমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছিল কারগিল যুদ্ধের সময়ে। কারগিল শহরের উত্তরদিকে যে পাহাড়শ্রেণীর বিস্তার তার ওপারেই 'লাইন অব কন্ট্রোল'। আজও কারগিল যুদ্ধের স্মৃতি বহন করছে ভাঙা-চোরা, পরিত্যক্ত কয়েকটি ঘরবাড়ি।

চায়ের দোকানে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে চলে গেলাম সুরু নদীর ধারে। স্বচ্ছ জলের খরস্রোতা নদীর বয়ে চলা দেখতে বেশ লাগে। সুরু নদীর উৎসস্থল কারগিল থেকে প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার দূরবর্তী পেঞ্জিলা জলবিভাজিকা। উৎপত্তিস্থল থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরবাহিনী সুরু নদী কারগিল শহরে এসে একটি বাঁক নিয়ে পশ্চিম দিকে বয়ে গিয়েছে। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দ্রাস নদীর জলে পুষ্ট হয়েছে সুরু নদী।

কারগিল থেকে আমরা দ্রাস শহরের উদ্দেশে রওনা দিলাম বিকেল চারটে নাগাদ। সুরু নদীকে ডান পাশে নিয়ে মসৃণ পিচরাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। নদীর দুদিকেই পাহাড়। মাঝেমধ্যে খণ্ড খণ্ড কৃষিজমি আর আপেলের বাগান দেখা যাচ্ছে। একসময় পৌঁছে গেলাম সুরু এবং দ্রাস নদীর সঙ্গমস্থলে। জায়গাটি সত্যিই নয়নাভিরাম। ইচ্ছে হয় এখানেই বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দিই।

এখন আমরা দ্রাস নদীর ধার দিয়ে চলেছি। পথের অবস্থা ভালো নয়, তাই গাড়ি চলছে মন্থর গতিতে। এভাবেই পেরিয়ে গেলাম প্রাচীন দুই জনপদ খারবু এবং থাসগাম। থাসগাম লোকালয়টি অপেক্ষাকৃত বড় এবং ঘনবসতিপূর্ণ। গাড়ির জানলা দিয়ে চোখে পড়ল প্রাচীন ইমামবাড়া, সরকারি উচ্চবিদ্যালয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র।

থাসগাম থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি পরপর বেশ কিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। জানা গেল ধস নেমে পথের কিছুটা অংশ উধাও হয়েছে, সীমান্ত সড়ক সংস্থার কর্মীরা রাস্তা তৈরির কাজে ব্যস্ত। আমাদের গাড়িচালক জানাল এই এলাকাটি ধসপ্রবণ, যখন তখন যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। চালকের কথা যে সত্যি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে দেরি হল না।

কাছেপিঠের গ্রামের বিভিন্ন বয়সি ছেলেমেয়েরা নানারকম খাবারদাবার বিক্রি

কারগিল থেকে আমরা দ্রাস শহরের উদ্দেশে রওনা দিলাম বিকেল চারটে নাগাদ। সুরু নদীকে ডান পাশে নিয়ে মসৃণ পিচরাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। নদীর দুদিকেই পাহাড়। মাঝেমধ্যে খণ্ড খণ্ড কৃষিজমি আর আপেলের বাগান দেখা যাচ্ছে। একসময় পৌঁছে গেলাম সুরু এবং দ্রাস নদীর সঙ্গমস্থলে। জায়গাটি সত্যিই নয়নাভিরাম। ইচ্ছে হয় এখানেই বেশ কিছুটা সময় কাটিয়ে দিই।

করছে ধসে আটকে পড়া যাত্রীদের কাছে। একটি ছোট্ট ছেলে হাতে কয়েকটি পটেটো চিপসের প্যাকেট নিয়ে লাজুক মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে দাদা-দিদিদের মার্কেটিং কৌশল তার এখনও আয়ত্ত হয়নি। ছেলেটিকে ডেকে নিল আমাদের দলের দুই মহিলা সদস্য। চিপসের সবকটি প্যাকেট বিক্রি হওয়ার পর তার কচিমুখে আনন্দের যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল, তা এককথায় স্বর্গীয়।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষার পর আবার যান চলাচল শুরু হল। দ্রাস শহর যখন প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে, আমাদের গাড়ি প্রধান সড়ক ছেড়ে ডানদিকের পথ ধরে কারগিল ওয়ার মেমোরিয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ভেতরে প্রবেশ করার পথটি যত্নলালিত উদ্যানের মাঝ-বারবর এগিয়ে গিয়েছে। লাল রঙের ওয়ার মেমোরিয়ালের অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যটি দেখে মুগ্ধ হলাম। অনেকটা জায়গা নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়েছে এই দৃষ্টিনন্দন স্মৃতিসৌধ। কারগিল যুদ্ধে নিহত ভারতীয় সেনাদের নাম লেখা আছে একাধিক প্রস্তর ফলকে। একটি বিশেষ স্থানে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বলছে প্রয়াত শহিদদের স্মরণে।

আগামী ২৬ জুলাই কারগিল দিবস উপলক্ষে সেনাবাহিনী এখানে বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করবে। আমাদের এই অনুষ্ঠানের মহড়া দেখার সৌভাগ্য হল। কারগিল ওয়ার মেমোরিয়ালটি তৈরি করা হয়েছে টলোলিং পাহাড়ের পাদদেশে। কারগিল সেক্টরে যেসব জায়গায় সবচেয়ে বেশি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হল টলোলিং পাহাড়। অন্য জায়গাগুলি হল টাইগার হিল, মাশকো ভ্যালি এবং পয়েন্ট ৪,৮৭৫।

কারগিল ওয়ার মেমোরিয়ালের একটি বড় আকর্ষণ হল ক্যাপ্টেন মনোজ পাণ্ডের নামাঙ্কিত 'অপারেশন বিজয়' সংগ্রহশালা। এই মিউজিয়ামটি সত্যিই অসাধারণ। কারগিল যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত নানান সামগ্রী এখানে প্রদর্শিত হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র, রণাঙ্গনে তোলা অসংখ্য আলোকচিত্র এবং সামরিক মানচিত্র। আলোকচিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছবিটি হল মরণপণ যুদ্ধের পর ভারতীয় সেনার টাইগার হিল পুনর্দখল। ওয়ার মেমোরিয়াল দেখে দ্রাস শহরে পৌঁছতে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এখানে আমরা রাত্রিবাস করব ট্যুরিস্ট বাংলোয়। কারগিল যুদ্ধের সময় আগেকার পর্যটক আবাসটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরবর্তীকালে নতুন ট্যুরিস্ট বাংলো নির্মিত হয়। বর্তমানে দ্রাসের এই আধুনিক পর্যটক নিবাসটি লাদাখের সেরা সরকারি অতিথিনিবাসগুলির অন্যতম।

নৈশাহার সবে শেষ হয়েছে, এমন সময় বাংলোর প্রবীণ কেয়ারটেকার সৈয়দ আহমেদ এসে গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, 'আপনারা জানেন দ্রাস হল বিশ্বের দ্বিতীয় শীতলতম জনবসতি। রাতে এখানকার তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস দশ ডিগ্রিতে। প্রবল ঠান্ডায় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। সবাই সাবধানে থাকবেন এবং ওপরওয়ালার মেহেরবানিতে আশা করি সবার সঙ্গেই কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

সৈয়দ সাহেব তার বক্তব্য শেষ করেই দ্রুত উধাও হলেন। তাঁর পরিবেশিত তথ্যাদি শোনার পর আমাদের বড় দলের বেশিরভাগ সদস্য, বিশেষ করে মহিলারা, প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। অতিরিক্ত কম্বল এবং রুমহিটারের খোঁজ শুরু হল। কয়েকজন আবার ভ্রমণসূচির দায়িত্বে থাকা অপূর্ব চ্যাটার্জিকে ঘেরাও করলেন। পরিস্থিতি যখন বেশ জটিল আকার ধারণ করছে সেই সময় আরেকবার সৈয়দ আহমেদের আবির্ভাব ঘটল। এবার তার চোখে-মুখে দুষ্টু হাসি। সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানালেন, তার কোনও দোষ নেই, তার মিথ্যাভাষণের পিছনে রয়েছে দলেরই কয়েকজন রসিক মানুষের পরিকল্পনা।

আসল ঘটনা হল শীতকালে দ্রাসের তাপমাত্রা সত্যিই মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকে। ১৯৯৫ সালের শীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৬০ ডিগ্রি।

জুলাই-আগস্ট মাসে অবশ্য দ্রাসে দিনেরবেলায় নামমাত্র শীতবস্ত্রই যথেষ্ট আর রাতে একটা কম্বলেই দিব্যি রাত কেটে যায়।

সকালে ঘুম ভাঙল দেরিতে। জানলার কাছে গিয়ে পর্দা সরাতেই দেখি নীল আকাশের নীচে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে টাইগার হিল। টাইগার হিলকে দেখে মনের ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর গৌরবজ্জোল ইতিহাসে টাইগার হিলের যুদ্ধ এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে বন্ধুবর কাজলকে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়লাম। ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে বেরিয়ে শ্রীনগর-লে সড়কপথ ধরে এগিয়ে চলেছি। এই এলাকাটি বেশ জমজমাট। পথের দুধারেই হোটেল, রেস্তোরাঁ আর দোকানপাটের ছড়াছড়ি। একটি দোকানে সুদৃশ্য ধূমপানের গড়গড়া, চা তৈরি করার বিশেষ ধরণের পাত্র বা 'সামোভার' এবং আরও কিছু বিচিত্রদর্শন রান্নার সরঞ্জাম আর বাসনপত্র সাজানো রয়েছে।

লাদাখে প্রি-পেইড মোবাইল অচল, তাই বাড়িতে ফোন করার জন্য ঢুকে পড়লাম একটি এস টি ডি বুথে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখি ছয়-সাতজন স্থানীয় মানুষ আলোচনায় মগ্ন। আমাদের উপস্থিতি কেউ গ্রাহ্যই করছে না। কিছুক্ষণ পর একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির নজর পড়ল আমাদের দিকে। এভাবেই আলাপ হল টেলিফোন বুথের মালিক আসগর আলির সঙ্গে।

কথায় কথায় জানা গেল দ্রাস-কারগিল এলাকায় তুমুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পোলো এবং তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আসগর আলি দ্রাসের একটি পোলো ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা। তার দলটি আজ কারগিল যাবে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে। এই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা চলছিল। সবকিছু শোনার পর মনে মনে ভাবলাম কারগিলের বদলে দ্রাস শহরে এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হলে আমরাও লাদাখি পোলো খেলা দেখার সুযোগ পেতাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

লাদাখ ভ্রমণের সেরা সময় হল মধ্য জুন থেকে আগস্ট মাস। শ্রীনগর থেকে সড়কপথে লে যাওয়ার সময় অথবা লাদাখ ভ্রমণশেষে লে থেকে শ্রীনগরে যাওয়ার সময় একদিন অনায়াসেই দ্রাস শহরে থাকা যেতে পারে।

কীভাবে যাবেন

দুভাবে লে যাওয়া যায়, আকাশপথে আর সড়কপথে। কলকাতা থেকে সরাসরি লে যাওয়ার বিমান নেই। দিল্লিতে নেমে লে যাওয়ার বিমানে উঠতে হবে। সড়কপথে দুভাবে লে যাওয়া যায়। প্রথম পথটি শ্রীনগর-দ্রাস- কারগিল হয়ে লে শহরে পৌঁছে গিয়েছে, মোট দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথটি গিয়েছে মানালি থেকে লে, দূরত্ব ৪৭৭ কিলোমিটার। সবদিক বিচার করে দেখলে শ্রীনগর থেকে লে যাওয়াই সুবিধেজনক, এই পথে উচ্চতাজনিত অসুস্থতার সম্ভাবনা বেশ কম।

কোথায় থাকবেন

কারগিল শহরে রাত্রিবাসের জন্য রয়েছে সরকারি **ট্যুরিস্ট বাংলো** (☎২৩২৭২১, ২৩২২১৬)। প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল সিয়াচেন** (☎২৩২৩২১/২৩৩০৫৫)। **হোটেল জোজিলা** (☎২৩২২২৭, ২৩২৩৬০)। **হোটেল গ্রিনল্যান্ড** (☎২৩২৩২৪, ২৩৩৩৮৮)। **হোটেল ট্যুরিস্ট মার্জিনা** (☎৯৪১৯১, ৭৭১৫৫)।

দ্রাস শহরে রাত্রিবাসের সেরা জায়গাটি হল সরকারি **ট্যুরিস্ট বাংলো**। (☎০১৯৮৫-২৩২৭২১, ২৩২২১৬)। এছাড়া রয়েছে **হোটেল হিল ভিউ** (☎০৯৪১৯-৩৭৭০৭৭) এবং **হোটেল সিটি ভিউ** (☎০৯৪৬৯০-৪৭০৭৫, ০৯৪৬৯১-৩৫২৫৪)।

কারগিলের এস টি ডি কোড: ০১৯৮৫।

আসগর আলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার পথে নামলাম, প্রধান সড়ক ছেড়ে একটি সরু পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দ্রাস শহরের যে এলাকায় গিয়ে হাজির হলাম তার পরিবেশটি গ্রামীণ। বেশির ভাগ গৃহস্থ বাড়িকে ঘিরে রেখেছে সবজি আর ফলের বাগান। ফলের বাগানে আপেলের চেয়ে অ্যাপ্রিকট গাছের সংখ্যাই বেশি। পথের ধারে বন্য গোলাপের গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে আছে।

এক জায়গায় বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। কাজের তদারকি করছেন একজন সৌম্যদর্শন প্রবীণ মানুষ। বহিরাগত দুজন আগন্তুককে দেখে তিনি নিজেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। প্রাথমিক পরিচয়-বিনিময়ের পর উইলো গাছের ছায়ায় বসে শুরু হল আমাদের আলাপচারিতা।

জনাব আব্দুল ওয়াহিদ একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, আমরা দ্রাস শহরে রাত্রিবাস করেছি জেনে তিনি বেশ খুশি হলেন। ওঁর দুঃখ, পর্যটকরা কারগিল যাওয়ার পথে দ্রাসে থামেন শুধু চা খেতে আর টাইগার হিল দেখতে অথচ দ্রাস উপত্যকার মতো প্রাকৃতিক শোভাসম্পন্ন জায়গা লাদাখে খুব কমই আছে।

কথায় কথায় কারগিল যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠল। আমাদের অদূরেই লাইন অব কন্ট্রোল সংলগ্ন পাহাড়শ্রেণীর বিস্তার। ওয়াহিদ সাহেব সংক্ষেপে কারগিল যুদ্ধের সূচনা এবং সমাপ্তি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করলেন।

প্রতিবছর শীতকালে লাইন অব কন্ট্রোলের কাছাকাছি থাকা পাহাড়গুলির ওপর অবস্থিত সেনা চৌকি থেকে সেনাকর্মীদের নীচে সরিয়ে আনা হত। ১৯৯৮-৯৯-এর শীতের মরশুমে ভারতীয় সেনাদের ছেড়ে আসা ঘাঁটিগুলির দখল নেয় পাকিস্তানের আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা।

১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষদিকে পশুপালক বকরওয়ার্থ জনগোষ্ঠীর কয়েকজনের চোখে পড়ে পাহাড়ের ওপর সন্দেহজনক মানুষজনের উপস্থিতি। বিষয়টি দ্রাসের সেনাদপ্তরে জানানো হয়, ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ দ্রুত অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে দ্রাস থেকে আরম্ভ করে কারগিল ছাড়িয়ে বাটালিক সেক্টর পর্যন্ত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ডার আউটপোস্ট পাক সেনারা দখল করে আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি জায়গা হল টাইগার হিল এবং মাউন্ট টলোলিং।

এর পরেই ভারতীয় সেনার তরফে আরম্ভ হয় হৃত জমি পুনরুদ্ধারের লড়াই। দিনটি ছিল ২০ মে, ১৯৯৯। এই সামরিক অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'অপারেশন বিজয়'। এই যুদ্ধের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৫৬, মাউন্টেন ব্রিগেডকে।

ওয়াহিদ সাহেব টাইগার হিলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিলেন প্রাথমিক ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠে কীভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নাগা ব্রিগেড এবং লাদাখ স্কাউটস-এর জওয়ানরা খাড়া পাহাড় বেয়ে টাইগার হিলের ওপরে পৌঁছে অতর্কিত আক্রমণে শত্রুসেনাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। টাইগার হিলের যুদ্ধে ক্যাপ্টেন বাত্রা অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে শহিদ হন এবং পরবর্তীকালে মরণোত্তর পরমবীর চক্রে ভূষিত হন।

টাইগার হিলের মতোই একে একে অন্যান্য ঘাঁটিগুলিও ভারতীয় সেনার দখলে আসে এবং কারগিল যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হয় ২৬ জুলাই, ১৯৯৯ তারিখে।

দ্রাস শহরে দাঁড়িয়ে, টাইগার হিলকে সামনে রেখে, কারগিল যুদ্ধের ইতিহাস শোনার অভিজ্ঞতা কোনওদিন ভোলার নয়।

Globe Explorer

- পুরীতে নিজস্ব হোটেল
  (সমুদ্র থেকে 1 মিনিট দূরত্বে)
  - গোবিন্দ রিসর্ট
  - নায়েক প্যালেস
- সমগ্র মধ্যপ্রদেশের টেলরমেড প্যাকেজ, হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থাপনায় Specialist
- গোয়া সহ সারা ভারতে আপনার বাজেট মতো হোটেল ও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়।

12, Govt. Place (E), Kol-69 (Near Dacres Lane)
Ph: (033) 3912 7242, 9831039240, 9831014366.
email: explorerglobe@gmail.com

ইচ্ছেডানা

- কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী– 24/3, 20/4, 18/5
- সিমলা-মানালি– 23/3, 20/4, 28/5
- কিন্নর-কৈলাস– 6/4, 25/5, 15/6
- হরিদ্বার-দেরাদুন-মুসৌরি– 23/3, 14/4, 18/5, 15/6
- অমরনাথ-কাশ্মীর– 14/7, 28/7, 4/8

আগামী জুলাইয়ে আমাদের আকর্ষণীয় প্যাকেজ

- যোগজলপ্রপাত • কোঙ্কন • মালসেজঘাট
- রায়পুর-অমরকন্টক-জব্বলপুর • ভাইজ্যাগ-আরাকু-জগদলপুর– 6/7, 20/7, 27/7

পুজোয় কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী, রাজকীয় রাজস্থান, গুয়াহাটি-কাজিরাঙা, শিলং, কিন্নর-কল্পা, সিমলা-মানালি সঙ্গে কেলং, ভুটান-ডুয়ার্স ও কেরল মুন্নার সহ পরিকল্পনা চলছে।

মাসিক কিস্তিতে পয়সা জমান, ভয় নেই, মানি মার্কেট ব্যবস্থা নয়। নির্দিষ্ট সময়ের শেষে আপনার জমানো অর্থে নিরাপদে ভ্রমণ করুন।

9/6, Khanpur Road, Kol-47
Call- 9903535880 / 9330703258

Hammocks Huts

HAMMOCKS HUTS HOLIDAYS

Nature • Life • Comfort

Featured Destinations

Tiyabon Resort (Dooars)

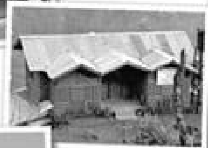
Neora Valley Eco Huts (Kolakham)

Hotel Kalej Valley (Bermiok)

Ryshop Inn (Ryshop)

Jalpath, your "Adda Ghar" (Kolkata)

Plan your holidays & activities with

Hammocks Huts Holidays

• Dooars	• Darjeeling
• Sikkim	• Silk Route
• Bhutan	• Arunachal
• Assam	• Meghalaya
• Kashmir	• Himachal
• Ladakh	• Sunderban
• Kerala	• Uttarakhand

Kolkata Desk:

1/17, Dover Place,
Kolkata 700019
Phone: +91 9830423246,
+91 9432647740,
Telefax : +91 33 24617008

Dooars Desk:

Chalsa More, P.O. Chalsa,
Dist Jalpaiguri, 735206,
Phone: +91 8017468435

Email us

hammockshuts@gmail.com
www.hammockshutsholidays.com

ভ্রমণজিজ্ঞাসা

এবছর জয়সলমিরে ডেজার্ট ফেস্টিভ্যাল হবে ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি।

□ আট-ন'দিনের ছুটিতে গ্যাংটক, পেলিং ও দার্জিলিং ভ্রমণ করতে চাই। আসা-যাওয়া দার্জিলিং মেলে। পাঁচ সদস্যের দলে দুটি শিশু ও এক বৃদ্ধা আছেন। এই কয়েকদিনের একটা ভ্রমণসূচি তৈরি করে দিলে উপকৃত হব।

□□ রাত ১০টা ৫ মিনিটের ১২৩৪৩ আপ দার্জিলিং মেলে যাত্রা শুরু করে পরদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে গাড়িতে ১২৫ কিলোমিটার দূরে গ্যাংটক পৌঁছতে ঘণ্টাচারেক সময় লাগবে। এরপর গ্যাংটকের হোটেলে চেক ইন করে বিশ্রাম নিন। সন্ধেবেলা চলে আসুন এম জি মার্গে। রাস্তার দুধারে ঝাঁ-চকচকে দোকানপাট, কিউরিও শপ, স্যুভেনির শপ, কফি শপ, রেস্তোরাঁ, আইসক্রিম পার্লার—আরও কত কী। সুন্দর করে সাজানো টাইটানিক পার্কেও কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। তৃতীয়দিন গ্যাংটক থেকে প্যাকেজ ট্যুরে ছাঙ্গু লেক-বাবামন্দির ও নাথুলা ঘুরে হোটেলে ফেরা। মনে রাখবেন ছাঙ্গু লেক, বাবামন্দির সপ্তাহে রোজ যাওয়া গেলেও, নাথুলা যাওয়ার জন্য সপ্তাহের পাঁচদিন (বুধ থেকে রবিবার) বরাদ্দ। চতুর্থদিন প্রাতরাশের পর গ্যাংটকের আশপাশের দ্রষ্টব্যগুলি দেখতে চলুন। গাড়ি ভাড়া করে দেখে নিন এনচে মনাস্ট্রি, অর্কিড হাউস, চোগিয়াল রাজবাড়ি, ডিয়ার পার্ক, ইনস্টিটিউট অব টিবেটোলজি, সারামসা গার্ডেন, বনঝাকরি ঝরনা প্রভৃতি। হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসুন ২৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রুমটেক গুম্ফা। এই পথেই দেখে নেওয়া যেতে পারে রাংকা মনাস্ট্রি ও তিনতালে। পঞ্চমদিন ব্রেকফাস্টের পর গ্যাংটক ছেড়ে রাবংলা হয়ে চলুন পেলিংয়ে। রাবংলায় হিমালয়কে দুচোখ ভরে দেখুন। এদিন রাত কাটবে পেলিংয়েই। পরদিন পেলিংয়ের সাইট সিয়িং। সকালে রিম্বি ফলস, কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস, খেচিপেরি লেক দেখে হোটেলে ফিরে লাঞ্চ করুন। লাঞ্চের পর দেখবেন পেমিয়াংশি মনাস্ট্রি, রাবডানৎসে ধ্বংসস্তূপ। এদিন রাতেও পেলিংয়ে থাকা। সপ্তমদিন সকালে গাড়িতে চলে আসবেন দার্জিলিং। সন্ধেটা উপভোগ করুন দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত ম্যলে। অষ্টমদিন সাড়ে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে টাইগার হিলে চলুন সূর্যোদয় দেখতে। একই যাত্রায় ঘুম মনাস্ট্রি, বাতাসিয়া লুপ দেখে হোটেলে ফিরে ব্রেকফাস্ট। তারপর আবার সাইট সিয়িংয়ে বেরিয়ে পড়া। এবার দেখবেন রক গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, তিব্বতি হ্যান্ডিক্র্যাফট সেন্টার প্রভৃতি। এরপর রাতের ১২৩৪৪ ডাউন দার্জিলিং মেলে কলকাতায় ফেরা।

□ এবছর জয়সলমিরে ডেজার্ট ফেস্টিভ্যাল কবে অনুষ্ঠিত হবে? এসময় জয়সলমিরে রাজস্থান পর্যটনের হোটেলগুলির ভাড়া কীরকম হবে?

□□ এবছর জয়সলমিরে ডেজার্ট ফেস্টিভ্যাল হবে ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি। জয়সলমিরে রাজস্থান পর্যটনের দুটি হোটেল আছে। ডেজার্ট ফেস্টিভ্যালের সময় হোটেলগুলির ভাড়া বাড়বে। **হোটেল মুমল** (☎০২৯৮২-২২২৯৫৬, ০৯৪১৪০-১৪৫৯১), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,৮০০ টাকা, নন-এ সি স্ট্যান্ডার্ড ঘরের ভাড়া ২,৬০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,৯০০ টাকা, ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ৪,৬০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনারের খরচ ধরা আছে)।
সাম বালিয়াড়িতে রয়েছে রাজস্থান পর্যটনেরই অপর একটি হোটেল **সামধানি** (☎০৩০১৪-২০৭৩৪৪, ০৯৫৪৯৪-৯০১৪১), টেন্টের ভাড়া ৩,০০০ টাকা, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৩,০০০ টাকা (সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারের খরচ ধরা আছে)।

□ স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে কর্নাটকের কাবিনী অরণ্যে যেতে চাই। কীভাবে যাওয়া সুবিধাজনক? এখানে থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে?

□□ কাবিনী অরণ্যের নিকটতম রেলস্টেশন মহীশূর। নিকটতম বিমানবন্দর বেঙ্গালুরু। গাড়ি ভাড়া করে যাওয়াই সমীচীন। মহীশূর থেকে নন-এ সি ইন্ডিকার ভাড়া ২,২০০ টাকা, এ সি ট্যাভেরা গাড়ির ভাড়া ৩,০০০ টাকা। বেঙ্গালুরু থেকে নন-এ সি ইন্ডিকার ভাড়া ৩,৩০০ টাকা, এ সি ট্যাভেরা গাড়ির ভাড়া ৪,৪০০ টাকা। তবে তেলের দাম কমা-বাড়ার ওপর গাড়িভাড়াও ওঠানামা করে।
কাবিনীতে থাকার জন্য রয়েছে কর্নাটক জাঙ্গল লজেস অ্যান্ড রিসর্টের **কাবিনী রিভার লজ**, কটেজ ৭,০০০ টাকা জনপ্রতি, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া জনপ্রতি ৬,০০০ টাকা, টেন্ট ৫,০০০ টাকা জনপ্রতি, মহারাজা কটেজ ৭,৫০০ টাকা জনপ্রতি। থাকা-খাওয়া ছাড়াও জিপ, বাস বা ক্যান্টার সাফারি, জঙ্গলের প্রবেশমূল্য, বোটসাফারি অথবা হাতির পিঠে চড়া, পায়ে-হেঁটে পাখি দেখা ধরা রয়েছে এই খরচের মধ্যে। ওয়েবসাইট: www.junglelodges.com
দ্য বাইসন, কাবিনী। থাকা-খাওয়া নিয়ে দুজনের সম্বর কটেজ ও ট্রাইবাল কটেজের ভাড়া ৯,৯০০ টাকা, ডিলাক্স টেন্ট ১১,০০০ টাকা, মাচান স্যুইটের ভাড়া ১৩,৯০০ টাকা, বাইসন সুপার-ডিলাক্স রাজ টেন্টের ভাড়া ১৫,০০০ টাকা। ওয়েবসাইট: www.thebison.in
ওয়াটার উডস লজ অ্যান্ড রিসর্ট, স্ট্যান্ডার্ড ঘরের ভাড়া জনপ্রতি ৪,২৫০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া জনপ্রতি ৪,৯০০ টাকা (ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনারের খরচ ধরা আছে)। ওয়েবসাইট: www.waterwoods.in
এছাড়া আছে **দ্য সেরাই, কাবিনী**। এখানে দুজনের থাকা-খাওয়া নিয়ে খরচ ১৫,০০০-২১,০০০ টাকা (সঙ্গে ট্যাক্স অতিরিক্ত)। ওয়েবসাইট: http://srgroupsonline.com

□ বিশাখাপত্তনম থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের কন্ডাক্টেড ট্যুরে আরাকু যেতে চাই। এই ট্যুরে খরচ কীরকম?

□□ বিশাখাপত্তনম থেকে এ পি টি ডি সি-র কন্ডাক্টেড ট্যুরে ঘুরে আসতে পারেন আরাকু।
আরাকু রেল-কাম-রোড ট্যুর (দিনে দিনে): খরচ বড়দের ৭০০ টাকা এবং ছোটদের ৫৬০ টাকা। সময় সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা।
আরাকু রেল-কাম-রোড ট্যুর (২ দিনের): বড়দের খরচ ১,৬৫০-২,৫৩০ টাকা এবং ছোটদের খরচ ১,৩২০-২০৩০ টাকা। সময় সকাল ৬টা থেকে পরদিন রাত ৯টা।
আরাকু-টায়ডা-বোরাগুহা রোড ট্যুর (দিনে দিনে): বড়দের খরচ ৫৫০ টাকা এবং ছোটদের ৪৪০ টাকা। সময় সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা।

□ পাঁচ-ছ'দিনের ছুটিতে ত্রিপুরা ভ্রমণ করতে চাই। 'ডিসকভার ত্রিপুরা' ছাড়া ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের আর কী কী প্যাকেজ ট্যুর আছে? খরচ কীরকম? কোথায় যোগাযোগ করব?

□□ 'ডিসকভার ত্রিপুরা' ছাড়া ত্রিপুরা পর্যটনের অন্যান্য প্যাকেজ ট্যুরগুলি হল: **গোল্ডেন ত্রিপুরা** (৩ রাত ৪ দিন), বাসে নন-এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৩,২০০ টাকা, এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৩,৫০০ টাকা, এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৩,৮০০ টাকা। **গ্রিন ত্রিপুরা** (৫ রাত ৬ দিন), বাসে নন-এ সি কোচে মাথাপিছু খরচ ৫,০০০ টাকা, এ সি

কোচে মাথাপিছু খরচ ৫,৩০০ টাকা, এ সি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ৫,৮০০ টাকা। **বুদ্ধিস্ট সার্কিট** (২ রাত ৩ দিন), বাসে নন-এসি কোচে মাথাপিছু খরচ ২,২০০ টাকা, এসি কোচে মাথাপিছু খরচ ২,৬০০ টাকা, এসি গাড়িতে মাথাপিছু খরচ ২,৯০০ টাকা।

প্যাকেজ ট্যুরগুলির ক্ষেত্রে পরিবহণ খরচ, গাইডের ফি এবং আগরতলার বাইরে অবস্থিত পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে ট্যুরিস্ট লজে থাকার খরচ ধরা আছে। পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ট্যুরিস্ট লজগুলিতে আহারের ব্যবস্থা আছে, খাওয়ার খরচ পর্যটকদের। এছাড়া বিমানভাড়া, এন্ট্রি-ফি, বোট ফি এবং আগরতলা শহরে রাত্রিবাসের খরচ পর্যটকদের, তবে তাঁদের বাজেট অনুযায়ী হোটেলে ঘর বুকিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্য পর্যটন উন্নয়ন নিগমের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়।

ত্রিপুরা ভ্রমণ-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের জন্য এবং প্যাকেজ ট্যুর বুকিংয়ের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে:

ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশন অফিসার
ত্রিপুরা ভবন, ১, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭১
☎২২৮২-৫৭০৩, ২২৮২-০৬২৪

এছাড়া প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের আগরতলার অফিসে, যার অবস্থান কুঞ্জবন এলাকায়, রাজভবনের বিপরীতে (☎০৩৮১-২৩২৫৯৩০)।

□ কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কি ব্যাঙ্গালোর সিটি ট্যুর করায়? খরচ কীরকম? কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

□□ কর্নাটক স্টেট ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ব্যাঙ্গালোর সিটি ট্যুর হয়। রয়েছে ফুল-ডে এবং হাফ-ডে ট্যুর। সিজনে দিনে দু'বার হাফ-ডে ট্যুর হয়। সকাল ৭টা ১৫ মিনিট থেকে দুপুর দেড়টা। আবার দুপুর ২টো থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। জনপ্রতি ২৫৫ টাকা। কমপক্ষে ১০ জন হলে ট্যুর হয়। ফুল-ডে ট্যুর শুরু হয় সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে, শেষ হয় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে। খরচ মাথাপিছু ৩৮৫ টাকা। অগ্রিম বুকিং করা যায়। যোগাযোগ করুন:

কর্নাটক পর্যটন
৪৯, রেসকোর্স রোড, ২য় তল
বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১

সেন্ট্রাল রিজার্ভেশন অফিস
বাদামি হাউস, এন আর স্কোয়্যার
বেঙ্গালুরু-৫৬০ ০০১ ☎২২৩৫-২৯০১-০৩১
ই-মেল: info@karnatakatourism.org
ওয়েবসাইট: www.kstdc.net এবং www.karnataktolidas.net এর সাহায্যে অনলাইন বুকিং করা যায়।

□ দিনপাঁচেকের ছুটিতে স্ত্রীকে নিয়ে গোয়া বেড়াতে যেতে চাই। কালাঙ্গুটে ও কোলভা বিচে দুদিন করে থাকতে চাই। এখানে থাকার কীরকম ব্যবস্থা আছে জানালে ভালো হয়।

□□ কালাঙ্গুটেতে রয়েছে গোয়া পর্যটনের দুটি হোটেল। **কালাঙ্গুটে রেসিডেন্সি** (☎২২৭৬১০৯), এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৩,৪০০-৩,৬০০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ৪,২০০ টাকা। **কালাঙ্গুটে রেসিডেন্সি (অ্যানেক্স)** (☎২২৭৬০০৯), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৯১০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: **রাহি কোরাল বিচ রিসর্ট**, ভাড়া ১,৬৫০-২,০০০ টাকা। **মানভিনস ইন**, ভাড়া ১,৬৫০-২,১০০ টাকা। বুকিং ☎৯৮৩০৩০৮৭০৫। **কিসমত মহল**, ভাড়া ৯০০-১,৩০০ টাকা। **কর্ন হলিডে রিসর্ট**, ভাড়া ১,৬০০-২,০০০ টাকা। বুকিং ☎২২২৬-৪৬৬১। **এসট্রেলা-ডোমার**, ভাড়া ৩,০০০-৭,০০০ টাকা। **টিকলো রিসর্ট**, ভাড়া ২,০০০-৫,০০০ টাকা। বুকিং ☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪। **সানফ্লাওয়ার বিচ রিসর্ট** (☎২২৬৫-৭৯৯৯), ভাড়া ১,৫০০-২,২০০ টাকা। **হোয়াইট হাউস** (☎২২৭৭৯৩৮), ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা। **সানকিসড** (☎২২৩১-৮০১৯), ভাড়া ২,৫০০-৫,০০০ টাকা।

কোলভায় রয়েছে গোয়া পর্যটনের হোটেল **কোলভা রেসিডেন্সি** (☎২৭৮৮০৪৭), সাধারণ দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা, এ সি ঘরের ভাড়া ২,২২০-২,৩৪০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **বলিউড সি গ্রিন বিচ রিসর্ট** (☎২৭৮৯০৪০), ভাড়া ৪,০০০-৬,০০০ টাকা (দু'জনের ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **কোলভা** (☎২৭৮৮১৩০), ভাড়া ১,০০০-১,৬০০ টাকা। **লাবেন** (☎২৭৮৮০৪০), ভাড়া ৭৭০-১,১০০ টাকা। **কোলভা কানারে** (☎২২২৬-৪৬৬১), ভাড়া ৫,০০০ টাকা (সঙ্গে দু'জনের ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)। **কোলমার বিচ রিসর্ট**, ভাড়া ৯০০-১,৪০০ টাকা। **জিমিস কটেজ**, ভাড়া ৯০০-১,২০০ টাকা। বুকিং ☎৯৮৩০৩-০৮৭০৫।

গোয়ার এস টি ডি কোড: ০৮৩২।

□ বেঙ্গালুরু থেকে বেলুর-হ্যালেবিদ-শ্রবণবেলগোলা ঘুরে আসতে চাই। কীভাবে গেলে সুবিধা হবে? বেঙ্গালুরুতে থাকার কয়েকটি হোটেলের সন্ধান দিলে ভালো হয়।

□□ বেঙ্গালুরু থেকে ঘুরে আসতে পারেন বেলুর, হ্যালেবিদ, শ্রবণবেলগোলা। বেঙ্গালুরু থেকে বেলুরের দূরত্ব প্রায় ২১৮ কিলোমিটার। বেঙ্গালুরু থেকে হাসান আসার ঘনঘন বাস সার্ভিস আছে। হাসান থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে বেলুর গাড়িভাড়া করে চলে আসতে পারেন। তবে বেশ কিছু প্যাসেঞ্জার ট্রেনও রয়েছে এখানে।

বেলুর থেকে হ্যালেবিদ ১৬ কিলোমিটার। বাস, ছোট গাড়ি বা অটোও পাবেন এপথে। আবার হাসান থেকেও গাড়িভাড়া করে চলে আসতে পারেন ৩৯ কিলোমিটার দূরে হ্যালেবিদ।

হাসান থেকে সরাসরি বাসে ৫২ কিলোমিটার দূরে শ্রবণবেলগোলায় চলে আসুন। হাসান থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে চান্নারায়াপাটনা। সেখান থেকে আরও ১৬ কিলোমিটার দূরে শ্রবণবেলগোলা। প্রচুর বাস, অটো, গাড়ি পাওয়া যায় এপথে। চান্নারায়াপাটনা থেকে মহীশূর ১০০ কিলোমিটার, বেঙ্গালুরু ১৪০ কিলোমিটার। বাস সার্ভিস খুব ভালো।

বেঙ্গালুরুতে থাকার প্রচুর হোটেল রয়েছে। **হোটেল মহাবীর** (☎২২৮৭৩৬৭০), ভাড়া ৪৫০-৯০০ টাকা। **হোটেল প্রশান্ত** (☎২২৮৭৪০৪১), ভাড়া ৯১০-১,২৪২ টাকা। **লুসিয়া ইন্টারন্যাশনাল** (☎২২২২৪১৪৮), ভাড়া ১,১০০-১,৬০০ টাকা। **রয়্যাল লজ** (☎২২২৬৬৯৫১), ভাড়া ৬৭৫-১,০২০ টাকা। **আনন্দ ভবন** (☎২২৮৭৪৩১৩), ভাড়া ৩০০ টাকা। **পবনশ্রী** (☎২২২০২৩০৭), ভাড়া ৭৬০ টাকা। **অজন্তা** (☎২৫৫৮৪৩২১), ভাড়া ৯৯০-২,০০০ টাকা। **সুখসাগর** (☎২২২০২২৫৫), ভাড়া ১,৫০০ টাকা। **গঙ্গোত্রী** (☎২৫৬৩৩৫৪৮)।

বেঙ্গালুরুর এস টি ডি কোড: ০৮০।

□ শ্রীনগর থেকে দাচিগাম ন্যাশনাল পার্কের দূরত্ব কত? এখানে থাকার কি কোনও ব্যবস্থা আছে? এই ন্যাশনাল পার্কে প্রবেশের জন্য কি পারমিটের প্রয়োজন হয়? কোথায় যোগাযোগ করব?

□□ দাচিগাম ন্যাশনাল পার্ক শ্রীনগর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে। এ অরণ্যে থাকবার কোনও জায়গা নেই। শ্রীনগর থেকে গাড়ি নিয়ে যেতে হবে অরণ্যসফরে। গেটে এন্ট্রি ফি জমা দিয়ে গাড়ি নিয়ে অরণ্যসফর। গাইড ছাড়া এ-জঙ্গলে ঘোরা যাবে না। শ্রীনগরে থেকে সকাল-বিকেল ঘুরে আসা যায় এই বনে। সঙ্গে গাড়ি নেওয়া ও প্রত্যেকবার অরণ্যের গেটে এন্ট্রি ফি দেওয়া আবশ্যিক। পারমিটের জন্য ঢোকার অনুমতি পেতে চাইলে অরণ্যে যাওয়ার উদ্দেশ্য জানিয়ে আবেদন করতে হয় দাচিগামের ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের কাছে। যোগাযোগ:

রিজিওনাল ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন
শ্রীনগর ☎(০১৯৪) ২৫০১০৬৯

তবে রেসকিউ সেন্টার পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায় শ্রীনগরের ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে। যোগাযোগ:

ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার
শ্রীনগর ☎(০১৯৪) ২৪৫২৬৯০/৯১

ভ্রমণশব্দছক

১		২		■	■	৩	৪
	■		■	৫			
৬			৭		■		■
	■	■		■	■	■	৮
৯				■	১০	■	
	■	১১				■	
■	১২	■	■	■		■	
১৩			■	১৪			

এবারের বিজয়ী উত্তরদাতা :

জয়ন্ত ঘোষদস্তিদার

৫৭, বিবেকনগর, পোঃ টিটাগড়, উত্তর ২৪ পরগনা-৭০০ ১১৯

এবারেও অনেক সঠিক উত্তর এসেছে। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কয়েকজন নির্ভুল উত্তরদাতা : সুভাষ মিত্র, শুভজিৎ সেনগুপ্ত, বিমানকুমার চট্টোপাধ্যায়, তিথি চক্রবর্তী, তরুণ বর্মণ, দীপঙ্কর দত্ত, করবী গুপ্ত, সোমদত্তা মুখার্জি, তমোজিৎ শীল, সুমিত্রা গোস্বামী, অপর্ণা ভট্টাচার্য, শৌনক দত্তগুপ্ত, অপালা সরকার, প্রীতীশকুমার দে সরকার, শর্বরী মিত্র, প্রিয়াংকা সরকার, অঙ্কিতা তিয়ারি, অতনু রায়, গোপাল ঘোষ, বিষ্ণু তিয়ারি, শোভনকুমার মিত্র, সায়ন্তনী ঘোষ, অশোককুমার সাহা, রামকৃষ্ণ পাল, মীরা চক্রবর্তী, বলরাম সাহা, টুকলি ঘোষ, কমলকৃষ্ণ পাল, দেবযানী সেনগুপ্ত, শান্তনু রায়, গৌতম ভৌমিক, সূর্যশিখা ঘোষ, তাপসকুমার কুণ্ডু, চন্দ্রাণী ঘোষ, অন্বেষা মিত্র, রতিপ্রকাশ রায়, নির্মলেন্দু মিত্র, রণজিৎ চ্যাটার্জি, সলিল দত্ত, কৃষ্ণেন্দু নিয়োগী, মানস চক্রবর্তী, মঞ্জুলিকা রায়, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বোস, আরতি কর্মকার, জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়শ্রী রায়চৌধুরি ও দেবীদাসী সাহা।

ওপর-নীচ

১। রাজকাহিনি সে গল্প-গাথায়
সোনার কেল্লা রাজপুতানায়

২। পবিত্র হ্রদ আছে আজমিরে
নামে সাবিত্রি পর্বত, তীরে

৪। বন্দিপুর ও যে মুধুমালাই
দুই অরণ্য— মাঝে নদী পাই

৪। বোঝাবে পুরুষ, আসলে পাহাড়
তার কোল ঘেঁসে বদ্রি অপার

৫। ঢাকুরির পরে, দোয়েলির আগে
পিণ্ডারি পথে দেখা দিতে লাগে

৭। তামিলনাড়ুতে কাবেরীর চরে
শিব, বিষ্ণু-কে লোকে পুজো করে

৮। শোনমার্গ, গুলমার্গ, টাং আরও
গুলের অদূরে নাম বলো তারও

১০। পুরী গেলে দেখি, তালিকায় ধরা
উদয়গিরিতে নামে গাঁটছড়া

১২ কোলাহাই পথে গুর্জর গাঁও
পহেলগাঁওকে পিছে ফেলে যাও

পাশাপাশি

১। আছে পিঙ্কসিটি, সে রাজস্থানে
আসল নামটা সকলে যা জানে

৩। পাহাড়ি শহর নাগাল্যান্ডের
নামে স্মৃতি ধরে দেহে মানবের

৫। দেবদারু আর পাইনের ভিড়ে
খাজিয়ারনাগের চলো মন্দিরে

৬। আশ্রম, নদী— দু-ই গুজরাটে
মোহনদাসের কিছুকাল কাটে

৯। নামি গোয়া বিচ, দুয়ে বাঁধে জোড়
মান্ডোবি আর আরবসাগর

১১। ফ্লাওয়ার ভ্যালি, অদূরে যে আছে
তীর্থসাহিব শিখদের কাছে

১৩। ঘাটশিলা গেলে ঘুরে নিও সুখে
লেক ও ড্যামের একই নাম মুখে

১৪। শোনমার্গ, বালতাল— তারও পরে
অমরনাথের পথে যেতে পড়ে

রবি দাস

ডিসেম্বর সংখ্যার সমাধান

মা	দু	রা	ই		মু	ন্না	র
য়া		ম		ধ	সৌ		
পু	রু	লি	য়া		রি	শ	প
র		লা		শ			ঞ্চ
		ম		ঙ্ক		কা	লি
উ	দ	য়	পু	র			ঙ্গে
লা		দা		পু			শ্ব
র		ন	জ	র	মি	না	র

পুরস্কার

*পুরস্কারবিজয়ী আগামী এক বছরের **ভ্রমণ** পাবেন বিনামূল্যে। এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আসা নির্ভুল উত্তরগুলি থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারিত হবে। পুরস্কারবিজয়ী যদি আগে থেকেই **ভ্রমণ**-এর গ্রাহক হন, তবে তাঁর মনোনীত আত্মীয়-বন্ধু এই সুযোগ পাবেন। উত্তরের সঙ্গে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখতে ভুলবেন না। ফ্যাক্স মারফত উত্তর গ্রাহ্য হবে না। পাঠাবার ঠিকানা:*

ভ্রমণ শব্দছক

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ১০০টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

ভ্রমণ জানুয়ারি ২০১৩

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা [ ] [ ]

নাম: .... বয়স: ....

ঠিকানা: ....

....

.... ফোন নং: ....

১. ভূস্বর্গ কাশ্মীর

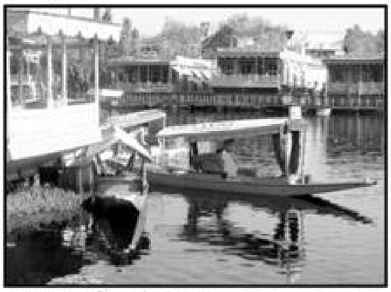

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সঙ্গে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. দাচিগাম

কাশ্মীরের দাচিগাম অরণ্যে বার্জ, ওক, ফার, পপলার, হ্যাজলনাট, চেস্টনাট গাছের ভিড়। ওক ফল পেকে গেলে খেতে আসে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। শ্রীনগর থেকে দাচিগাম অরণ্যের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

৩. লাদাখের বন্যপ্রাণ

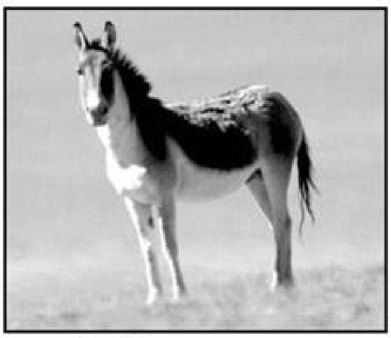

লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে বহু রকমের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ বাস করে। সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হয় লাদাখ ভ্রমণ। দেখা যায় হিমালয়ান মারমট, তিব্বতি বুনো গাধা, লাদাখি পিকা। পাখিদের মধ্যে আছে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, চুকার, বারহেডেড গুজ, হিমালয়ান স্নো কক, হোয়াইট উইঙ্গড রেডস্টার্ট ছাড়াও বহু পাখি।

৪. কারসোগ উপত্যকা

হিমাচলের কারসোগ উপত্যকার পাহাড়ে-মন্দিরে ছড়িয়ে আছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকথা। এখান থেকে দেখা যায় পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, জালোরি পাস, হনুমানটিব্বা, নারকান্ডার-হাটু পিক।

৫. স্পিতি উপত্যকার ডাংখার হ্রদ

হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকায় পাহাড়ের ওপর প্রাচীন ডাংখার গুহা। অপরদিকে নীলচে সবুজ জলের ডাংখার হ্রদ। প্রাচীন স্পিতির রাজধানী ছিল ডাংখার। কাজা থেকে সাচিচিলিং, সেখান থেকে ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ডাংখার। ডাংখার থেকে দেড়ঘণ্টা হেঁটে ডাংখার হ্রদ।

৬. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৭. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৮. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জুলাই-আগস্টে এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত।

৯. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

১০. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

১১. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে

শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সুরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে তুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

১২. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

১৩. দেওরিয়াতাল

হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে সারি। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেওরিয়াতাল। উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। এখান থেকে ভাতৃঘুন্টা, কেদারডোম, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী শৃঙ্গ দেখা যায়। তালের জলে এইসব শৃঙ্গের প্রতিফলন দেখতেই আসা। থাকার জন্য দেওরিয়াতালের পাশে আছে তাঁবু।

১৪. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোট শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১৫. বিকানির-জয়সলমির

৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১৬. শেখাবতী

উত্তর রাজস্থানের শেখাবতী প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির নিয়ে খোলা আকাশের নীচে যেন এক আর্ট গ্যালারি। এই জনপদের অলিতে-গলিতে হাভেলির কারুকার্য নজর কাড়ে। দেওয়ালচিত্রগুলি অসামান্য।

১৭. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেময়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১৮. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী।

১৯. ভেলাভেদার

কৃষ্ণসারদের জাতীয় উদ্যান ৩৪.৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ভেলাভেদার। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং ভাবনগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার। এখানে দেখে নিন ব্ল্যাকবাক ন্যাশনাল পার্ক।

২০. সাপুতারা

প্রায় চারহাজার ফুট উচ্চতায় সাপুতারা গুজরাটের একমাত্র শৈলশহর। চারপাশে বাগানে ঘেরা সরোবরে বোটিং করা যায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। ৬০ কিলোমিটার দূরে আছে গিরা জলপ্রপাত এবং ওখাই বটানিক্যাল গার্ডেন।

২১. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির। সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

২২. মুরুড-হার্নে

কোঙ্কণ উপকূলে রত্নগিরি জেলার যমজ সৈকত মুরুড ও হার্নে। মুরুড বিচের সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ ডলফিন দেখা। হার্নে মূলত মৎস্যবন্দর। সাগরের বুকে দেখা যায় সুবর্ণদুর্গ। দেখা যেতে পারে আনজার্লে, লাডঘর বিচ। যাওয়া যেতে পারে দাপোলি।

২৩. মহারাষ্ট্রের তারকার্লি

কোঙ্কণ উপকূলের অনন্যসুন্দর সাগরবেলা তারকার্লি। চারদিকে ঝাউবনের হাতছানি। সোনালি বালুকাবেলা। স্নান করার জন্য আদর্শ সি-বিচ। ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় সিন্ধুদর্গ কেল্লা। কাছাকাছি দেখে আসা যায় ভেঙ্গুরলা, মোছেমার, শিরোডা সাগরবেলা।

২৪. পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

২৫. মহারাষ্ট্রের তাড়োবা

নাগপুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার এবং চন্দ্রপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তাড়োবার জঙ্গল। এখানে দেখা যায় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর, হরিণ, সম্বর, গাউর, ভল্লুক ছাড়াও বহু ধরনের পাখি। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে তাড়োবার জঙ্গল।

২৬. হরিহরেশ্বর-শ্রীবর্ধন

মহারাষ্ট্রের সোনালি সাগরবেলা হরিহরেশ্বর। সাগরবেলা ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য কালভৈরবের মন্দির, হরি ও হর পর্বত। ১৯ কিলোমিটার দূরের অপর সাগরবেলা শ্রীবর্ধন।

২৭. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বই, আলিবাগ, কাশিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

২৮. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

২৯. মালসেজ ঘাট

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি পাস সবুজে সবুজ মালসেজ ঘাট। পুষ্পবতী নদী আর বাঁধের জলে শীতে হাজার-হাজার পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভিড় জমায় ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। উপচে পড়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে

মালসেজ ঘাট আসতে হবে বর্ষাকালে। ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবাজির জন্মস্থান শিভনেরি।

৩০. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

৩১. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

৩২. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

৩৩. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

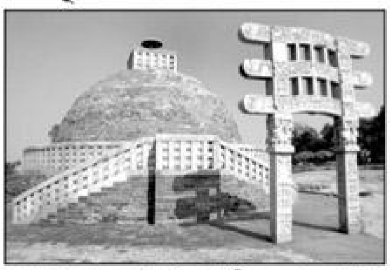

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

৩৪. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

৩৫. পেঞ্চ অরণ্য

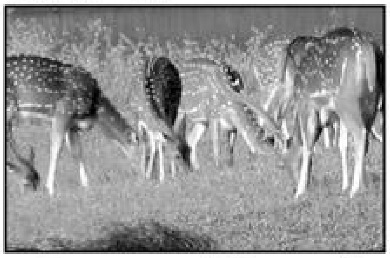

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ— এই দুই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত পেঞ্চ অভয়ারণ্য। বাঘ ছাড়াও দেখা যায় নানা প্রজাতির হরিণ, গাউর, নীলগাই, ঢোল ইত্যাদি। প্রচুর পাখিও দেখা যায়। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারি হয়।

৩৬. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে যেতে হবে নেতারহাট। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাঁড় হয়ে যেতে হবে বেতলা অরণ্য।

৩৭. দেওঘর-দুমকা-মলুটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মলুটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মলুটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মলুটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

৩৮. ঘাটশিলা-গালুডি

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাটশিলা এবং গালুডি। দেখা যেতে পারে ফুলডুংরি পাহাড়, বুরুডি লেক, বিভূতিভূষণের বাড়ি, গালুডি ড্যাম।

৩৯. চিলিকা-মংলাজোরি

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। চিলিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্তে পাখির দেশ মংলাজোরি। শীতে এখানে ভিড় জমায় দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি। বালুগাঁও স্টেশন থেকে দূরত্ব টাংগি হয়ে ৩৫ কিলোমিটার।

৪০. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

৪১. গোপালপুর অন সি

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

৪২. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৪৩. ভিতরকণিকা

ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীর সঙ্গমে জল-জঙ্গলে ঘেরা ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য পাখিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জলপথ। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

৪৪. পাড়ুয়া

বিশাখাপত্তনম-কিরন্ডুল রেলপথে পাড়ুয়া। আরাকু উপত্যকা থেকে দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। এখানকার জালাপুট রিজার্ভয়ারের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের মায়াবী কারিকুরি দেখে মন ভরে যায়। দেখে আসা যায় রানিদুদুমা, মালিপাহাড়, ওমকাডেল্লি, দেওমালি।

৪৫. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে বিজন দ্বীপ এভিস।

৪৬. কাভারাত্তি-কালপেনি-মিনিকয়

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে চাররাত পাঁচদিনের সমুদ্রম প্যাকেজে দেখানো হয় কাভারাত্তি, কালপেনি ও মিনিকয়। দ্বীপে দ্বীপে কায়াকিং, স্নরকেলিং, গ্লাসবটম বোট রাইডিং করা যায়। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি দেয় স্পোর্টস (SPORTS)।

৪৭. কুলিক পাখিরালয়

মালদা শহর থেকে কুলিক পাখিরালয় মাত্র ৭৩ কিলোমিটার। কুলিক নদী বয়ে গেছে পাখিরালয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে কুলিক। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।

৪৮. জয়ন্তীর জঙ্গলে

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৪৯. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু

শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৫০. উত্তরবঙ্গের মংপং

শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৫১. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা— এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং।

৫২. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৫৩. কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ।

৫৪. উত্তরবঙ্গের মূর্তি

মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৫৫. ধুপঝোরা

গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধুপঝোরা অরণ্য। মাল জংশন থেকে দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার এবং চালসা থেকে ১০ কিলোমিটার। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য রয়েছে গাছবাড়ি।

৫৬. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৫৭. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৫৮. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর

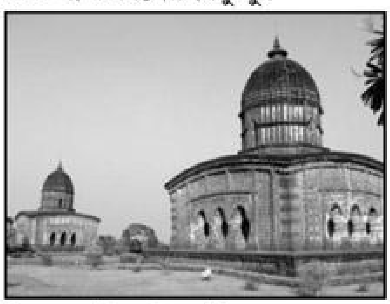

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। কিনতে পারেন বালুচরি, স্বর্ণচরি শাড়ি।

৫৯. বড়ন্তি

আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাহশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে থাকে।

৬০. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এবং কান্ডারী এক্সপ্রেস ছাড়ে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি চালু হয়েছে দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে।

৬১. তাজপুর

দীঘার কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাগরবেলা। রামনগর, বালিসাই, আলমপুর ফিশারিজ হয়ে তাজপুর। চারদিকে ঝাউবন। শান্ত, নির্জন সাগরবেলা তাজপুর। আছে প্যারাসেইলিং, কোস্টাল সাইক্লিং, র‍্যাফটিং-এর ব্যবস্থা।

৬২. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

বঙ্গোপসাগরের কূলে বিনুনির মতো নদী-নালা-খাঁড়ি আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া ছোট ছোট ব-দ্বীপ— এই নিয়েই সুন্দরবন। এই জল-জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৬৩. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ

ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৬৪. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ

গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ অসামান্য।

৬৫. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। দুয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৬৬. শান্তিনিকেতন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। অদূরে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক।

৬৭. বার্সে-উত্তরে-পেলিং

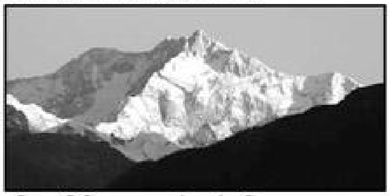

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘণ্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৬৮. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর রমণীয় রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৬৯. সিকিমের রাবংলা

রাবংলার আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড়ের আকর্ষণও কম নয়।

৭০. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৭১. শিলং

শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৭২. মাওলিনং

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। দূরত্ব শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম মাওলিনং-এ রাত্রিবাসও করা যেতে পারে। এখানে দেখে নিন ব্যালেন্সিং রক এবং লিভিং রুটব্রিজ।

৭৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৭৪. নামদাফা

কলকাতা থেকে ট্রেনে তিনসুকিয়া বা বিমানে ডিব্রুগড় পৌঁছে সড়কপথে যেতে হবে মিয়াও। সেখান থেকে নামদাফার দিবান বনবাংলো। দিনকয়েক কাটানো যেতে পারে নামদাফার জঙ্গলে পশুপাখি, অচেনা পাখি দেখে। বর্ষা বাদে সারাবছর আসা যায় নামদফায়।

৭৫. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ

ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, ঊনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা।

৭৬. গোয়া

হাওড়া থেকে সরাসরি গোয়া যায় অমরাবতী এক্সপ্রেস। গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা। দিনদুয়েক কোনও নিরালা সৈকতের ধারে কাটাতে ভালো লাগবে।

৭৭. করবেট ন্যাশনাল পার্ক

করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৭৮. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি

চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৭৯. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর

রেলপথে কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৮০. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৮১. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি

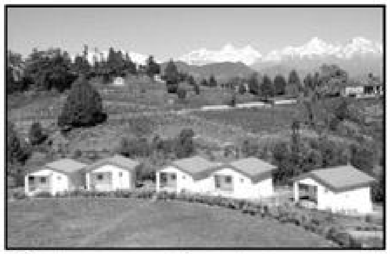

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৮২. কর্নাটকের বন্দিপুর

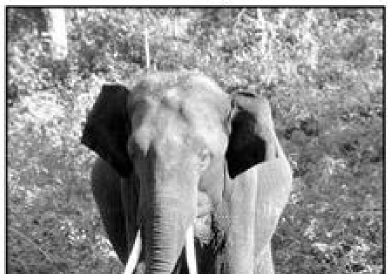

মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুগুর, কাবিনি আর ময়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৮৩. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যান্ডিক্রাফটস এম্পোরিয়াম। মহীশূরে দেখুন বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম।

৮৪. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৮৫. যোগ জলপ্রপাত

বেঙ্গালুরু থেকে ৩৭৭ কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের শিমোগা জেলায় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ জলপ্রপাত। শরাবতী নদীর জলে পুষ্ট যোগ জলপ্রপাতে চারটি ধারায় নেমে এসেছে জলধারা— রাজা, রানি, রকেট, রোরার। বর্ষায় যোগ অনন্য।

৮৬. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৮৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৮৮. নাগার্জুনকোন্ডা

কৃষ্ণা নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে নাগার্জুনসাগর জলাধার। সেই জলাধারের বুকে জেগে আছে নাগার্জুনকোন্ডা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ নাগার্জুনসাগর থেকে নাগার্জুনকোন্ডা পর্যন্ত নৌবিহার। তিনদিকে নাল্লামালা পাহাড়। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত।

৮৯. গোদাবরীতে ভেসে পপিকোন্ডালু

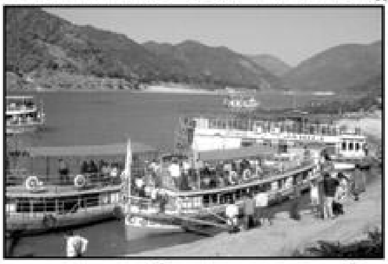

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে বাস বা গাড়িতে পুরুষোত্তমপটনম বা পট্টিসীমা। এখান থেকে গোদাবরীর বুকে ভেসে বেড়ানো। গোন্ডাপোচাম্মা, পেরেন্টাপল্লি ঘুরে দেখে সন্ধ্যে ফেরা পট্টিসীমা। ফিরতে না চাইলে রাতে থাকা যায়।

৯০. বিজয়ওয়াড়া-সূর্যলঙ্কা বিচ

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১২২৩.৫ মিটার লম্বা প্রকাশম বাঁধটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন কনকদুর্গা মন্দির, গান্ধিস্তূপ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি জাদুঘর, ভবানী আইল্যান্ড। ১০০ কিলোমিটার দূরে নির্জন সূর্যলঙ্কা বিচ।

৯১. তাড়পাত্রি-বেলুম

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অল্পচেনা গন্তব্য তাড়পাত্রি আর বেলুম। তাড়পাত্রিতে আছে ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির এবং বেলুমে প্রাকৃতিক গুহা। তাড়পাত্রি থেকে বেলুমের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার।

৯২. হর্সলে হিলস

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সারাবছর আসা যায়। চারদিকে দেবদারু, পলাশ, ইউক্যালিপ্টাস, সেগুন, আমগাছের সারি। হর্সলে পাহাড়ে পৌঁছনোর রাস্তাটি খুব সুন্দর।

৯৩. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৯৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৯৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

৯৬. পুডুচেরি

বঙ্গোপসাগরের তীরে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুডুচেরি। ফরাসিদের তৈরি শহর। এখানকার প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ আশ্রম। দেখে নিতে পারেন অরোভিল ও মাতৃমন্দির। শহরে দেখে নিন মনোরম সাগরবেলা। পুডুচেরির নতুন আকর্ষণ চুনাম্বার সৈকত।

৯৭. ইয়েরকাড হোগেনাক্কাল

তামিলনাড়ুর শেভারয় পাহাড়ের ওপর কমলালেবু ও মশলার বাগিচা নিয়ে ইয়েরকাড। নিকটবর্তী বড় শহর সালেম থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথে সালেম থেকে হোগেনাক্কাল ১১৪ কিলোমিটার। কাবেরী নদীর ওপর হোগেনাক্কাল প্রপাত দেখতে হয় কেরাকল নৌকোয় চেপে।

৯৮. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৯৯. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মন্দিরগুলো তৈরি হয় পল্লবরাজাদের হাতে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গড়া পাথর কুঁদে শিল্পকলা আজও আকর্ষণীয়। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পুডুচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুপ্পাম-এ বোটিং।

১০০. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

হলিডে হোম

ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:
সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

ঘাটশিলা

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি ঘাটশিলার সদর রাস্তায় 'অশ্বত্থ কুঞ্জ'তে। দ্বিশয্যার দুটি ঘর এবং তিনশয্যার চারটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা।

অপরটি বিভূতিভূষণ স্মৃতি সংসদ, ফুলডুংরির কাছে 'অপরাজিতা'তে। পাঁচশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। প্রথমটিতে সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

চাঁদিপুর

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
চাঁদিপুর, বালাসোরে 'আনন্দময়ী হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে। দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ভাড়া ৬০০ টাকা, চারশয্যার ভাড়া ৬৫০ টাকা। সবকটিই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

দিঘা

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১ (এক্সটেনশন: ১১৩, ৭৫১, ২৬২)
পুরাতন দিঘা রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে 'হোটেল মেনকা'-তে হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার ২টি ঘর। ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। একটি ওল্ড দিঘায় 'কৃষ্ণাঙ্গনা'য়। চারশয্যার চারটি ঘর। দোতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ১৮০ টাকা। তিনতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। সব ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। অন্যটি ব্যারিস্টার কলোনিতে 'শান্তিনিকেতন'-এ। ৫টি ঘরের ২টি চারশয্যার, ২টি দ্বিশয্যার এবং একটি পাঁচশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৭০ টাকা, ১২০ টাকা এবং ২০০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব ৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২৪৮-৯৯৬৩, ৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১
'হোটেল সঞ্জয় প্যালেস', রাজবাড়ি কমপ্লেক্স। ভাড়া ২৫০ টাকা। রান্নার ব্যবস্থা নেই, ফেরৎ যোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ-সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
নিউ দিঘায় অমরাবতী লেকের কাছে গভর্নমেন্ট ইউথ হোস্টেল সংলগ্ন 'তুলিকা'য় হলিডে হোমটি। চারশয্যার ৪টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ভাড়া ২০০ টাকা করে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

রিজিওন্যাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ডি কে ব্লক সেক্টর-২, সল্টলেক সিটি, করুণাময়ী কলকাতা-৯১ ☎২৩৩৪-৭০১৩
শিবালয় রোডের 'সঞ্জয় প্যালেস'-এ রাজবাড়ি কমপ্লেক্সের কাছে হলিডে হোমটি। দ্বিশয্যাবিশিষ্ট দুটি ঘর। প্রতিদিনের ভাড়া ২০০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাব ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, পঞ্চম তল কলকাতা-১ ☎২২২৫-৩৪২১—২৪ (এক্সটেনশন: ২৪০), ৮৯০২১-৯৬৮৮২
দিঘার ফরেস্ট বাংলো রোডে 'হোটেল শ্রেয়া'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারজনের শয়নোপযোগী দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— তপন দাস।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩
ওল্ড দীঘায় ফরেস্ট বাংলো রোডে 'নিউ সুবাসিনী ভবন'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার ৪টি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ—দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

দেওঘর

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দেওঘরের বিহারীলাল চক্রবর্তী রোডে, ক্লক টাওয়ারের কাছে 'হোটেল মহাদেব প্যালেসে'-এ হলিডে হোমটি। সংস্থার মোট তিনশয্যার পাঁচটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব ৬, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২৪৮-৯৯৬৩, ৯৮৩৬৫-৬৫১১৮, ৯২৩১৬-২৩৭১১
সংস্থার মোট ৩টি হলিডে হোম। প্রথমটি স্বর্গদ্বারের কাছে সোনালি হোটেলের পিছনে 'জ্ঞানদালয় তীর্থাবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম, রান্নার বন্দোবস্ত সহ দোতলায় মোট ১০টি ঘর। দুটি পাঁচশয্যার, দুটি চারশয্যার এবং একটি তিনশয্যার ঘর। ভাড়া যথাক্রমে ২৮০ টাকা, ২৩০ টাকা ও ২১০ টাকা। একতলায় মোট ৫টি ঘর। ৬টি চারশয্যার, ২টি তিনশয্যার এবং ১টি দ্বিশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৫০ টাকা, ১৯০ টাকা এবং ১৩০ টাকা। অপরটি 'বেলাভূমি নিবাস'-এ। সংলগ্ন বাথরুম সহ তিনশয্যার একটি ঘরের ভাড়া ২৭০ টাকা। তৃতীয়টি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কাছে 'আকাশ গেস্টহাউস'-এ। বাথরুম সংলগ্ন একটি তিনশয্যার ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত গোস্বামী বা মিহির বড়ুয়া।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অফিসার এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সেন্ট্রাল কাউন্সিল), ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১
☎২২৪৮-৩৮৫৭ (এক্সটেনশন: ৫৯৩, ৫৯৪), ৯৪৩২২-৭০৯৮৮, ৯৪৩৩২-০৮৬০৯, ৯৩৩০৯-৩৩৪৬৭, ৯৯০৩৫-৮০৮১১
বালিয়াপান্ডা রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের কাছে 'কেশবধাম'-এ হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। ২টি ঘরের ভাড়া ৩০০ টাকা। অপরদুটি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা।

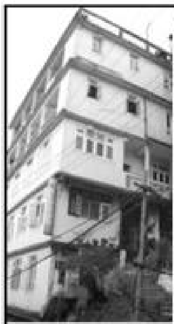
ঘরে বসে
কাঞ্চনজঙ্ঘার
অপরূপ সৌন্দর্য
দেখতে
আপনার
সঠিক ঠিকানা
"দি অ্যালপাইন হোটেল"
!!! দার্জিলিং !!!
এছাড়া প্রতি সপ্তাহে ডুয়ার্স, দার্জিলিং ও সিকিম প্যাকেজ
শিলং-এ নিজস্ব হোটেল
Naimei Guest House.
(সারা ভারত প্যাকেজ, হোটেল ও গাড়ি বুকিং)
-ঃ কলকাতা বুকিং ঃ-
স্বরাজ ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস
৭এ, রানি রাসমণি রোড, কলকাতা-৬৯
Room No.-110, 1st Floor,
9433054015, 9831084798,
033-3020-7220 (o)

Premium Fixed Dated Group Tours
By
MILES TOURISM
BHUTAN
10/1, 28/3, 11/4
BANGLADESH
18/2, 12/4
SRILANKA
12/4
TURKEY
20/5
KASHMIR
12/4, 18/5
KERALA
16/2, 22/3
3 Star Hotels, Buffet Meals
Personalised Service
EARLY BIRD DISCOUNTS
Call- 9830009964, 9831146964
Web- www.milestourism.in

সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ— শৈলেন ঘোষরায় বা ধ্রুব চক্রবর্তী বা বিপ্র সাহা বা নির্মলকুমার দত্ত বা রথীন ব্যানার্জি।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/ ১১৮৯/ ৩৩৬৪/৩৬৭৭, ২২১০-২৮৯০
এবং
৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ), কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮
সি-বিচের কাছে কাকাতুয়ার বিপরীতে 'মা ভবন'-এ সংস্থার হলিডে হোমটি। মোট ৬টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটিতে শিশু সহ চারশয্যার ঘর। ভাড়া ২৩০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩
বালিয়াপান্ডা রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের কাছে 'কেশবধাম'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ পাঁচশয্যার ৪টি ঘর। ২টি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। বাকি ২টির ভাড়া ২৩০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ—দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

দ্য ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড ১২, সদর স্ট্রিট, কলকাতা-১৬ ☎২২৫২-১০৩১/ ৩৪/৩৫, ২২৫২-১৬০২/১৪৯২
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের বিপরীতে 'হরিন গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। সংলগ্ন বাথরুম সহ আটটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৭০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। যোগাযোগ— শুভাশিস ভট্টাচার্য।

ওয়াটার উইং সিভিল ডিফেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি ৮১/২/২, ফিয়ার্স লেন, কলকাতা-১২ ☎৯৮৩৬০-৮৮৯৬৩, ৯০৫১১-৪১৬২৩
স্বর্গদ্বারের কাছে বাজারের বিপরীতে 'হোটেল নিতাইকুঞ্জ'-তে হলিডে হোমটি। মোট ২টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন দুটিই তিনশয্যার ঘর। ভাড়া ৩০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— রমেন্দ্রনারায়ণ সাহা।

পেলিং

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
মিডল পেলিংয়ে 'গোল্ডেন আইস'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

সিমেন্স এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ৪৩, শান্তিপল্লি রাসবিহারী ই এম বাইপাস কানেক্টর কলকাতা-৪২ ☎২৪৪৪-৯০৩২/৯০০০/৯০৩০ (এক্সটেনশন-৯০৩২), ৯৭৪৮৪-৯৩৮৮৬
মিডল পেলিংয়ে 'হোটেল রিসর্ট স্ট্যালেট'-এ হলিডে হোমটি। মোট ছয়টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— রজত চক্রবর্তী।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
ওয়েস্ট সিকিমের আপার পেলিংয়ে 'হোটেল হোয়াইট অর্চাড'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা, তিনশয্যার ৩টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা, চারশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ভাইজ্যাগ

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি স্টেশন থেকে ৫ মিনিট হাঁটাপথে 'লক্ষ্মীনিবাস'-এ। দ্বিশয্যার তিনটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা।
অপর হলিডে হোমটি 'হোটেল শ্রীসত্য'তে। শিশু সহ দ্বিশয্যার ৪০টি সাধারণ ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা, শিশু সহ তিনশয্যার ৮টি ডিলাক্স ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪৫০ টাকা এবং পাঁচটি চারশয্যার সাধারণ ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

রাবংলা

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
দক্ষিণ সিকিমের রাবংলায় ট্র্যাফিক মোড়ের কাছে 'হোটেল হোয়াইট ওর্চার্ড'-এ হলিডে হোমটি। সংস্থার তিনশয্যার মোট ৩টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। একটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। দ্বিতীয়টি ভাড়া ৪৫০ টাকা, অপরটির চারশয্যার ঘর ভাড়া ৫০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৫৫
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-১৫	১২৩৮২	১৬-৫৫
(ছাড়ে: বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-১০	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৪০
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন/কোটদ্বার) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩৫	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৪-০০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৩৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১৩৩১৭	৬-১৫	১৩৩১৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১১-৫৫	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৩০
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩৫	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-২৫	১৮৬২৮	১৩-৫০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-২০	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: শুক্র)				
ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩০	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১২-৫০	১২২৭৪	৬-১০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৫০	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুব (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৩০	১২২৬০	১২-৩০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২০	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১৩১১৫	১৩-০০	১৩১১৬	১৪-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৫০৩	১৬-৪০	১৩৫০৪	১০-৪৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২৫	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০

হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ , শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: শনিবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	০৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৩৫৯	২০-০০	১২৩৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-২০	১২৩৫৮	১১-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ভায়া ভূপাল)	১৯৬০৫	১৩-১০	১৯৬০৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪৫	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	২০-৩০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-২৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-২৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-২৫	১২০৭৪	১২-৪০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি)				
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুদুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
সিমলিপাল এক্সপ্রেস	১৮০০৭	১৮-৩৫	১৮০০৮	৯-২০
(ছাড়ে: শনি, সোম, মঙ্গল; পৌঁছয়: রবি, মঙ্গল, বুধ)				
লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১৫	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজ্যরানি (বাঁকুড়া) এক্সপ্রেস	২২৮৬১	৬-৪০	২২৮৬২	১৮-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, শুক্র, শনি)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেন্ড্রা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	১০-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৪০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-০৫
(ছাড়ে: বুধবার; পৌঁছয়: শনিবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল)	১৩১০৯	৭-১০		
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি)	১৩১০৮	৭-১০		

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১৯৬/৭০৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

*ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: **www.irctc.co.in***

বনের পাতা

লেপার্ড

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশিয়া আর চিনের সরলবর্গীয় অরণ্যে হিমাঙ্কের থেকেও কম উষ্ণতায়, আফ্রিকা আর এশিয়ার শুষ্ক, উষ্ণ, রুক্ষ মরুভূমি, জাভার আর্দ্র নিরক্ষীয় অরণ্য, সমতল ঘাসজমি, পার্বত্য অঞ্চল বা ভারতের গ্রামীণ বসতি অঞ্চল— সব জায়গাতেই লেপার্ড বা প্যান্থার বা চিতাবাঘ সমান স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। পাখি, সরীসৃপ, ইঁদুরের মতো ছোটখাটো থেকে ওয়াইল্ডবিস্টের মতো বড় স্তন্যপায়ী এমনকি মাছও লেপার্ডের খাদ্যতালিকাভুক্ত। পরিস্থিতি অনুসারে গৃহপালিত কুকুর, ছাগল, শুয়োর, গরু, ঘোড়া, হাঁস, মুরগি খেয়েও এরা দিব্যি থাকে। প্রধানত, নিশাচর লেপার্ডের আত্মগোপনের ক্ষমতা অসাধারণ। গাছের ডালে পাতা আর রোদের মোজেইক, ঘাসজমিতে ঘাসের আড়াল কিংবা মফস্বলের গলিঘুঁজির আবছায়াতে লুকিয়ে থাকতে লেপার্ড খুবই দক্ষ। এরা গাছে চড়তে ওস্তাদ আর বেশ শক্তিশালী। ফলে নিজের সমান ওজনের শিকারকে গাছের ওপরের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কঠিন কাজ এদের অনায়াস সাধ্য। বড় বিড়ালদের মধ্যে আকারের দিক থেকে চতুর্থ হলেও বুদ্ধিতে এদের জুড়ি মেলা ভার। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বহু দেশেই লেপার্ডের হাতে মানুষের নাকাল হওয়ার ঘটনা বিরল নয়।

পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন হয়েও পার্শিয়ান, অ্যারাবিয়ান, আনাতোলিয়ান, জাভান আর আমুর বা রাশিয়ান উপপ্রজাতির লেপার্ডের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তা একশোরও নীচে। চামড়া আর দেহাংশের জন্য শিকার এবং অত্যন্ত দ্রুত বাসস্থান হ্রাস হওয়ার নিরন্তর বিপদ থাকলেও সম্ভবত আশ্চর্য অভিযোজন ক্ষমতাই লেপার্ডের অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন লড়াইয়ের প্রধান হাতিয়ার।

মাথা ও ধড়: ১০০-১৯০ সেন্টিমিটার।

লেজ: ৭০-৯৫ সেন্টিমিটার।

ওজন: ৩০-৭০ কিলোগ্রাম।

ভৌগোলিক বিস্তৃতি: সাহারার দক্ষিণ থেকে পুরো আফিকা মহাদেশ, প্রায় সমগ্র এশিয়া এবং ইউরোপের দুয়েকটি দেশ।

তথ্যেচিত্রে

বিকানিরের উট উৎসব

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

এবছর বিকানিরে উৎসব
২৬-২৭ জানুয়ারি

রাজস্থানের মরুশহর বিকানিরের উট উৎসব দেখার মতো। দুদিনের এই নজরকাড়া উৎসব দেখতে দেশ-বিদেশের পর্যটক ভিড় জমায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই শহরে। নামেই বোঝা যায় এই উৎসবের মূল আকর্ষণ উট। মরুরাজ্যের জনপ্রিয় এই প্রাণীকে কেন্দ্র করেই প্রাণ পায় উট উৎসব। উৎসবের শুভ সূচনা হয় জুনাগড় দুর্গের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে। রংবেরঙের ঝালর, গয়নায় সাজানো উটের দল, রাজস্থানি লোকশিল্পীদের দল, রাজপরিবারের নিজস্ব বাজনদার ও নিরাপত্তাবাহিনী অংশগ্রহণ করে এই শোভাযাত্রায়। রাজস্থানের প্রায় সব উৎসবেই শোভাযাত্রা দেখার মতো। শোভাযাত্রা শহর ঘুরে পৌঁছয় রাজা করনি সিং স্টেডিয়ামে। সেখানে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত চলে নানাধরণের প্রতিযোগিতা, লোকনৃত্যানুষ্ঠান। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উটের নাচ, উটের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, সেনা জওয়ানদের উট নিয়ে নানা কসরত। দ্বিতীয়দিনে উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু ৪৫ কিলোমিটার দূরের মরুগ্রাম লাদেরা। আপাতনির্জন এই মরুগ্রামের একপাশে রয়েছে দিগন্তবিস্তৃত মরুভূমি। এখানেই বালিয়াড়ির ওপর উৎসবের আয়োজন করা হয়। বালির বুকে নানাধরণের রাজস্থানি খাবার আর হস্তশিল্পের স্টল সাজানো থাকে। বালির ওপর দিনভর চলে কবাডি, উটের দৌড়, মোটরবাইক দৌড়, উটের নাচ, উট সাজানো, ক্যামেল সাফারি সহ নানাধরণের প্রতিযোগিতা। সন্ধেবেলা শুরু হয় রাজস্থানি গানবাজনা আর নাচের অনুষ্ঠান। সবেতেই স্থানীয় লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে। সবশেষে উৎসবের সমাপ্তি হয় আতশবাজির রোশনাইয়ের মাধ্যমে।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে সরাসরি বিকানির যাচ্ছে ১২৩০৭ যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস। কলকাতা টার্মিনাল থেকে যাচ্ছে ১২৪৯৬ প্রতাপ এক্সপ্রেস (শুক্রবার)।

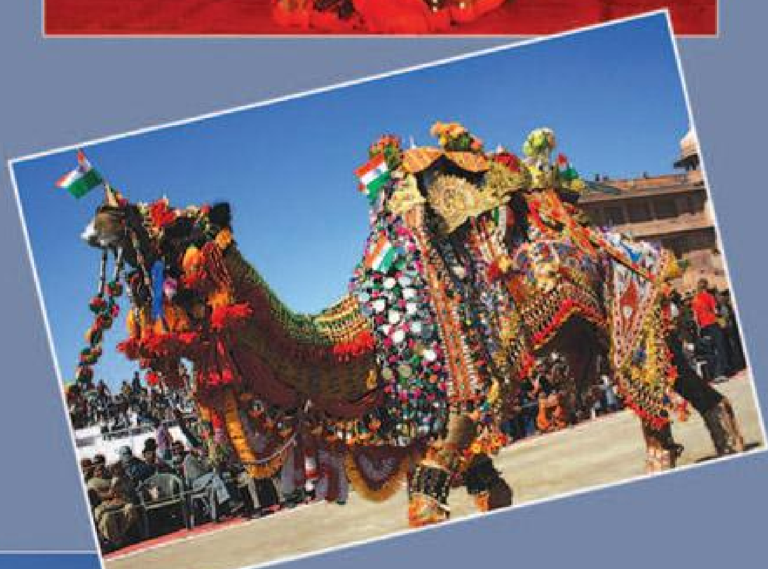

কোথায় থাকবেন

রাজস্থান পর্যটনের **মোটেল ঢোলামারু** (☎২৫২৯৬২১), নন-এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৪০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা (প্রাতরাশের খরচ ধরা আছে)। ট্যাক্স অতিরিক্ত।

প্রাইভেট হোটেল: **প্যালেস ভিউ** (☎২৫৪৩৬২৫), ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা।
যোশি (☎২৫২৭৭০০), ভাড়া ৬৫০-৯৫০ টাকা।
বিকানির (☎২৫২৩৯৪৩), ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা।
ওয়েবসাইট: www.rajasthantourism.gov.in
www.rtdc.in
বিকানিরের এস টি ডি কোড: ০১৫১।

তথ্য: অয়ন গঙ্গোপাধ্যায় চিত্র: সুবীর কাঞ্জিলাল

নোটবই

নাগাল্যান্ডের কোহিমায় এবছরের হর্নবিল উৎসব। ২ ডিসেম্বর পি টি আইয়ের তোলা ছবি।

পাক-ভারত নয়া ভিসা-নীতি চালু

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রস্তাবিত নয়া ভিসা-নীতি অবশেষে কার্যকর হল। ১৪ ডিসেম্বর ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী কে রহমান মালিক যৌথভাবে নয়া নীতি কার্যকর হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বর মাসে দু-দেশের মধ্যে সম্পাদিত ভিসা চুক্তিতে বলা হয়েছিল ভারতের পর্যটকরা এখন থেকে পাকিস্তানে ৩টির বদলে ৫টি জায়গা ভ্রমণের ভিসা পাবেন। কোনও স্বীকৃত ট্র্যাভেল এজেন্ট বা ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে আবেদন করলে ১০-১৫ জনের পর্যটক দল পাকিস্তানে ৩০ দিন পর্যন্ত থাকার পর্যটক-ভিসা পাবেন। ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সিরা আগে থেকে আবেদন করে রাখলে আটারি এবং ওয়াঘা চেকপোস্টে পৌঁছে হাতে-হাতে পাকিস্তান বা ভারতে প্রবেশের ভিসা পাবেন। এই ভিসার মেয়াদ হবে ৪৫ দিন। এদিন দুই দেশের মন্ত্রীরা জানান, দলভুক্ত পর্যটকদের ভিসা দেওয়ার প্রক্রিয়া ১৫ জানুয়ারি থেকে এবং সীমান্ত এলাকায় বয়স্কদের হাতে হাতে ভিসা দেওয়ার কাজ ১৫ মার্চ থেকে শুরু হবে।

ডাকছে সেশেলস

ভারত মহাসাগরের বুকে ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্র সেশেলস। সমুদ্র, সৈকত ও পাহাড় নিয়ে তার সৌন্দর্য। আর সেই সৌন্দর্যে কিছুদিনের জন্য আরও রং লাগাতে সেদেশে আয়োজিত হতে চলেছে আন্তর্জাতিক কার্নিভ্যাল। নাম 'কার্নাভাল ইন্টারন্যাশিওনাল দে ভিক্টোরিয়া'। ৮ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে উৎসব। আর এই উপলক্ষে সমস্ত দেশের পর্যটকদের সেশেলসে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন সেদেশের পর্যটন ও সংস্কৃতিমন্ত্রী অ্যালেইন সেন্ট অ্যাঞ্জে। সেদেশে এই কার্নিভ্যালের এটি তৃতীয় বছর। বিগত দু-বছরে প্রচুর ভিনদেশি পর্যটকের সমাগম হয়েছিল এই কার্নিভ্যালে। সেশেলসে পর্যটন সম্বন্ধে জানতে দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইট:
www.seychelles.travel

সুদৃশ্য পরিবেশবান্ধব ট্রামের উদ্বোধনে কলকাতায় এলেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের দুই ট্রাম কন্ডাক্টর। একইসঙ্গে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশনের কলকাতা-মেলবোর্ন ট্রামযাত্রার একযুগ পূর্তি উদ্‌যাপিত হল। কলকাতা ও মেলবোর্ন শহরের ট্রাম পরিষেবার মধ্যে এক কাল্পনিক সংযোগ রচনায় ২০০১-এর ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা-মেলবোর্ন ট্রামযাত্রার আয়োজন করেছিল ট্রামওয়েজ কর্পোরেশন। ১৫ ডিসেম্বর পি টি আইয়ের তোলা ছবি।

আগ্রায় বিমান পরিষেবা শীঘ্রই

খুব শীঘ্রই দেশের বিমান-মানচিত্রে যুক্ত হতে চলেছে তাজ-নগরী আগ্রা। দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক সূত্রে এখবর জানা গিয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে নতুন বছরেই আগ্রা থেকে চালু হয়ে যেতে পারে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা। প্রাথমিকভাবে এয়ার ইন্ডিয়া খাজুরাহো, বেনারস ও নয়াদিল্লি থেকে আগ্রার উড়ান পরিষেবা দেবে বলে খবর। পরিষেবা মিলবে সপ্তাহে তিনদিন।

আরব আমিরশাহির উড়ান প্রতিদিন

সহজ হল আরব আমিরশাহি যাওয়া। সেদেশের বিমান সংস্থা র‍্যাক এয়ারওয়েজ ভারতে তাদের দৈনিক উড়ান চালু করল। ইউ এ ই-র রাশ-আল-খামিয়া থেকে র‍্যাক এয়ারওয়েজের বিমান যাতায়াত করবে কেরালার কোঝিকোড় পর্যন্ত। এই পথে একপিঠের সময় লাগে প্রায় ৫ ঘণ্টা ১০ মিনিট। খরচ পড়ে ১০ থেকে ১৮ হাজার টাকার মতো। রাশ-আল-খামিয়া থেকে ৪৫ মিনিটের উড়ানে পৌঁছনো যায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহির রাজধানী আবু ধাবিতে। এছাড়াও সংস্থার উড়ান রাশ-আল-খামিয়ার সঙ্গে নেপালের কাঠমান্ডু এবং বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও ঢাকার মধ্যে সংযোগরক্ষা করে।

কোঝিকোড়ের সৈকতে মৎস্য-অন্বেষণ। ছবি: পি টি আই।

এয়ার ইন্ডিয়ার কলকাতা-ঢাকা উড়ান শীঘ্রই

বেশ কিছুদিন বন্ধ রাখার পর দিল্লি-ঢাকা সরাসরি উড়ান ফের চালু করল এয়ার ইন্ডিয়া। প্রতিদিন ভোর ৫টা ৪৫ মিনিটে দিল্লি ছেড়ে ৩ ঘণ্টায় ঢাকা পৌঁছবে সংস্থার বিমান। ফিরতি পথে ঢাকা থেকে প্রতিদিন সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে বিমানটি দিল্লি পৌঁছবে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে। একপিঠের খরচ ১৪ হাজার টাকার মতো। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শীঘ্রই কলকাতা-ঢাকা যাত্রীবাহী উড়ানও চালু করতে চলেছে এয়ার ইন্ডিয়া।

মহাকুম্ভের প্রাক্কালে গঙ্গাকে নির্মল রাখার অঙ্গীকারে এলাহাবাদের গঙ্গাতীরে মানববন্ধন। এবছর ১৪ জানুয়ারি থেকে এলাহাবাদে শুরু হচ্ছে কুম্ভ মেলা। ২ ডিসেম্বর পি টি আইয়ের তোলা ছবি।

বোর্নিওর জঙ্গলে সন্ধান মিলল স্লো লরিসের নতুন এই প্রজাতির। বিজ্ঞানসম্মত নাম নিকটিসেবাস কায়ান। প্রাইমেট বর্গের স্তন্যপায়ী এই প্রাণীটি স্বভাবে নিশাচর। এর নাম স্থান পেতে চলেছে আই ইউ সি এন-এর বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর তালিকায়।

প্রথম চিন সম্রাটের প্রাসাদ আবিষ্কৃত

মাটির নীচে খুঁজে পাওয়া গেল চিনের প্রথম সম্রাট কিনশিহুয়াংয়ের রাজকীয় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। চিনের শাংজি প্রদেশের জনপ্রিয় পর্যটনস্থল জিয়ান-এ সম্রাট কিনশিহুয়াংয়ের সমাধির নীচে প্রাসাদটির অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন সেদেশের পুরাতত্ত্ববিদরা। তাঁদের মতে এটি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২২১-২০৭ অব্দের মধ্যে। এক লক্ষ ৭০ হাজার ঘনমিটার এলাকা জুড়ে প্রাসাদটি তৈরি হয়েছিল যা আয়তনে বেইজিংয়ের বিশ্বখ্যাত ফরবিডেন সিটির প্রায় এক-চতুর্থাংশ। একটি সুউচ্চ বাড়ি এবং তার আশপাশের ১৮টি অনতিউচ্চ বাড়ি মিলিয়ে প্রাসাদটি গড়ে উঠেছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাসাদটি কিং সাম্রাজ্যের উন্নত স্থাপত্যশৈলীর পরিচয় বহন করছে। উল্লেখ্য, জিয়ানেই রয়েছে রাজা কিনশিহুয়াংয়ের মউসোলিয়াম। ৫৬ বর্গকিলোমিটার এলাকার এই ভূগর্ভস্থ মউসোলিয়াম পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ। এখানকার টেরাকোটা যোদ্ধাদের প্রতিমূর্তি দেখতে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের সমাগম হয়। পর্যটকদের প্রাপ্তির তালিকায় জিয়ানের নব-আবিষ্কৃত প্রাসাদ আরও এক সংযোজন।

দক্ষিণ কেনিয়ার অ্যাম্বোসেলি ন্যাশনাল পার্কে হাতির পাল। পিছনে দৃশ্যমান আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট কিলিমাঞ্জারো। ছবি: পি টি আই।

বিশ্ব পর্যটনের পুস্তকে পটুয়াগ্রাম নয়া

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের ছোট গ্রাম নয়া। পটশিল্পীদের বাস এখানে। এবার আন্তর্জাতিক পর্যটকদের কাছে এই গ্রামকে তুলে ধরতে বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে রাষ্ট্রসংঘ। আগামী মার্চে বার্লিনে যে পর্যটন-বাণিজ্য মেলা (আই টি বি বার্লিন) অনুষ্ঠিত হবে তাতে লোকসংস্কৃতি পর্যটন বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করবে রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা। তাতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হবে নয়ার কথা। অনেকদিন ধরেই পর্যটনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকসংস্কৃতিকে সংযুক্ত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিশ্ব পর্যটন সংস্থা। তারই অঙ্গ হিসেবে এই পুস্তক প্রকাশ। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে নয়ায় পর্যটনের সূত্রে লোকসংস্কৃতির বিকাশ ও গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যুক্ত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও।

প্রাচীন বসতির সন্ধান মিলল ছত্তিশগড়ের সিরপুরে

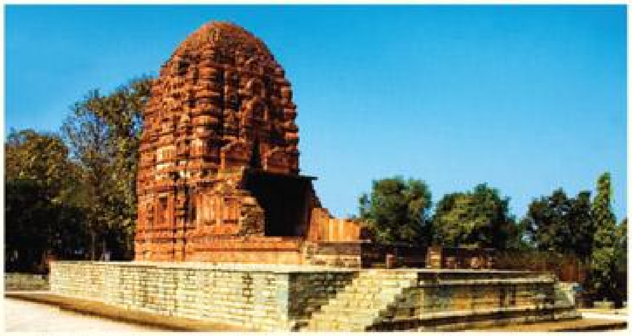

ছত্তিশগড়ের সিরপুরে মহানদীর তীরে প্রাচীন জনবসতির সন্ধান পাওয়া গেল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে ভূ-গর্ভ থেকে উদ্ধার হয়েছে ঐতিহাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মন্দির-নগরীর ধ্বংসাবশেষ। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল খ্রিস্টপূর্ব ১,০০০ থেকে ৬,০০ অব্দ পর্যন্ত। উল্লেখ্য, সিরপুরের অবস্থান ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরত্বে। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক এ কে শর্মার নেতৃত্বে সে-রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগ সিরপুরে খননকার্য চালাচ্ছে প্রায় দশ বছর ধরে। তাতে এপর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ৪৮টি স্তূপ, ২২টি শিব মন্দির, ৪টি বিষ্ণু মন্দির, ২২টি বৌদ্ধ বিহার ও ৩টি জৈন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এছাড়াও মিলেছে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাংশ যেটি আকারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বড় ছিল বলে দাবি করেছেন এ কে শর্মা। বাজার ও চিকিৎসাকেন্দ্রের নিদর্শনও পাওয়া গিয়েছে। এখানকার অধিবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মিলেছে মুঘল আমলের রৌপ্যমুদ্রা ও কালচুরি যুগের তাম্রপত্রের সন্ধান পাওয়ায়।

বইমেলায় স্বর্ণাক্ষরের ৩৫৬ নং স্টলে

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

অনলাইনে পেতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান

দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

অনলাইন গ্রাহক হতে
www.swarnakshar.in
লগ অন করুন

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২০ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৮০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৮০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৩৫০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৯০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,০৫০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫০০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,২০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৬৫০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 94332 17491, 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending ☐ Rs. 300 ☐ Rs. 350 ☐ Rs. 400 ☐ Rs. 500 ☐ Rs. 900 ☐ Rs. 1,050 ☐ Rs. 1,200 ☐ Rs. 1,650 towards my subscription to BHRAMAN for ☐ One year ☐ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:..

Address:..

....

....

Bank Draft No.:.. Date:.. Bank:....................................

Branch:................................ Signature & Date:.. Phone No.:...........................

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

ভ্রমণ the most read travel magazine in India*
now brings you

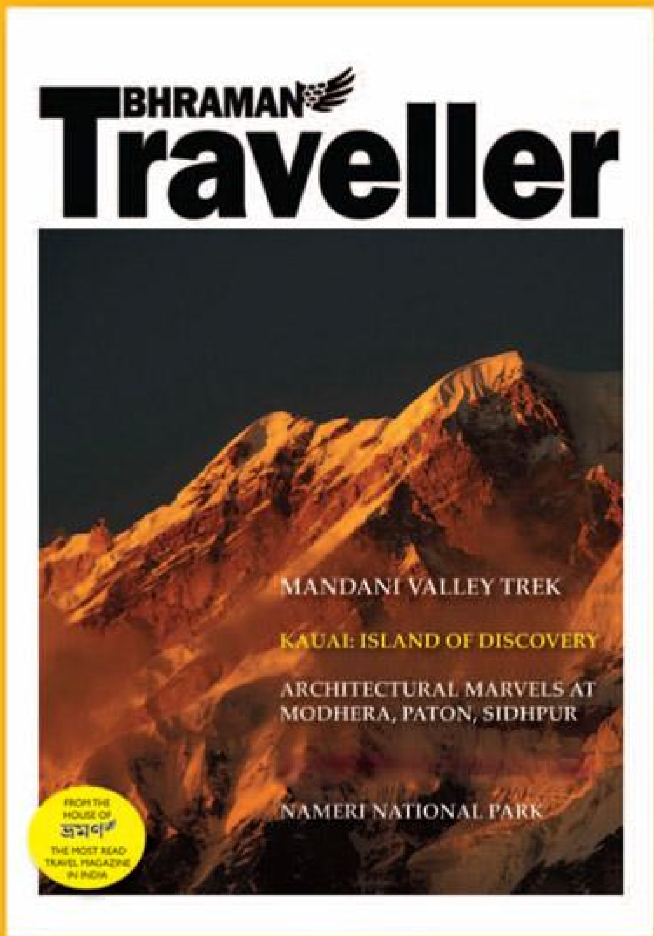

Email: bhramantraveler@gmail.com

BHRAMAN
Traveller

A monthly travel magazine in English

*INDIAN READERSHIP SURVEY 2012 Q2: AVERAGE READERSHIP OF 3,51,000 PER ISSUE

BHRAMAN ◻ Vol. 20 No. 12 ◻ 1 January 2013 ◻ Rs. 20 RN. 53133/93 ◻ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2013-2015

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

No. 1 Travel Magazine in India with the largest readership*

Available at Newsstand, also with Newspaper Hawker, OR

Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in

****Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q2***

Website: www.bhraman.com ◻ www.ebhraman.com